সাপ্তাহিক
weeklybangladeshusa.com
পাঠক প্রিয়তার শীর্ষে
বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

হজ ব্যবস্থাপনায় পরিবর্তন আসছে

বাংলাদেশ ডেস্ক : হজযাত্রীদের সেবা সহজতর করা, আবাসনের মান উন্নত করা এবং *(বাকি অংশ ৩১ পাতায়)*

নিউইয়র্ক সিটির শিক্ষার্থীরা কলেজে পড়ার জন্য ৩ হাজার ডলার পাবে

বাংলাদেশ রিপোর্ট: নিউইয়র্ক সিটি কাউন্সিলের *(বাকি অংশ ২৩ পাতায়)*

Weekly Bangladesh || New York, Vol. 28 • Issue 52 • Thursday, 04 June 2026 • ২১ জৈষ্ঠ ১৪৩৩, ১৮ জিলহজ ১৪৪৭

প্রবাসীদের রেমিট্যান্সই দেশের অর্থনীতির বড় ভরসা

ঢাকা : বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ এখন শুধু একটি আর্থিক সূচক নয়, বরং সামগ্রিক অর্থনৈতিক সক্ষমতা, আন্তর্জাতিক আস্থা এবং বহিঃখাতের স্থিতিশীলতার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশক। কয়েক বছর আগেও রিজার্ভ ছিল দেশের অর্থনৈতিক শক্তির প্রতীক। কিন্তু বৈশ্বিক অস্থিরতা, আমদানি ব্যয়ের উল্লম্ফন, ডলার সংকট এবং বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্যহীনতার কারণে সেই রিজার্ভ দ্রুত কমে যায়। এখন সেই অবস্থান থেকে ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে বাংলাদেশ। এমন প্রেক্ষাপটে আগামী ২০২৬-২৭ অর্থবছরের শেষে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ৫১ দশমিক ৪ বিলিয়ন ডলারে *(বাকি অংশ ২৯ পাতায়)*

গ্রিনকার্ডের জন্য সবাইকে দেশে ফিরতে হবে না

বাংলাদেশ ডেস্ক : ব্যাপক সমালোচনা ও উদ্বেগের মুখে যুক্তরাষ্ট্রের স্বরাষ্ট্র নিরাপত্তা বিভাগ (ডিএইচএস) গ্রিনকার্ড সংক্রান্ত সাম্প্রতিক বিতর্কিত নির্দেশনার ব্যাখ্যা দিয়ে আংশিকভাবে *(বাকি অংশ ৩০ পাতায়)*

ড. খলিলুর রহমান

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সভাপতি পদে বাংলাদশ

নিউইয়র্ক: জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৮১তম অধিবেশনের সভাপতি পদে বাংলাদেশের প্রার্থী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. খলিলুর রহমান নির্বাচিত হয়েছেন। গত মঙ্গলবার জাতিসংঘ সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত *(বাকি অংশ ১৮ পাতায়)*

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সভাপতির কাজ কী?

বাংলাদেশ রিপোর্ট: জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের *(বাকি অংশ ২২ পাতায়)*

খলিলুর রহমানের জন্য বাংলাদেশের কত অর্থ ব্যয় হবে

ঢাকা : ২০২৬-২০২৭ মেয়াদের জন্য জাতিসংঘ *(বাকি অংশ ২০ পাতায়)*

শেখ হাসিনা ভ্যানিটি ব্যাগে পদত্যাগপত্র নিয়ে গেছেন

ঢাকা : ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানের মুখে ক্ষমতাচ্যুত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশ ছাড়ার আগে তিন পৃষ্ঠার একটি সুনির্দিষ্ট পদত্যাগপত্র লিখেছিলেন এবং সেটি তিনি তার ভ্যানিটি *(বাকি অংশ ২৪ পাতায়)*

বাংলাদেশসহ ৬০ দেশের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের নতুন শুল্ক-প্রস্তাব

বাংলাদেশ রিপোর্ট: যুক্তরাষ্ট্রের যেসব বাণিজ্যিক অংশীদার দেশে জবরদস্তিমূলক শ্রমে পন্য উৎপাদিত হয় বলে অভিযোগ রয়েছে, ওই ক্যাটাগরিতে ফেলে বাংলাদেশসহ ৬০টি দেশের পন্য আমদানির ওপর নতুন শুল্ক আরোপের প্রস্তাব করেছে যুক্তরাষ্ট্রের *(বাকি অংশ ২৪ পাতায়)*

QUEENS SOCIAL ADULT DAY CARE CENTER INC.
OUR PERSONAL CARE PLAN
Bangla, Urdu, Hindi, Arabic
Fields Trips (Pick-up & Drop-off)
Halal Breakfast & Lunch
Diabetes Prevention Program
Help to apply for Medicaid/Food Stamp
ESL & Computer Class
Mahfuzul Haque
President & CEO
আমরা বাংলায় কথা বলি
148-41 Hillside Ave, Jamaica, NY 11435
Open 7 Days 9am-9pm
Phone: 718-647-4444, 646-591-6782
Fax: 347-694-8854 | info@qsadcc.com | www.qsadcc.com

MORTGAGE MORTGAGE MORTGAGE
PURCHASE OR REFINANCE
Call Nasir Today
TO SEE IF YOU CAN GET PRE APPROVED
917-400-5728
Nasiruddin M Laskar
NMLS ID 1312055

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
BANGLA TRAVELS
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
আমরা বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের স্টক হোল্ডার
7305 37th ROAD, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
সুপার সেল $৫৪৯+
917-396-4140, 917-592-7828
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

FRESH FRESH FRESH FRESH
MADE WITH ONLY FRESH MILK
PACKED FRESH
VACUUM SEALED
REACHES YOU
VERY FRESH
FRESH FRESH FRESH FRESH
Red Cow
FULL CREAM MILK POWDER

CORE CREDIT REPAIR
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন?
• TAX Liens • Charge Offs • Inquiries • Collections
• Garnishment • Bankruptcy • Late Payments
Call us: 646-775-7008
www.cmscreditsolutions.com
Mohammad A Kashem
Credit Consultant

ALL COUNTY
হোম কেয়ার
NYS Licensed Home Care Agency
সকল সার্ভিস একই অফিসে
718-587-2266
LHSCA
PCA Training
Day Care
JAMAICA
JACKSON HEIGHTS
BROOKLYN
BRONX
LONG ISLAND

নিউইয়র্ক ও লংআইল্যান্ডে স্টেটের অনুদানে বাসায় অত্যাধুনিক হিটিং ও এয়ারকন্ডিশন লাগাতে চান?
সম্মানিত বাড়ির মালিকগণ আমরা নিউইয়র্ক স্টেটের বিশেষ অনুদানে (৭০% পর্যন্ত) আপনার বাড়িতে অত্যাধুনিক হিটিং ও এয়ারকন্ডিশন লাগিয়ে দিতে চাই
Gree Mechanical Yonkers
914-222-9477, 914-989-0089
1900 Central Park Ave,Yonkers NY 10710
GREE MECHANICAL YONKERS
তোফায়েল চৌধুরী

GOLDEN AGE HOME CARE

আমরা শীর্ষস্থানীয় PCA HOME CARE সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান

PCA HOME CARE সেবা নিতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট প্রদান করে, আপনাকে HOME CARE সার্ভিস -এ এনরোল করে নেব এবং সব সধরনের সেবা প্রদান করবো

Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903

Please Contact

Shah Nawaz MBA
President & CEO
GOLDEN AGE HOME CARE INC.

Tel: 718-775-7852
Cell: 646-591-8396 Text: 646-591-8396
Email: shah@goldenagehomecare.com

JACKSON HTS OFFICE
71-24 35th Avenue
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115

BRONX OFFICE
3789 East Tremont Avenue
Bronx, NY 10465
Ph: 347-449-5983, Fax: 347-275-9834

HILLSIDE AVE. OFFICE
170-18A Hillside Ave Jamaica, NY 11432
Ph: 718-530-1820, Fax: 917-396-4115

BROOKLYN OFFICE
516 McDonald Ave Brooklyn, NY 11218
Ph: 718-540-8870, Fax: 917-396-4115

Email: info@goldenagehomecare.com | www.goldenagehomecare.com

YOUR TRUST. OUR PRIORITY. YOUR FUTURE, OUR COMMITMENT.

SHAH Z.ISLAM

NMLS ID: 2807063

Mortgage Loan Originator Partner

TAX SPECIALIST | REAL ESTATE | FINANCIAL CONSULTANCY

Mortgages, Real Estate & Financial Solutions – All Under One Roof

TOP PRIORITY SERVICES

MORTGAGE | PURCHASE | REFINANCE | CREDIT REPAIR & CREDIT BUILDING

Faheem Hossain
Mortgage Broker
(NMLS: 1024024)
1024024
718-864-4417
faheem@gorascal.com

WHY WORK WITH ME?

I provide one-on-one guidance from application to closing, ensuring you get the best loan options with personalized financial solutions.

PROGRAMS & SERVICES

- First-Time Home Buyer Specialist
- 1099 Program
- Special Programs for Uber + Lyft + Taxi Drivers
- Low Down Payment Options
- Refinance (Lower Payment / Cash-Out Options)
- Bank Statement Programs
- No-Income Check Loans
- Investment & Mixed-Use Properties
- Foreign Nationals Program
- Hard Money Loans
- Credit Repair (Fast Improvement Strategy)
- Credit Building Guidance
- Tax Preparation & Financial Consultancy

LOW DOWN PAYMENT OPTIONS AVAILABLE

FAST PRE-APPROVALS

24–48 HOUR APPROVALS

CALL / TEXT: (718) 908-2545

MAIN BRANCH
197-01 Hillside Ave
Hollis, NY 11423
Parking Available for free in roof top for our loyal customers

WE ARE HERE TO GET YOU APPROVED!

2ND BRANCH
2153 Westchester Ave
Bronx, NY 10462
Easy Access | Ample Parking

Your Dream Home Starts Here — Let's Get You Approved.

★ REMEMBER COOL WIRELESS ★

Shah Hamza is back in the Mortgage Industry!

GEHI & ASSOCIATES

Attorneys and Counselors at Law

জ্যাকসন হাইটস অফিস : 74-09 37th Ave. Suite: 205, Jackson Heights, NY-11372

Tel: 718-263-5999

Naresh Gehi, Esq.

আমরা বাংলায় কথা বলি

Asif Mortuza

ফ্রি কনসালটেশন

তুলনামূলকভাবে কম ফি
সন্ধ্যা এবং সপ্তাহান্তে
এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

ইমিগ্রেশন

* পলিটিক্যাল এসাইলাম * ডিপোর্টেশন * কনস্যুলার প্রসেসিং * ফ্রড ওয়েভার * ফিয়ানসে ভিসা * বেটারড স্পাউজ * ম্যারিজ বেইজড ইমিগ্রেশন * ইমিগ্রেশন বন্ড এবং ডিটেনশন * এমপ্লয়মেন্ট বেইজড ইমিগ্রেশন * সিটিজেনশিপ * চাইল্ড কাস্টডি * চাইল্ড সাপোর্ট

পূর্বের ফলাফল ভবিষ্যৎ ফলাফলের নিশ্চয়তা নয়।

ব্যাংক্র্যাপসি

* ঋণ নিয়ে সমস্যায় পড়া ক্লায়েন্টদের অনেক ক্ষেত্রে ঋণদাতাদের কোনো অর্থ পরিশোধ না করেই আমরা তাদেরকে সমস্যা থেকে বের করে এনেছি।
* ব্যাংক্রাপসি ফাইল করে আপনার ঋণভার থেকে মুক্ত হোন
* ক্রেডিট কার্ড সংক্রান্ত সমস্যা
* কর্মক্ষেত্রে মজুরি ও ঘন্টার দাবী

Call :
718-263-5999

* আপনি কি গ্রীন কার্ডের জন্য আবেদন করতে চান?
* আপনি কি ডিপোর্টেশন প্রক্রিয়ার মধ্যে আছেন?
* আপনি কি ক্রেডিট কার্ড নিয়ে ঝামেলায় পড়েছেন?
* আপনি কি আপনার ঋণ পরিশোধে অসমর্থ?
* আপনার ব্যাংক একাউন্ট নিয়ে কি সমস্যা হয়েছে?
* ঋণদাতারা কি আপনাকে হয়রানি করছে?

E-Mail: info@gehilaw.com
web : www.gehilaw.com

74-09 37th Ave. Suite: 205, Jackson Heights, NY-11372, Tel: 718-263-5999
173-29 Jamaica Ave, Jamaica, NY 11432, Tel : 718-764-6911
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY 11417 Tel: 718-577-0711

IZNA MEDICAL CARE PC

মেডিকেল অফিস

ডাঃ ইশতিয়াক হোসেন এম, ডি

ফ্যামেলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ, বোর্ড সার্টিফাইড

ATTENDING PHYSICIAN, NORTHWELL HEALTH

আমাদের সেবা সমূহ ঃ

- শারীরিক চেক আপ
- শিশু রোগ চিকিৎসা
- সর্দি, জ্বর, ফ্লু চিকিৎসা
- স্কুল ও জব ফিজিক্যাল
- দুশ্চিন্তা ও বিষণ্নতার চিকিৎসা
- উচ্চ রক্ত চাপ
- ডায়াবেটিস
- হাই কোলেস্টেরল
- অ্যাজমা
- ল্যাব ও ভ্যাকসিন

অ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য যোগাযোগ করুন

718-880-2186

সোমবার থেকে শুক্রবার: সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৭টা।
শনিবার: সকাল ১০টা থেকে দুপুর ৩টা।

388 Hillside Avenue, New Hyde Park, NY 11040 | 87-02, 167th Street, Jamaica NY 11432
Email: iznamedicalcareepc@gmail.com

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
পাঠক প্রিয়তার শীর্ষে
WEEKLY BANGLADESH

Dr. Mohammed Wazed A. Khan
President & Editor

Anwar Hossain Manju
Advisor, Editorial Board

Published by News Bangladesh Inc.

Vice-President
Mohammed Dinaj Khan
Florida Office
1610 NW 3rd Street,
Deerfield Beach, Fl. 33442

Corporate Office
86-47 164th Street, # BH
Jamaica, NY 11432,
Tel: 718-523-6299, 917-304-3912
weeklybangladesh@yahoo.com

WEEKLY BANGLADESH
86-47 164th Street, # BH, Jamaica, NY 11432
Phone:718-523-6299, 917-304-3912
Fax: 718-206-2579, **E-mail:** weeklybangladesh@yahoo.com

Jackson Heights Office
37-55 72 Street, Jackson Heights,
NY-11372, Tel : 646-645-6904

সম্পাদকীয়

জাতিসঙ্ঘ সাধারণ পরিষদে বাংলাদেশের জয়

জাতিসঙ্ঘ সাধারণ পরিষদ-ইউএনজিএ'র ৮১তম অধিবেশনের সভাপতি পদে নির্বাচিত হয়েছে বাংলাদেশ। নির্বাচনে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. খলিলুর রহমান সাইপ্রাসের প্রার্থীকে আট ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করে জয়ী হন। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান পররাষ্ট্রমন্ত্রী খলিলুর রহমানকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। অভিনন্দন জানিয়েছে চীন, ভারত, পাকিস্তানও। এই ঐতিহাসিক বিজয়ের জন্য জাতিসঙ্ঘের সদস্য দেশগুলোর প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানিয়েছে বাংলাদেশ। সেই সাথে জাতিসঙ্ঘের মূলনীতি ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে দৃঢ় অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছে। মাত্র তিন মাসের সংক্ষিপ্ত সময়ে সফল কূটনৈতিক প্রচারণার মাধ্যমে অর্জিত এই বিজয় আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের গ্রহণযোগ্যতা ও আস্থার প্রতিফলন। এর আগে ১৯৮৬ সালে জাতিসঙ্ঘের ৪১তম অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিল বাংলাদেশ। আমরা ড. খলিলুর রহমানকে অভিনন্দন জানাই। বিশেষ করে ২০২৪-এর জুলাই বিপ্লবোত্তর টালমাটাল সময়ে অন্তর্বর্তী সরকারের একজন হিসেবে তার সক্ষম ও সফল কূটনৈতিক ভূমিকা জাতি মনে রেখেছে। এখন তিনি জাতিসঙ্ঘের মতো আরো বড় পরিসরে অবদান রাখার সুযোগ পেতে যাচ্ছেন। আমরা মনে করি, এই অর্জন তার অতীত সাফল্যের উত্তম প্রতিদান। ড. খলিল একজন দক্ষ পেশাদার কূটনীতিক। কর্মজীবনের বড় অংশজুড়ে জেনেভা ও নিউ ইয়র্কে জাতিসঙ্ঘের সদর দফতরে বিভিন্ন সংস্থায় উচ্চ পদে দায়িত্ব পালন করেন। ছিলেন জাতিসঙ্ঘ বাণিজ্য ও উন্নয়ন সম্মেলন-আঙ্কটাডের বিশেষ উপদেষ্টাও। তার নেতৃত্বে জাতিসঙ্ঘের এই সংস্থায় বাংলাদেশ বর্তমান নাজুক বিশ্বব্যবস্থায় অন্যতম প্রভাবশালী আন্তর্জাতিক কণ্ঠস্বর হয়ে উঠবে এমন আশা সঙ্গতভাবেই করা যায়। ড. খলিল এরই মধ্যে এই বৈশ্বিক ফোরামের সব সদস্যের সভাপতি হিসেবে কাজ করার অঙ্গীকার করেছেন। বলেছেন, তিনি জাতিসঙ্ঘের সনদ অবিচলভাবে সমুন্নত রাখবেন এবং ছোট প্রতিনিধিদলগুলোর প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিয়ে সব সদস্য রাষ্ট্রকে সম্পৃক্ত করবেন। নির্বাচিত হওয়ার পর প্রথম আনুষ্ঠানিক বক্তব্যে বৈশ্বিক শান্তি, টেকসই উন্নয়ন, মানবাধিকার ও বহুপক্ষীয় সহযোগিতা জোরদারে ছয় দফা কর্মপরিকল্পনা তুলে ধরেন ড. খলিলুর রহমান। তিনি শান্তি ও নিরাপত্তা ইস্যুকে অন্যতম অগ্রাধিকার হিসেবে তুলে ধরেন। সঙ্ঘাত প্রতিরোধ, রাজনৈতিক সমাধান, শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং বেসামরিক জনগণের সুরক্ষা কেন্দ্র করে আরো কার্যকর ও সমন্বিত শান্তিরক্ষা কাঠামো গড়ে তোলার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। রাজনৈতিক পোলিং পরিষেবা বাংলাদেশ এমন এক সময় এই গুরুত্বপূর্ণ পদে নির্বাচিত হলো, যখন বিশ্ব কেবল সঙ্ঘাত-বিক্ষুব্ধই নয়, বিশ্বের সব দেশের অভিন্ন স্বার্থের মতো গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুগুলোও গুরুতর চ্যালেঞ্জের মুখে। সামাজিক মূল্যবোধ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, জলবায়ু পরিবর্তন, জ্বালানি সরবরাহ ও ব্যবস্থাপনার মতো বিষয়গুলো প্রায়শ হুমকির মুখোমুখি অথবা উপেক্ষিত হচ্ছে। বিশ্বের দেশগুলোর পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতার মাধ্যমে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির ধারণা পরিত্যক্ত হওয়ার উপক্রম হয়েছে। এককেন্দ্রিক ক্ষমতাবলয়ের একচেটিয়া আধিপত্যের কারণে গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও পারস্পরিক সহযোগিতার মূল নীতিভিত্তিক বিশ্বব্যবস্থা রীতিমতো হুমকির মুখে। সঙ্কট নিরসনে সংলাপের পরিবর্তে শক্তির প্রদর্শনী মুখ্য হয়ে উঠেছে। পাশাপাশি জাতিসঙ্ঘ নিজেই আর্থিক সঙ্কটের মুখে পড়েছে। এমন এক সময়ে আমরা আশা করি ড. খলিলুর রহমান বিশ্ব সংস্থার সাধারণ পরিষদের সভাপতি হিসেবে বহুপক্ষীয় সংযোগ, সংলাপ ও সহযোগিতা জোরদারের মাধ্যমে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সফল হবেন। আমরা আশা করি ড. খলিলুর রহমান বিশ্ব সংস্থার সাধারণ পরিষদের সভাপতি হিসেবে বহুপক্ষীয় সংযোগ, সংলাপ ও সহযোগিতা জোরদারের মাধ্যমে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সফল হবেন।

নামাজের সময়সূচি

৪-১০ জুন ২০২৬ | ১৮-২৪ জিলহজ ১৪৪৭

তারিখ	ফজর	সূর্যোদয়	জোহর	আছর	মাগরিব	এশা
০৪ জুন	৩.৪৮	৫.২৬	১২.৫৪	৫.৫৪	৮.২৩	১০.০১
০৫ জুন	৩.৪৮	৫.২৫	১২.৫৪	৫.৫৪	৮.২৪	১০.০২
০৬ জুন	৩.৪৭	৫.২৫	১২.৫৫	৫.৫৪	৮.২৪	১০.৩
০৭ জুন	৩.৪৬	৫.২৫	১২.৫৫	৫.৫৫	৮.২৪	১০.০৪
০৮ জুন	৩.৪৬	৫.২৫	১২.৫৫	৫.৫৫	৮.২৫	১০.০৫
০৯ জুন	৩.৪৬	৫.২৪	১২.৫৫	৫.৫৫	৮.২৬	১০.০৬
১০ জুন	৩.৪৫	৫.২৪	১২.৫৫	৫.৫৫	৮.২৭	১০.০৭

উপসম্পাদকীয়

মিথ্যাচারের বেসাতি

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

পূর্ববঙ্গে জামায়াতে ইসলামীর পরলোকগত আমির গোলাম আযম দ্বিচারিতার সুন্দর দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের তিনি পুরোপুরি বিরোধী ছিলেন, পাকিস্তান রক্ষার কাজে হানাদারদের সমর্থন জানিয়েছেন, ওই বাহিনীর আচ্ছাদনে জামায়াতের অঙ্গসংগঠন আলবদর বাহিনী দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের অবিশ্বাস্য নৃশংসতায় হত্যা করেছে, স্বাধীনতার পরে অধ্যাপক গোলাম আযম দেশ ছেড়েছিলেন, মনে হয়েছিল এই অপবিত্র দেশে তিনি আর আসবেনই না, কিন্তু পরে সময় অনুকূল দেখে ফিরে এসে রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব গ্রহণ ও মহোৎসাহে রাজনীতি করেছেন। স্বাধীনতার পরে জামায়াতে ইসলামীর মুখপত্র দৈনিক সংগ্রাম এমন দাবিও প্রচার শুরু করে যে গোলাম আযম একজন 'ভাষাসৈনিক' ছিলেন। সেই দাবির পক্ষে প্রমাণও উপস্থিত করেছে। প্রমাণটি হলো এই যে ঘটনাক্রমে ১৯৪৮ সালে গোলাম আযম ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) মনোনীত সাধারণ সম্পাদক। সে সময়ে ডাকসুর নির্বাচন সরাসরি হতো না, ঘূর্ণায়ন পদ্ধতিতে পদগুলো বরাদ্দ থাকত বিভিন্ন ছাত্রাবাসের জন্য।

১৯৪৮ সালে সহসভাপতির পদ পেয়েছিল জগন্নাথ হল এবং ওই ছাত্রাবাস দ্বারা মনোনীত হয়ে সহসভাপতি হন অরবিন্দ বসু; সাধারণ সম্পাদকের পদটি প্রাপ্য ছিল ফজলুল হক মুসলিম হলের এবং মনোনয়ন পেয়েছিলেন গোলাম আযম। উল্লেখ্য যে পূর্ববঙ্গে তখন ইসলামী ছাত্র সংঘের জন্মই হয়নি এবং জামায়াতে ইসলামী বলে কোনো দল যে আছে, লোকে সেটিও জানত না। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের তরুণ ছাত্র গোলাম আযমের সঙ্গে জামায়াতের তখন কোনো সংস্রবই ছিল না। ঘটনা আরো এই যে ওই সময়ে প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান ঢাকায় আসেন এবং ডাকসুর পক্ষ থেকে তাঁকে একটি মানপত্র দেওয়ার মাধ্যমে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলার দাবি জানানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। মুদ্রিত মানপত্রটি সহসভাপতি অরবিন্দ বসু পড়বেনড় এটিই ছিল স্বাভাবিক, কিন্তু তিনি যেহেতু হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ, তাই তাঁর কণ্ঠে রাষ্ট্রভাষার দাবি উচ্চারিত হলে পাছে মুসলিম লীগ সরকার ওই ঘটনাকে ব্যবহার করে এমনটি প্রচার করার সুবিধা পায় যে আন্দোলনটি হিন্দুদের দ্বারা অনুপ্রাণিত, সেই বিবেচনায় গোলাম আযমকে ওটি পড়তে বলা হয়েছিল। এর বেশি কোনো ভূমিকা তাঁর ছিল না, থাকা সম্ভবও ছিল না। মানপত্রটি পড়ে শোনানোর কাজটিকে পুঁজি করেই গোলাম আযমের ভাষাসৈনিকত্বের দাবি। তবে ১৯৭০ সালে ওই পুঁজিকে মূল্যবান মনে করা দূরে থাক, তিনি কলঙ্ক বলেই জ্ঞান করেছিলেন, যার প্রমাণ মেলে পশ্চিম পাকিস্তানের প্রদত্ত তাঁর এক বক্তৃতায়, যেখানে তিনি কোনো প্রকার রাখঢাক না করে পরিষ্কার জানিয়েছিলেন যে উর্দুকেই একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করা উচিত ছিল, এবং ভাষা আন্দোলন ছিল একটি ভুল পদক্ষেপ। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ইসলামী ছাত্রশিবিরের যে আধিপত্য, তার পেছনে একটি কারণ মাদরাসা শিক্ষার বিস্তার।

আওয়ামী লীগ সরকার নিজেদের ক্ষমতায় থাকাকে পোক্ত করার পক্ষে যে পদক্ষেপগুলো নিয়েছে, তার মধ্যে একটি হচ্ছে মাদরাসা শিক্ষাকে উৎসাহিত করা। এমনিতেই মাদরাসা শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়ে, বাড়তেই থাকে। কারণ ওই শিক্ষায় খরচ কম, অনেক ক্ষেত্রে এমনকি বিনামূল্যেই পাওয়া সম্ভব, তাতে গরিব মানুষের সন্তানরা 'শিক্ষিত' হওয়ার সুযোগ পায়; যে জন্য দেখা যাচ্ছে প্রাথমিক ও মাধ্যমিকে শিক্ষার্থীর সংখ্যা যখন কমে, মাদরাসা শিক্ষার্থীর সংখ্যা তখনো বাড়তির দিকেই থাকে। ধনী ব্যক্তিরা মাদরাসা খোলেন, প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তাঁদের আগ্রহ যৎসামান্য। তিন কারণে। প্রথমত, মাদরাসা খোলা সহজ ও কম ব্যয়সাপেক্ষ। দ্বিতীয়ত, এই বিবেচনা যে ধর্মীয় শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করলে ইহকালে সম্মান এবং পরকালের জন্য পুণ্যের সঞ্চয় বৃদ্ধিড়উভয় দিক থেকেই মুনাফাপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। তৃতীয়ত, ধনীদের ভেতর এই বোধ যে মাদরাসায় ভর্তি হয়ে গরিব মানুষের সন্তানরা সন্তুষ্ট থাকবে, তারা গরিবি বৃত্তেই আটক রয়ে যাবে, ধনীদের সন্তানদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামবে না।

এটিও লক্ষণীয় যে এ বছর এইচএসসি পরীক্ষায় মূলধারার ফল গত পাঁচ বছরের তুলনায় সবচেয়ে খারাপ হলেও মাদরাসার ফল অতটা মন্দ হয়নি। এটি হয়তো দুই কারণে ঘটেছে। প্রথম কারণ হতে পারে যে পরীক্ষার খাতা দেখার ক্ষেত্রে মাদরাসা শিক্ষকরা মূলধারার পরীক্ষকদের তুলনায় ছাত্রদের নম্বর দিতে অধিক হৃদয়বান হন। দ্বিতীয় কারণ এটি যে মাদরাসা শিক্ষায় জোর দেওয়া হয় মুখস্থ করার ওপর। মুখস্থ থাকলে প্রশ্নের উত্তর সুন্দরভাবে দেওয়া যায় এবং ভালো নম্বরও পাওয়া যায়। এটি এক ধরনের নকল করা বটে; প্রশ্নের উত্তর কাগজে লিখে না এনে মনের ভেতরে লুকিয়ে নিয়ে আসা। তৃতীয়ত, বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সময়ে শিক্ষার্থীরা যে কোচিং সেন্টারে যায়, সেখানে বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হয় না, প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার দক্ষতা বৃদ্ধি করা হয়। মুখস্থ করার যে দক্ষতা মাদরাসা শিক্ষার্থীরা অর্জন করেছে, ভর্তি পরীক্ষার সম্ভাব্য প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার অনুশীলনে সেটি আরো বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং ওই দক্ষতাকে ব্যবহার করে মাদরাসার ছাত্ররা অন্য পরীক্ষার্থীদের চেয়ে ভালো ফল করে। শেখ হাসিনা তো মাদরাসা শিক্ষাকে সাধারণ শিক্ষার সমমানের বলে স্বীকৃতিদানের বন্দোবস্ত করে রেখে গেছেন; মাদরাসার শিক্ষার্থীরা তাদের মাদরাসা স্তরের পরীক্ষার ভালো ফলের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার ভালো ফল যুক্ত করে মূলধারার প্রার্থীদের ডিঙিয়ে যায়। এসব কারণে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে মাদরাসার ধারা থেকে আসা শিক্ষার্থীদের আধিপত্য দেখা যায়।

মাদরাসা শিক্ষা ও সাধারণ শিক্ষাকে সমমানের করে দেওয়ার ফলে ওই রাস্তায় মাদরাসা কিভাবে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী সরবরাহ করেছে তার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ঢাকার অদূরে যাত্রাবাড়ীতে প্রতিষ্ঠিত একটি মাদরাসার সাফল্য। তা'মীরুল মিল্লাত কামিল মাদরাসা নামের এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটির প্রতিষ্ঠা ১৯৬৩ সালে। প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে একজন ছিলেন জামায়াতে ইসলামীর সাবেক সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক ইউসুফ আলী। প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে উৎসাহ দিয়েছেন এবং প্রতিষ্ঠার অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাবেক আমির অধ্যাপক গোলাম আযম। এই মাদরাসার অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের বর্তমান সম্পাদক হচ্ছেন বাংলাদেশের জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের সদস্য অ্যাডভোকেট আতিকুর রহমান। শুরুতে এটি ছিল একটি এতিমখানা ও ফোরকানিয়া মক্তব, পরে ধাপে ধাপে উন্নত হয়। ১৯৭৯ সালে আলিম, ১৯৮৩ সালে ফাজিল এবং ১৯৯০ সালে কামিল স্তরে শিক্ষাদানের অনুমোদন পায়। ২০০০ সালে টঙ্গীতে এর একটি মহিলা শাখা খোলা হয়। মাদরাসা বোর্ডের পরীক্ষায় মাদরাসাটির সাফল্য অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। চলতি বছরেও প্রার্থীদের ভেতর উত্তীর্ণের হার ৯৯ শতাংশ এবং জিপিএ ৫ পাওয়ার হার ৫২ শতাংশ। কৃতিত্ব অর্জনের সুনামের দরুন দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে শিক্ষার্থীরা এখানে আসে। ঢাকা ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচুর ছাত্র তা'মীরুল মিল্লাত কামিল মাদরাসা থেকে এসেছে। এর চেয়েও যা উল্লেখযোগ্য, সেটি হলো ছাত্ররাজনীতিতে নেতৃত্ব সরবরাহে মাদরাসাটির সফলতা। দৃষ্টান্ত হিসেবে কয়েকজনের কথা উল্লেখযোগ্য। যেমনড়জুলাই অভ্যুত্থানে নেতা, প্রধান উপদেষ্টা বর্ণিত মাস্টারমাইন্ড, প্রধান উপদেষ্টার প্রথমে বিশেষ সহকারী এবং পরে উপদেষ্টা মাহফুজ আলম এবং তাঁর ভাই লক্ষ্মীপুর-১ আসনে জামায়াতে ইসলামীর জোট মনোনীত প্রার্থী মাহবুব আলম। মাহফুজ আলম অবশ্য নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেননি, তাঁর ভাই করেছেন। মাহবুব আলম যদিও জিততে পারেননি, তবে এই মাদরাসারই ছাত্র। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক হাসান মাসউদ জিতেছেন নোয়াখালী-৬ থেকে, জামায়াতি জোটের প্রার্থী হিসেবে। জামায়াতের হয়ে পাবনা-১ আসনে প্রার্থী হয়েছিলেন ব্যারিস্টার নজিবর রহমান মোমেন এবং শেরপুর-১ আসনে হাফেজ রাশেদুল ইসলাম খান, তাঁরা দুজনেই বিজয়ী হয়েছেন; উভয়েই ওই মাদরাসার প্রাক্তন ছাত্র। যেটি আরো লক্ষণীয়, সেটি হলো এবারের ডাকসু নির্বাচনে জামায়াতপন্থীদের প্রতিদ্বন্দ্বী যে বিএনপিপন্থী ছাত্রসংগঠন (ছাত্রদল), সেখান থেকে সহসভাপতি পদের জন্য মনোনীত হয়েছিলেন যে আবিদুল ইসলাম, তিনিও ওই একই মাদরাসার প্রাক্তন ছাত্র। ২০১৯ সালের ডাকসু নির্বাচনে ছাত্রদলের প্যানেলের মনোনীত সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী খন্দকার আনিকও পড়াশোনা করেছেন ওই প্রতিষ্ঠানে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক সালাহউদ্দিন অবশ্য জামায়াতি ধারারই এবং তিনিও ছাত্র ছিলেন তা'মীরুল মিল্লাত কামিল মাদরাসার। কয়েক দিন আগে টঙ্গীতে অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের একটি অনুষ্ঠান হয়েছে, যাতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জামায়াতের বর্তমান আমির ডা. শফিকুর রহমান। *লেখক : ইমেরিটাস অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।*

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

সরকারের ১০০ দিন

জনপ্রত্যাশা অনুধাবন করেই এগোতে হবে

হোসেন জিল্লুর রহমান

২০২৪ সালের গণঅভ্যুত্থান ও আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে দেশে একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক পরিবর্তন এসেছে। সেই পরিবর্তনের ধারাবাহিকতায় বর্তমানে একটি গণতান্ত্রিক সরকার রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পালন করছে। গণঅভ্যুত্থানের অন্যতম আকাঙ্ক্ষা ছিল জবাবদিহিমূলক গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা ও জনকল্যাণ নিশ্চিত করা। একই সঙ্গে সার্বিক প্রাতিষ্ঠানিক, অর্থনৈতিক ও ভূ-রাজনৈতিক বাস্তবতায় যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা। এটি অনস্বীকার্য, ১০০ দিন একটি সরকারের জন্য স্বল্প সময়। এ সময়ের মধ্যে সরকারের অর্জন মূল্যায়নের বিষয় নয়। কিন্তু সরকার যেসব পদক্ষেপ নিয়েছে, সেগুলো কতটা আস্থার জায়গা তৈরি করেছে, তা গুরুত্বপূর্ণ। সরকারের তিন মাসের প্রাথমিক পর্যালোচনা আমরা ঈদের আগে করেছি; পিপিআরসির আজকের এজেন্ডায়। সেখানে আলোচনা হয়েছে, সরকার তিন ধরনের বোঝা নিয়ে তাদের যাত্রা শুরু করেছে। একটি হলো, উত্তরাধিকারের বোঝা। অর্থাৎ দীর্ঘ কর্তৃত্ববাদী শাসন। কভিড থেকে ধারাবাহিক সংকটের ঝুঁকির মধ্যে বাংলাদেশ অবস্থান করছে।

বিপর্যস্ত অর্থনীতির কারণেও বড় ধরনের সমস্যার মধ্যে আমরা আছি। দ্বিতীয়ত, এই সরকার যখন গণতান্ত্রিক নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতা গ্রহণ করল, তারপরই আমরা দেখলাম জ্বালানি সংকট। ইরানের ওপর ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্রের চাপিয়ে দেওয়া আগ্রাসনে বিশ্বব্যাপী জ্বালানি তেলের দাম বেড়েছে। যার প্রভাব বাংলাদেশেও পড়েছে। নতুন সরকারকে এই সংকটও সামাল দিতে হয়েছে। একই সঙ্গে নতুন সরকারের নিজস্ব অঙ্গীকার ও নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিও রয়েছে, যা বাস্তবায়ন বিষয়ে জনগণের প্রত্যাশা অনেক বেশি। সরকার এই কঠিন বাস্তবতার মধ্যে রয়েছে। তারপরও নাগরিক হিসেবে আমাদের দায়িত্ব আছে।

আমরা যদি জবাবদিহিমূলক রাষ্ট্র চাই তবে সরকারের তৎপরতা পর্যালোচনা আমাদের করতেই হবে। পর্যালোচনা নিশ্চয়ই তথ্যভিত্তিক হওয়া চাই। বাস্তবতার নিরিখেই সরকারের মূল্যায়ন করা চাই। সে জন্য সরকারকে সময় দিতে হবে। কিন্তু সময় দেওয়া মানে এই নয়, আমরা যে সিগন্যাল পাচ্ছি, তা নিয়েও চোখ বন্ধ করে বসে থাকব। আস্থার কথাটা শুরুতেই বলেছি। এটা সব ক্ষেত্রেই। বিশেষ করে বিনিয়োগে আস্থার জায়গা তৈরি করা। এই আস্থাটা কেবল মুখের কথায়ই আসবে না। এখানেও সরকার পদক্ষেপ কী নিচ্ছে তা জরুরি। তবে নতুন সরকার নির্বাচনের আগেই তাদের ইশতেহার তৈরি করেছে। সে জন্য বলা যায়, আগ থেকেই তাদের এক ধরনের প্রস্তুতি ছিল।

সেখানে তাদের চিন্তাধারার প্রকাশ ঘটেছে। ইশতেহারে বেশ কিছু স্লোগান আমরা দেখেছি, সেগুলো কতটা বাস্তবায়ন হচ্ছে? প্রাথমিকভাবে বললে, আমরা একটা মিশ্র চিত্র দেখছি। যেসব বিষয় নিয়ে জনগণ অত্যন্ত চিন্তিত তার অন্যতম আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি। এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উন্নতি দেখা যাচ্ছে না। এখানে বিচারহীনতার বিষয়টিও উদ্বেগের। সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় বিলুপ্তির মাধ্যমে আমরা মিশ্র সিগন্যাল পাচ্ছি। সরকারের স্লোগান কিংবা সদিচ্ছা ঠিকই আছে। কিন্তু বাস্তবায়নের জায়গায় দক্ষতা ও সক্ষমতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ও সদিচ্ছা দেখা গিয়েছিল বটে, কিন্তু বাস্তবায়ন সেভাবে দেখা যায়নি বললেই চলে।

অর্থনীতির দুরবস্থা কাটিয়ে আমাদের আরও অনেক দূর যাওয়া উচিত ছিল। আমাদের অর্থনীতির গেড়ে বসা একটা সমস্যা 'আমাদের লোক' কালচার। এটা অতিক্রম করা অত্যন্ত জরুরি। এর সমাধান হলো, 'রাইট পিপল ফর দ্য রাইট জব'। অর্থাৎ যোগ্য লোককে সঠিক জায়গায় বসানো। 'আমাদের লোক' কালচার থেকে উত্তরণ কেবল জনচাহিদা নয়। যারাই বাংলাদেশকে একটি সফল, সক্ষম ও সমৃদ্ধ রাষ্ট্র হিসেবে দেখতে চায়, সবারই এটা প্রত্যাশা। সে জন্য প্রশাসনে দলীয়করণ, পেশায় দলীয়করণ, ব্যবসায় দলীয়করণ ইত্যাদি যে কলুষিত ধারা চলে আসছে, তা অতিক্রম করতে হবে। আমাদের অবশ্যই বিশ্লেষণের মাধ্যমে ঘাটতি ও ব্যর্থতাগুলো সঠিকভাবে সামনে নিয়ে আসতে হবে।

'ব্লেম গেম' আমাদের একটা সমস্যা। এটা এক ধরনের ফাঁকিবাজির বিষয়, যেখানে নিজেদের দায়িত্ব এড়ানোর প্রবণতা থাকে। দোষারোপের এই সংস্কৃতি থেকে আমাদের বের হওয়া উচিত। শিকড়গাড়া 'ট্যাগ সংস্কৃতি' নিন্দনীয়। এতে অনেক সময় যারা প্রকৃত দোষী তারা পার পেয়ে যায়। রাজনৈতিক বিরোধীদের নিন্দনীয় উদ্দেশ্যে লেবেল করার অভ্যাস জনজীবনকে বিষাক্ত করে চলেছে এবং শাসন ও নীতি কর্মক্ষমতার সৎ মূল্যায়নে বাধা সৃষ্টি করছে।

যদি আমাদের নির্বাচিত সরকার সফল হয়, তবে তা শেষ পর্যন্ত নাগরিক হিসেবে আমাদের সবার জন্য ভালো। অতীতের ভুল থেকে আমাদের শিখতে হবে এবং বর্তমানকে উন্নত করার দায়িত্ব নিতে হবে। সমাজের মধ্যে ঐকমত্য তৈরি করা শুধু রাষ্ট্রের দায়িত্ব হতে পারে না। নাগরিক এবং ব্যবসায়িক নেতাদের বিশ্বাসযোগ্য জনআলোচনার মাধ্যমে জাতীয় ঐক্য শক্তিশালী করার পাশাপাশি সরকারের ওপর প্রমাণ-ভিত্তিক জবাবদিহির চাপ আনতে হবে। বাংলাদেশের নাগরিক আলোচনাকে অবশ্যই আবেগচালিত রাজনীতি থেকে সাবধানে, প্রমাণভিত্তিক বিশ্লেষণ ও গঠনমূলক জনসম্পৃক্ততার দিকে এগিয়ে যেতে হবে। এতে আমরা সহজে সমাধানের পথ খুঁজে পাব।

তবে কিছু সিগন্যাল বা লক্ষণ ভালো বার্তা বহন করে না। যেমন, সরকারের তিন মাসে দুর্নীতি দমন কমিশন নেতৃত্বশূন্য থাকা ইতিবাচক বিষয় নয়। দেশের ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন এফবিসিসিআই যে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে পরিচালনার জায়গায় যেতে পারেনি, তা ভালো লক্ষণ নয়। ভালো সিগন্যালগুলো আমাদের আস্থার জায়গাটা সুদৃঢ় করে। সরকার পরিচালনায় দক্ষতা ও ঐকমত্যের পাশাপাশি সাহসী পদক্ষেপও জরুরি। সাহসী পদক্ষেপ নিতে পারলে অনেক বিষয়ে সফল হওয়া সম্ভব হবে। আমাদের দায়িত্ব আমাদের কাঁধেই নিতে হবে।

সামনে বাজেট আসছে। এটা সরকারের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। ইতোমধ্যে বাজেট বিষয়ে সমকালেই আমি বলেছি, মানুষ স্বস্তি চায়। তারা চায়, সঠিক পথে সরকার আগাক। তবে সতর্কবার্তা হলো, অন্ধ সমর্থন। অন্ধ সমর্থক যে কোনো সরকারের জন্য সবচেয়ে বড় বিপদের কারণ। কারণ অন্ধ সমর্থক যারা দায়িত্বে আছেন তাদেরও ধীরে ধীরে অন্ধ বানিয়ে ফেলে। এই বিপদ থেকে বেঁচে থাকতে হবে। আমাদের সক্ষমতার সঙ্গে জনপ্রত্যাশা বোঝা দরকার। জনগণ রাতারাতি পরিবর্তন চায় না। তারা স্বস্তির পাশাপাশি চায় রাষ্ট্র আমাদের কথা শুনুক। আমাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হোক। মানুষ নিজেরাও সহযোগিতা করতে চায়; সবকিছু কেবল রাষ্ট্রের একক দায়িত্ব নয়। জনপ্রত্যাশার মৌলিক দিকগুলো যারা রাষ্ট্রীয় দায়িত্বে আছেন, তারা যেন অনুধাবন করেন। কারণ বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সফল, সক্ষম ও মানবিক দেশ তৈরির কাজটা সবার।

ড. হোসেন জিল্লুর রহমান: অর্থনীতিবিদ ও এক্সিকিউটিভ চেয়ারম্যান, পাওয়ার অ্যান্ড পার্টিসিপেশন রিসার্চ সেন্টার (পিপিআরসি)।

জ্যাকসন হাইটস ও জ্যামাইকায় বাংলাদেশী ডাক্তার অফিস

Multi Medical Care,PC

আমাদের সেবাসমূহ
* শারীরিক চেকআপ
* ডায়বেটিস
* হাই ব্লাড প্রেশার
* হাই কোলেস্টেরল
* অ্যাজমা
* আথ্রাইটিস
* ইকেজি
* ব্লাড, ইউরিন, প্রেগনেন্সি টেস্ট
* ফিজিক্যাল
* টিএলসি
* Pap Smear পরীক্ষা
* WIC ফর্ম
* স্কুল ও জব ফিজিক্যাল
* ড্রাগ টেস্ট * ভ্যাক্সিন প্রদান
* হজ্ব ও ওমরাহ টিকা

ডা. ফেরদৌসী হাসান, এম. ডি.
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ, বোর্ড সার্টিফাইড
আমরা আপনাদের সেবায় নিয়োজিত
Ferdausi Hassan,MD
মাল্টি মেডিকেল কেয়ার, পিসি

আমরা সকল প্রকার ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি
All Insurances Accepted but call to confirm

আমরা প্লেন মেডিকেড গ্রহণ করি।
আমরা হোম কেয়ার গ্রহীতাদের সহযোগিতা করছি।

অ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য যোগাযোগ করুন

Jackson Heights Office
37-31 76th Street
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718 779 8963 Cell: 718 801 2704
Fax:718 779 8970
সোমবার ও বৃহস্পতিবার-সকাল ৯ টা থেকে বিকাল ৫টা
শনিবার : বিকাল ৩টা-সন্ধ্যা-৬টা

Jamaica New Office
170 56 Cedarcroft Rd,
Jamaica, NY 11432
Ph: 718 523 0023
Fax: 718 779 8970
মঙ্গলবার ও বুধবার : সকাল ৯ টা থেকে বিকাল ৫টা
শনিবার : সকাল ৯ টা থেকে বিকাল ৩টা

জ্যামাইকায় নতুন অফিস

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

বাংলাদেশে অবৈধ ভারতীয়দের শনাক্ত করুন

মাহমুদুর রহমান

ভারতে সংখ্যালঘু মুসলমানদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন হিন্দুত্ববাদীরা ক্রমাগত কঠিন করে তুলছে। যেকোনো খোলা জায়গায় কোনো ব্যক্তির নিরাপদে নামাজ পড়া প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছে। তাকে কট্টর হিন্দুরা হেনস্তা তো করেই, সেই সঙ্গে সরকারও নানা ধরনের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাদের চাকরিচ্যুত, এমনকি জেলেও ভরে দেওয়া হয়। উত্তর প্রদেশে এক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষককে সেখানকার মাঠে একাকী নামাজ পড়ার জন্য সাময়িকভাবে বরখাস্ত করেছিল প্রশাসন। অভিযোগ উঠেছিল, প্রকাশ্যে নামাজ আদায় করে তিনি নাকি হিন্দুদের ধর্মীয় অনুভূতিতে ভীষণ আঘাত করেছেন! ভবিষ্যতে এমন কাজ আর না করার শর্তে সেই অধ্যাপক চাকরিতে পুনর্বহাল হয়েছেন। গত রমজানে গঙ্গা নদীতে নৌকায় ইফতার করার 'অপরাধে' কয়েকজন তরুণকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে জেলে নিয়ে গিয়েছিল। তারা নাকি গঙ্গায় মুরগির উচ্ছিষ্ট ফেলে হিন্দুদের কথিত পবিত্র নদীর বেজায় অসম্মান করেছিল। ছেলেগুলোর উচ্ছিষ্ট ফেলার কোনো প্রমাণ না পাওয়া সত্ত্বেও রাজ্যের নিম্ন আদালত থেকে তাদের জামিন মেলেনি। বিনা অপরাধে ৬৩ দিন জেল খাটার পর ভারতের হাইকোর্ট ছেলেগুলোকে জামিন দিয়েছে। অথচ রাতদিন এই নদীতে বিভিন্ন কারখানা থেকে বর্জ্য ফেলে দূষিত করা হচ্ছে বছরের পর বছর। কোভিডের সময় গঙ্গা নদী দিয়ে ভেসে যাওয়া শত শত লাশের ছবি বিশ্ব মিডিয়ায় প্রকাশ হয়েছিল। প্রতিদিন নদীতে ভাসমান অসংখ্য জলযান থেকে বিভিন্ন বস্তু পানিতে অহরহ নিক্ষিপ্ত হচ্ছে।

ইতোমধ্যে গঙ্গা ও যমুনাসহ ভারতের অনেক নদী বিশ্বের সবচেয়ে দূষিত নদীগুলোর অন্যতম হওয়ার বিশেষ 'খ্যাতি' অর্জন করে ফেলেছে। এ সবে গঙ্গার পবিত্রতা রক্ষায় কট্টর হিন্দুরা কোনো ধরনের প্রশ্ন না ওঠালেও নৌকায় ইফতার করলেই তাদের যত সমস্যা! জুমার দিন অধিকাংশ মসজিদে স্থান সংকুলান না হওয়ায় মুসলমানরা সংলগ্ন রাস্তায় নামাজ পড়তে গেলে পুলিশ তাদের ওপর লাঠিচার্জ করছে, লাথি মারছে। বিজেপিশাসিত একটি রাজ্যে মুসলমানদের নিজ বাড়ির ছাদে পর্যন্ত নামাজ পড়তে বাধা দেওয়া হয়েছে।

সেখানে কেবল ঘরের মধ্যে নামাজ পড়ার জন্য পুলিশ নির্দেশ দিয়ে এসেছে। ভারতের একের পর এক রাজ্যে মাইকে আজান দেওয়া নিষিদ্ধ হচ্ছে। বজরং দল মার্কা হিন্দু চরমপন্থি সন্ত্রাসীরা প্রায়ই খোলা তরবারি নিয়ে মসজিদের সামনে গিয়ে ইসলামবিদ্বেষী স্লোগান দেয়, নাচগান করে, মুসল্লিদের ওপর পাথর ছুড়ে মারে। সংখ্যালঘু মুসলমানদের ধর্ম পালন ক্রমেই কঠিন করে ফেলছে প্রশাসনের মদতে ভারতের চরমপন্থি হিন্দু গোষ্ঠী।

মুসলমানদের ধর্মীয় উৎসব এলেই দেশটিতে মুসলিম সম্প্রদায়ের ওপর এই নির্যাতনের মাত্রা আরো বেড়ে যায়। কদিন আগের ঈদুল আজহায় এই অত্যাচারের কাহিনি নিয়ে আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় শিরোনাম হয়েছে (Al Jazeera, India Today, Geo News, The Economic Times, etc.)। এবারের ঈদে গরু কোরবানি দেওয়া তো দূরের কথা, ভারতের মুসলমানদের অন্যান্য পশু কোরবানিতেও প্রশাসন বাধা দিয়েছে। বাংলাদেশের মুসলমানরা ভাগ্যবান যে, তাদের জন্য শতাব্দীর পর শতাব্দী সংগ্রাম করে পিতা ও পিতামহরা একটি স্বাধীন রাষ্ট্র তৈরি করে দিয়ে গেছেন, যেখানে যার যার ধর্ম পালনে কোনো বাধা নেই।

কিন্তু আমরা এতটাই অকৃতজ্ঞ যে, ব্রিটিশ ও হিন্দু জমিদারদের বিরুদ্ধে আমাদের পূর্বপুরুষদের সেই প্রাণপণ লড়াইয়ের ইতিহাস হয় বিস্মৃত হয়েছি কিংবা জানার হতে পারার দুঃখে কাতর হয়ে আছেন। ১৯৪৭ সালে পূর্ববঙ্গ পাকিস্তানের অংশ না হলে তারা নাকি বাংলাদেশের চেয়ে ভালো থাকতেন! দুর্ভাগ্যবশত যে ভারতপন্থি চেতনা এককালে আওয়ামী লীগের একচ্ছত্র সম্পত্তি ছিল, সেটি জুলাই বিপ্লব-পরবর্তী বাংলাদেশে ক্ষমতাসীন দল বিএনপির একশ্রেণির নেতার মধ্যেও সংক্রমিত হয়েছে। দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া জীবিত থাকলে তার দলের আদর্শের নাটকীয় পরিবর্তনে অবাক হতেন।

তবে ভারতীয় মুসলমানদের সহনশীলতা ও বুদ্ধির তারিফ করতে হচ্ছে। এত প্রতিকূলতার মধ্যে বসবাস করেও

কোনো আগ্রহ বোধ করিনি। বাংলাদেশের ইসলামবিদ্বেষী সেক্যুলার সুশীল শ্রেণি এবং রাজনীতিকদের মধ্যকার এক উল্লেখযোগ্য অংশ আজও কথিত 'ভারতমাতার' অংশ না তারা হিন্দুত্ববাদীদের অস্ত্রেই এবার হিন্দুদের ঘায়েল করেছেন। এবারের ঈদুল আজহায় ভারতীয় মুসলমানরা গরু কেনা বয়কট করে বিজেপিকে বিষম বিপদে ফেলে দিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে বিজেপিকে ভোট দেওয়া হিন্দু খামারিরাই গরু বিক্রি করতে না পেরে এখন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর গুষ্টি উদ্ধার করছে। পেটের জ্বালা বড় জ্বালা।

গোমূত্র পানকারীরাই বিস্ময়করভাবে গরু কোরবানির পক্ষে অবস্থান নিয়েছে। তারা লোকসান এড়াতে অন্তত এ বছরের মতো গরু কোরবানি অব্যাহত রাখার দাবি তুলেছিল। ভারতীয় মুসলমানরা আরো এক 'মাস্টারস্ট্রোক' দিয়ে মোদি গংকে চমকে দিয়েছে। তারাই গরুকে জাতীয় পশু ঘোষণার আহ্বান জানিয়ে ভারতে গরু হত্যা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধের দাবি তুলেছে। এবার আসল ফ্যালাসি! গরুকে মাতা গণ্যকারী ভারত বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম গোমাংস রপ্তানিকারক দেশ। বছরে দেশটি ১ দশমিক ৫ মিলিয়ন টন গোমাংস রপ্তানি করে প্রায় ৪ বিলিয়ন ডলার আয় করে।

মজার ব্যাপার হলো, যে দেশের ক্ষমতাসীন দলের সন্ত্রাসী নেতাকর্মীরা মুসলমানের হালাল খাদ্যের ধর্মীয় সংস্কৃতির বিরুদ্ধে সহিংস বিক্ষোভ আয়োজন করে থাকে, সে দেশের সরকার গোমাংস রপ্তানিতে প্রয়োজনীয় হালাল সার্টিফিকেট জোগাড় করার জন্য মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলোর প্রশাসনের কাছে ধরনা দিয়ে বেড়ায়। তখন তাদের মাতার প্রতি ভক্তি উবে যায়! ২০১৯ সালে ভারতের পত্রিকা দি প্রিন্টের খবরের শিরোনাম ছিল-'India's beef exports rise under Modi government despite Hindu vigilante campaign at home.'–অর্থাৎ দেশে হিন্দু পান্ডাদের বিক্ষোভ সত্ত্বেও মোদি সরকারের আমলে ভারতের গোমাংস রপ্তানি বেড়েছে। (Sanya Dhingra, The Print, 'India's beef exports rise under Modi government despite Hindu vigilante campaign at home', 26 March, 2019. https://theprint.in) ভারতীয় মুসলমানরা এখন গরুকে জাতীয় পশু ঘোষণা এবং গোহত্যা নিষিদ্ধের দাবি তুলে গোমাংস রপ্তানি বাণিজ্যকে কঠিন বানিয়ে ফেলেছে। দেখা যাক, দিল্লি এবার কী করে?

গরু কিংবা ঈদ কট্টর হিন্দুদের বাহানা মাত্র। ভারতের শাসকশ্রেণি প্রকৃতপক্ষে সংখ্যালঘু মুসলমানদের জন্য সে দেশে বসবাস করাই একেবারে অসম্ভব করে তুলতে চায়। সেই লক্ষ্য পূরণে তারা দেশের বিভিন্ন স্থানে মুসলমানদের অনুপ্রবেশকারী আখ্যা দিয়ে তাদের মধ্য থেকে প্রধানত দরিদ্রদের গ্রেপ্তার করে রাজ্যব্যাপী অস্থায়ী ক্যাম্পে আটক করে রেখেছে। এই আটককৃতদের ভারত সরকার ক্রমান্বয়ে দেশ থেকে বের করে প্রতিবেশী দেশগুলোতে পাঠিয়ে দিতে ইচ্ছুক। বাংলা ভাষাভাষী মুসলমানদের দিল্লির কেন্দ্রীয় সরকার বিশেষভাবে টার্গেট করেছে। বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী ভারতের দুই রাজ্য, পশ্চিমবঙ্গ এবং আসামে বিজেপি সরকার গঠিত হওয়ায় সেখানকার মুসলমানদের বিপদ আরো বেড়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ এবং আসামের দুই চরম সাম্প্রদায়িক মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ও হিমন্ত বিশ্বশর্মা মুসলমানদের প্রতি প্রচণ্ড বিদ্বেষের কারণে সারা ভারতে পরিচিত। সম্ভব হলে তারা হিটলারের কায়দায় মুসলমানদের 'কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে' পাঠিয়ে দিতেন। উভয় রাজ্যেই জনগোষ্ঠীর প্রায় এক-তৃতীয়াংশ মুসলমান। তাদের বহিরাগত বানিয়ে এখন বাংলাদেশে পুশব্যাকের চেষ্টা চলছে। ফলে বাংলাদেশের নিরাপত্তা চরম হুমকির মধ্যে পড়েছে। আমাদের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিজিবি এখন পর্যন্ত ভারতের বিএসএফের সব অপচেষ্টা সাহসিকতার সঙ্গে প্রতিহত করতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু অব্যাহতভাবে এই আগ্রাসন মোকাবিলা করা খুব সহজ কাজ নয়। ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের *(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)*

আমেরিকার মধ্যবর্তী নির্বাচনে নতুন লড়াই

রিড গ্যালেন

আমেরিকায় নির্বাচনী এলাকার সীমানা নতুন করে নির্ধারণ নিয়ে যে রাজনৈতিক লড়াই শুরু হয়েছে, তা এখন রিপাবলিকান পার্টির সবচেয়ে উচ্চাভিলাষী কৌশলকেও ছাড়িয়ে গেছে। বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের নিয়ন্ত্রিত আইনসভা এবং দুর্বল বিচারব্যবস্থার সহায়তায় এই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল আসন্ন মধ্যবর্তী নির্বাচনে রিপাবলিকানদের সম্ভাব্য ক্ষতি কমানোর লক্ষ্য নিয়ে। তবে এখন এটি কেবল একটি নির্বাচনী কৌশল নয়; বরং প্রতিনিধিত্বের অর্থ নিয়ে এক গভীর রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক সংকটে পরিণত হয়েছে।

জেরিম্যান্ডারিং বলতে বোঝায় রাজনৈতিক সুবিধা নেওয়ার জন্য পরিকল্পিতভাবে নির্বাচনী এলাকার সীমানা আঁকা। এটি আমেরিকার ইতিহাসের পুরোনো রাজনৈতিক কৌশলগুলোর একটি। এই শব্দের উৎপত্তি হয় এলব্রিজ গেরির নাম থেকে, যিনি যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা নেতাদের একজন এবং পরে দেশটির পঞ্চম ভাইস প্রেসিডেন্ট হন। ১৮১২ সালে ম্যাসাচুসেটসের গভর্নর থাকাকালে তিনি এমনভাবে সিনেট নির্বাচনী এলাকার সীমানা পুনর্নির্ধারণ করেন, যাতে ডেমোক্র্যাট-রিপাবলিকানরা (যাঁরা আজকের ডেমোক্রেটিক পার্টির পূর্বসূরি) অতিরিক্ত সুবিধা পান। সেই এলাকার আকৃতি

সালামান্ডারের মতো হওয়ায় এক সংবাদপত্র এই কৌশলকে বিদ্রূপ করে 'জেরিম্যান্ডারিং' নাম দেয়।

গত কয়েক দশকে এই কৌশলের সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করেছেন রিপাবলিকানরা। বারাক ওবামার দুই মেয়াদের সময় তাঁরা *(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)*

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের পিছনে
RiteCare Medical Office P.C.
Mohd Hossain, MD (Imran)
ইন্টারনাল মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ও বয়স্ক মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
Board Certified Attending Physician LIJMC (Long Island Jewish Medical Center)

Tahmina Ahmed, NP
Sunita K. Bhagat, NP
Deepa Shrestha, NP
Mohammad Rahman, FNP

• যাদের হেলথ ইন্স্যুরেন্স নাই তাদেরকে বিনামূল্যে ফ্লু ভেকসিন দেয়া হয়
• হজ্ব ভেকসিন দেওয়া হয়

We are Open 6 Days a week
Mon : 9 AM to 5 PM, Tue: 9 AM to 5 PM, Wed : 9 AM to 7 PM
Thursday: 9 AM to 5 PM, Fri: 9 AM to 7 PM, Sat: 9 AM to 6 PM

TELEMEDICINE available for all patients

Tel: 347-390-0612
Fax : 718-480-6652
E-mail: drhossain2014@gmail.com, Web : ritecaremedicalofficepc.com

Hillside Office
87-04 168th Pl, Jamaica, NY 11432

Jamaica Office
176-02 Jamaica Ave. Jamaica, NY 11432

Hollis Office
196-22 Hillside Ave., Hollis, NY 11423

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

পরিবেশ বান্ধব মনের ভাবনা

ড. আশরাফ উদ্দিন আহমেদ

১৯৬৯-১৯৭০ সময়ে নবাবগঞ্জ উপজেলার কলাকোপা-বান্দুরা এলাকাটি দেখে আমার মনে যে মুগ্ধতার জন্ম নিয়েছিল তা এই আশি বছর বয়সে আজো সমুজ্জ্বল। সময়টি ছিলো আমার জন্য নদী পাড়ের গ্রামে-গঞ্জে ঘুরে বেড়ানোর এক অত্যুজ্জল মোক্ষম সুযোগ। তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান পরিবার পরিকল্পনা সমিতির ক্লিনিক্যাল রিভার বোট 'সুখী পরিবার' প্রকল্পটির সুপা-রভাইজার হিসেবে অনধিক দু'বছর কিছু নির্দিষ্ট নদীপথ এলাকায় পরিবার পরিকল্পনা ও স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের মহতি কার্যক্রম পরিচালনার সুযোগ হয়েছে। সাথে থাকতেন দু-তিনজন ডাক্তার (এ মুহূর্তে ডা. নূরজাহান-ডাক্তার তোফাজ্জল করিম, ডাক্তার আবুবকর, ডাক্তার নাসিমা-ডাক্তার মফিজ দম্পতি, আগরতলা মামলার অন্যতম আসামী অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার খুরশিদ এ ক'জনের নাম মনে পড়ছে)। প্রাক্তণ আই-জিপি আলমগীর কবীর, এডভোকেট শামসুল ইসলাম (বিএনপি আমলের মন্ত্রী, বিচারপতি নুরুল ইসলাম, রাজনীতিবিদ মোহাম্মদ সোলেমান প্রমুখের সুদক্ষ নেতৃত্বে রিভার বোট প্রকল্পটি একটি ব্যতিক্রম ধর্মী সেবামূলক জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান ছিলো। দু'তিনজন ডাক্তার, একজন ক্লিনিক্যাল সহকারী (প্রিয় সোলেমান), একজন দাই ছাড়াও প্রায় ছ'সাতজন মাঝি-মাল্লাসহ (সারেং, সুকানি, ইঞ্জিন রুম মাস্টার ইত্যাদি) সমন্বয়ে গঠিত টিমটির প্রশাসনিক দায়িত্বে ছিলাম আমি। কাজটি মোটেও সহজ ছিল না কারণ সন্ধ্যে বেলায় যখন পরিবার পরিকল্পনা উদ্বুদ্ধকরণ শো পর্দায় দেখানো হতো তখন মোল্লা মৌলবাদী মানুষের সকল অশুভ প্রতিক্রিয়া আমাকেই মাইক হাতে নিয়ে মোকাবেলা করতে হতো। চ্যালেঞ্জিং এ কাজে আমি প্রচুর আনন্দ, আত্মপ্রত্যয় লাভ করেছি।

উল্লেখিত জনবল, রসদপত্র (কমপক্ষে এক সপ্তাহ ভ্রমণের জন্য- মাসে তিন-চারটি ভ্রমণ) নিয়ে কর্মসূচী অনুযায়ী মেঘনার লৌহজংয়ের নীচ থেকে মুন্সীগঞ্জ, হয়ে কালীগঙ্গার দু পাড়ের গ্রামের ঘাট, জামসা হয়ে বাঁয়ে ইছামতী নদী ধরে সেবা দিতে দিতে এগোতাম। সে রকম এক যাত্রায় দেখা মেলে অনিন্দসুন্দর এক জনপদের যার নাম কলাকোপা-বান্দুরা। একটি গির্জা, মিশনারি স্কুল এবং একজন শেতাঙ্গ পাদ্রি এলাকাটিকে সুশিক্ষিত, পরিবেশবান্ধব এবং দারুণ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন জনপদে রূপান্তরিত করেছে। প্রায় ৫৫ বছর পূর্বের এ ছবির মতো গ্রাম আমার মনে গেঁথে গিয়েছিল একটি আদর্শ পরিবেশ বান্ধব জনপদ হিসেবে। আদর্শ হিসেবে রঘুনন্দনের উঁচু ভূমিতে নৈসর্গিক সুষমায় পরিবেষ্টিত আমার পিতৃ ভূমি রতনপুর-মাদারগডা-উত্তর নোয়াপাড়ার প্রায় দুই কিলোমিটার ব্যাপ্তির জনপদকে যদি তুলনা করি ৫৫ বছর পূর্বে দেখা কলাকোপা-বান্দুরার সাথে তখন মনে ব্যথা অনুভব করি। আমার এলাকাটিতে শিক্ষার হার সন্তোষজনক হলেও পরিবেশগত দিক থেকে অনেক পিছিয়ে আছে। এলাকায় কমপক্ষে সাতটি মসজিদ আছে, অর্থাৎ সাত জন ইমাম সাহেব আছে কিন্তু পরিবেশ সচেতনায় অন্ধকার যুগে। ইসলাম পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতাকে ঈমানের অঙ্গ হিসেবে গণ্য করে। মাদারগডার মনঃগ্রাহী মসজিদের সামনে, আশেপাশে অপরিষ্কার দূর্গন্ধময় নর্দমা কারো চোখে পড়ে বলে মনে হয়না। মসজিদের ইমাম সাহেবদের সুনেতৃত্বে পরিবেশের এহেন চিত্র ভিন্ন পথে যেতে পারে ঠিক যেমনটি আমি দেখেছি ৫৫ বছর আগে কলাকোপা-বান্দুরার ক্ষেত্রে। সম্প্রতি যুব সম্প্রদায় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, স্থানীয় কৃষিবিভাগ এবং এলাকার মানুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় পরিবেশ উন্নয়ন, সুস্থ বিনোদন ও সামাজিক সাংস্কৃতিক অঙ্গনে প্রশংসনীয় কাজ শুরু করেছে। চলমান থাকলে, ইমাম, মুসল্লিদের যোগদানের মাধ্যমে এ লোকালয় শিক্ষায় অগ্রগামীতার সাথে সামঞ্জস্য রেখে পরিবেশ-বান্ধব আদর্শ এলাকা হতে পারবে অচিরেই।

WOMEN'S MEDICAL OFFICE
(NEW LIFE MEDICAL SERVICES, P.C)
OBSTETRICS & GYNECLOGICAL
ডাঃ রাবেয়া চৌধুরী
Rabeya Chowdhury, MD, FACOG
(Obstetrics & Gynecology) Board Certified
Attending Physician (Obs & Gyn Dept.)
Flushing Hospital Medical Center
North Shore (LIJ) Forest Hill Hospital
Long Island Jewish (LIJ) Hospital
Dr. Maria Chattha, MD. FACOG.
Board Certified Obstetrics & Gynecology
Board Certified Obesity Medicine.
New Office
87-44 168th Place (1St Fl.), Jamica, NY 11432
91-12, 175th St,. Suite-1B, Jamaica, NY 11432
Tel: 718-206-2688, 718-412-0056
Fax: 718-206-2687
email: info@mynewlifemd.com, www.mynewlifemd.com

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের সন্নিকটে বাংলাদেশী ডাক্তারদের দ্বারা পরিচালিত
নতুন লোকেশনে
মেডিকেল অফিস
৮৭-৩১ ১৬৮ প্লেস, জ্যামাইকা, নিউইয়র্ক-১১৪৩২
87-31, 168 Place, Jamaica, NY 11432
Fax : 718-297-3232
PHONE
৭১৮-২৯৭-৩২২০
৭১৮-২৯৭-৩২২৬
718-297-3220
718-297-3226
WE OFFER QUALITY HEALTH CARE
আমাদের সেবা সমূহ:
• শারীরিক চেক আপ
• টি. এল. সি টেস্ট
• ডায়াবেটিস
• উচ্চ রক্তচাপ
• হাই কোলেস্টরল
ডাঃ নাহরীণ মামুন এম.ডি
Board Certified Internal Medicine
& Women Health Expert
বাংলাদেশী মহিলা ডাক্তার
সময়ঃ সোম, বুধ, শুক্র ও শনিবার সকাল ৯.৩০টা থেকে পূর্বের সময়ানুযায়ী
ডাঃ মোঃ ইউসুফ আল মামুন এম.ডি
Board Certified Geriatrics & Internal Medicine
(এসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, কুইন্স হসপিটাল সেন্টার)
সময়ঃ মঙ্গল ও বৃহস্পতিবার বিকাল ৫টা থেকে ৮টা; শনিবার দুপুর ১২টা থেকে ৫টা
ডা: আহমেদ কে আসলাম এম. ডি
হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ (সকল প্রকার হার্ট ডিজিজের চিকিৎসা করেন)
ডা: মোহাম্মদ ইসলাম এম. ডি
স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞ (Neurologist)
আমরা সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করি
যাদের ইন্স্যুরেন্স নেই তাদের হ্রাসকৃত মূল্যে চিকিৎসা করা হয়
Help with insurance problems and new applications.
মেডিকেইড ও ফ্যামিলি হেলথ প্লাস পাওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করে থাকি
All kinds of medical managenents.
PAP Smear, Blood Test, EKG Pregnancy Test, TB Test, TLC, Vaccinations
মহিলাদের সব ধরণের শারীরিক চেক আপ, রক্ত পরীক্ষা, ইকেজি, প্রেগনেন্সী টেষ্ট, যক্ষা টেষ্ট, টিকা এবং হজ্ব যাত্রীদের টিকা সহ সব ধরণের রোগের চিকিৎসা করা হয়।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

হাসিনাকে নিয়ে দিল্লির পুতুলখেলা

আলফাজ আনাম

গণঅভ্যুত্থানের মুখে পালিয়ে যাওয়া স্বৈরশাসকরা যে দেশে আশ্রয় নেন, সেখানে তারা সাধারণত লোকচক্ষুর আড়ালেই থাকেন। আশ্রয়দাতা দেশ শুধু নিরাপত্তার কারণে এমন সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে, তা নয়, স্বৈরশাসকদের আশ্রয় দেওয়া লজ্জার বিষয়।গণধিকৃত কোনো শাসক সেই দেশে অবাধে স্বাধীন মানুষের মতো চলাফেরা করুক, তা গণতান্ত্রিক দেশের মানুষের কাম্য হতে পারে না। নিজ দেশে ঘৃণিত এসব ব্যক্তির উপস্থিতি আশ্রয়দাতা দেশের ওপরও বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে। এরপরও অতীত সম্পর্ক কিংবা মানবিক কারণে জীবন রক্ষার বিষয় বিবেচনা করে অনেক স্বৈরশাসক পতনের পর বিভিন্ন দেশে আশ্রয় নিয়ে থাকেন। তবে গণতান্ত্রিক দেশগুলো সাধারণত কোনো স্বৈরশাসককে সহজে আশ্রয় দেয় না।২০১১ সালে তিউনিসিয়া থেকে শুরু হওয়া আরব বসন্তের পর দেশ ছেড়ে পালিয়ে সৌদি আরবে আশ্রয় নিয়েছিলেন স্বৈরশাসক জয়নুল আবেদিন বেন আলি। এরপর তাকে আর কখনো প্রকাশ্যে দেখা যায়নি। ২০১৯ সালে সেখানে তার মৃত্যু হলে সৌদি সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে সেই খবর প্রকাশ করে। এভাবেই জয়নুল আবেদিন বেন আলীর জীবনের রাজনৈতিক অধ্যায়ের অবসান ঘটে। একইভাবে উগান্ডার সাবেক স্বৈরশাসক ইদি আমিনও সৌদি আরবেই জীবনের শেষ দিনগুলো কাটিয়েছেন।

বাংলাদেশের মাফিয়া শাসক ও গণহত্যার অভিযোগে মৃত্যুদণ্ড পাওয়া শেখ হাসিনা দিল্লিতে লোকচক্ষুর আড়ালে আছেন। এখন পর্যন্ত তিনি প্রকাশ্যে আসেননি। হাসিনাকে দিল্লি আশ্রয় দিয়েছে মূলত দুটি কারণে–প্রথমত, তার দেড় দশকের স্বৈরশাসনে দিল্লির স্বার্থপূরণে যে অবদান রেখেছিলেন এর কৃতজ্ঞতা হিসেবে। দ্বিতীয়ত, তাকে ভবিষ্যতে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ভারতের একটি কার্ড হিসেবে ব্যবহারের জন্য। তিব্বতের দালাইলামাকেও ভারত আশ্রয় দিয়েছিল একই উদ্দেশ্যে। যদিও তা চীনের বিরুদ্ধে খুব একটা কাজে লাগেনি। দালাইলামার চেয়েও হাসিনা বিচ্ছিন্ন ও সুরক্ষিত অবস্থায় আছেন। দালাইলামার সঙ্গে অনেকে দেখা করার সুযোগ পেলেও হাসিনার সঙ্গে কারো দেখা করার সুযোগ নেই। কারণ দালাইলামা গণহত্যাকারী নন। তার হাতে অন্তত রক্তের দাগ নেই। নিজ দেশের নাগরিকদের হত্যার জন্য পলাতক শাসকদের যে পরিণতি হয়েছে, হাসিনার পরিণতি তার চেয়ে ব্যতিক্রম হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই।

তাহলে প্রশ্নড় হাসিনাকে নিয়ে কেন এই আলোচনা? বাংলাদেশে নির্বাচিত সরকার অন্তর্বর্তী সরকারের ধারাবাহিকতায় পররাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষানীতির ক্ষেত্রে কতগুলো স্বাধীন ও যুগান্তকারী পদক্ষেপ নিতে যাচ্ছে, যা পলাতক হাসিনার আশ্রয়দাতা প্রতিবেশী দেশটির ভালো লাগার মতো বিষয় নয়। এরপর আমরা দেখছি, দিল্লি হাসিনা কার্ড খেলার চেষ্টা করছেন। পলাতক হাসিনা এখন পুরোপুরি দিল্লির পুতুলখেলার এক বস্তুমাত্র। সম্প্রতি ভারতের কয়েকটি পত্রিকায় হাসিনার ইমেইল সাক্ষাৎকার প্রচার করা হয়েছে। এসব সাক্ষাৎকারে যেসব প্রশ্ন করা হয়েছে এবং তার যে জবাব প্রকাশ করা হয়েছে, সেগুলো বাংলাদেশ নিয়ে ভারতের বয়ান বা মনোভাবের প্রতিফলন হিসেবে দেখাতে হবে। এগুলো যে হাসিনার কথা, তারও কোনো নিশ্চয়তা নেই। হয়তো ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে এসব সাক্ষাৎকার প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। যার মূল লক্ষ্য হলো হাসিনাকে বাংলাদেশের রাজনীতির ময়দানে প্রাসঙ্গিক রাখার চেষ্টা করা। নির্বাচিত সরকারকে কিছু বার্তা দেওয়ার চেষ্টা করা।

আজ পর্যন্ত ভারতের কোনো সাংবাদিক বা পলাতক আওয়ামী লীগের কোনো নেতা বলতে পারেননি হাসিনার সঙ্গে তারা দেখা করেছেন কিংবা রাজনৈতিক চিন্তা করার মতো তিনি মানসিকভাবে সুস্থ আছেন। তার নামে যেসব অডিও প্রচার করা হয়, সেগুলোর বক্তব্য বিশ্লেষণ করলে মানসিক বিকারগ্রস্ত, প্রতিশোধপরায়ণ এক নারীর কণ্ঠস্বর শুনতে পাওয়া যায়। যার কোনো স্পষ্ট রাজনৈতিক লক্ষ্য নেই। ৫ আগস্টে পলায়নের পর তার পুত্র সজীব ওয়াজেদ জয় স্পষ্ট করে বলেছিলেন, এই দেশ এবং দলের কী হবে, না হবে, তা নিয়ে তার মা চিন্তিত নন। এমনকি তিনি আর দলের দায়-দায়িত্ব নিতে রাজি নন। বাস্তবতা হচ্ছে, জয়ের এই বক্তব্য ছিল হাসিনার প্রকৃত অবস্থান। হাসিনার দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবন হলো আপসকামিতা, ষড়যন্ত্র এবং পলায়নের রাজনীতি। জিয়াউর রহমানের অনুকম্পায় দেশে ফেরার পর তিনি ষড়যন্ত্রের রাজনীতিতে জড়িয়ে ছিলেন।

পুরো রাজনৈতিক জীবনে তিনি ছিলেন আরেক স্বৈরশাসক এরশাদের সহযোগী মাত্র। আবার ১৯৯৬ সালে ক্ষমতায় আসার পর তিনি এরশাদকে সহযোগী বানিয়ে ভারতের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করেছেন মাত্র। ২০০৮ সালে ষড়যন্ত্রমূলক একটি নির্বাচনের মাধ্যমে দ্বিতীয় দফায় ক্ষমতায় আসার পর তিনি কার্যত বাংলাদেশকে দিল্লির সঙ্গে অধীনতামূলক মিত্রতার বন্ধনে আবদ্ধ করেছিলেন। এরপর হাসিনার সাহসের পরিচয় এ দেশের মানুষ পেয়েছেন ওয়ান-ইলেভেনের পর। তৎকালীন সেনাসমর্থিত সরকার হাসিনা ও খালেদা জিয়া উভয়কে দেশত্যাগের জন্য চাপ সৃষ্টি করেছিল। হাসিনা প্যারোলে মুক্তি নিয়ে দ্রুত দেশ ত্যাগ করেছিলেন। তিনি কানের চিকিৎসার নাটক করে দেশ ছেড়েছিলেন। অন্যদিকে খালেদা জিয়া স্পষ্টভাবে দেশত্যাগের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বলেছিলেন, এ দেশ তার শেষ ঠিকানা। খালেদা জিয়া দেশত্যাগ করেননি। এ দেশের মাটিতে সম্মান ও মর্যাদার সঙ্গে সমাহিত হয়েছেন। অন্যদিকে হাসিনার পলাতক জীবন আবার ফিরে এসেছে।

১৯৮১ সালের মে মাসে হাসিনা দিল্লি থেকে ঢাকায় এসেছিলেন কোনো আন্দোলন-সংগ্রামের মাধ্যমে নয়। জিয়াউর রহমান সত্যিকার অর্থে একটি গণতান্ত্রিক রাজনীতির পরিবেশ সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন বলে হাসিনাকে ফেরার অনুমতি দিয়েছিলেন। জিয়াউর রহমান না চাইলে হাসিনা কখনো ফেরত আসতে পারতেন না। এছাড়া হাসিনার ফেরা নিয়ে জিয়াউর রহমান নৈতিক অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন। মুজিবের দুঃশাসনের জন্য তিনি হাসিনাকে অভিযুক্ত করার মতো হীন মানসিকতা পোষণ করতেন না। তিনি আওয়ামী লীগকে রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা করতে চেয়েছিলেন। এমনকি হাসিনাকে তিনি রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে বিবেচনায় নেননি।

জিয়াউর রহমান যে পরিস্থিতিতে হাসিনাকে দেশে ফিরিয়ে এনেছিলেন, বাংলাদেশে সেই পরিস্থিতি আর কখনো ফিরবে না। এ দেশের মানুষ দিল্লির দাস হিসেবে পরিচিত রক্তপিপাসু হাসিনার চেহারা দেখে ফেলেছেন। যে হাসিনা ১২১ শিশুকেও হত্যা করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষার্থীরা তার বিরুদ্ধে রাস্তায় নেমে এসেছিল। এই শিশুরা *(বাকি অংশ ৪৩ পাতায়)*

ভারতে বাস করা এখন কেন এমন অস্বস্তির

সঞ্জয় কে ঝা

প্রধানমন্ত্রী হওয়ার আগে নরেন্দ্র মোদি যে আকর্ষণীয় স্বপ্ন বুনেছিলেন, তার অন্যতম প্রধান উপাদান ছিল ‘সহজ জীবনযাপন’। তিনি মাঝেমধ্যেই এ কথা আওড়ান। কিন্তু ভারতের নির্বাচন কমিশন যদি হঠাৎই কোনো দরিদ্র মানুষের নাম ভোটার তালিকা থেকে কেটে দেয় এবং তাকে নিজের নাগরিকত্ব প্রমাণ করতে বলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কাছে, যে মন্ত্রণালয় এখন ‘খুঁজে বের করো, মুছে দাও, বহিষ্কার করো’ উন্মাদনায় মত্ত, তাহলে জীবন কতটা সহজ থাকে? এটি আসলে সেই তথাকথিত ‘সহজ জীবনযাপন’-এর সুন্দর পুতুলটিকেই শ্বাস রোধ করে হত্যা করার নামান্তর।

নাগরিকেরা সুপ্রিম কোর্টের বিরুদ্ধে হত্যায় প্ররোচনার অভিযোগও তুলতে পারেন না, যদিও আদালত অত্যন্ত ধৈর্যের সঙ্গে ব্যাপক ভোটাধিকার-বঞ্চনার এই প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করেছে এবং শেষ পর্যন্ত তাকে বৈধতাও দিয়েছে। তবে আমরা আলোচনা করতে পারি, বিশেষ নিবিড় পুনর্বিবেচনা (এসআইআর) বৈধ ঘোষণার রায়ে সুপ্রিম কোর্ট আদৌ প্রান্তিক মানুষের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করেছে কি না। সবাই জানে, ভারতের অধিকাংশ দরিদ্র মানুষের কাছে সরকারের চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নেই। আর সরকার তার ‘ঘুসপেঠিয়া’ (অনুপ্রবেশকারী) তত্ত্বকে কার্যত একটি অস্ত্রে পরিণত করেছে।

বাস্তব পরিস্থিতি বাইরে থেকে যতটা দেখা যায়, তার চেয়ে অনেক বেশি ভয়াবহ। জীবিকা নির্বাহের জন্য দিশাহারা হয়ে ঘুরে বেড়ানো দরিদ্র মানুষদের খাদ্য, চিকিৎসা কিংবা সন্তানদের স্কুলে ভর্তি করানোর ব্যবস্থাই করতে হিমশিম খেতে হয়। এখন তাদের ঠেলে দেওয়া হয়েছে আইনি জটিলতার এক ভয়ংকর ফাঁদে।

ভোটাধিকার হারানোর অপমান তারা হয়তো সহ্য করতে পারে। কিন্তু নাগরিকত্ব হারানোর আশঙ্কা কীভাবে সামলাবে? রাষ্ট্রহীন হয়ে যাওয়া মানে নিজের পরিচয়ের ধ্বংস। পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের মুখ্যমন্ত্রীরা ইতিমধ্যে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন যে যাঁদের নাম ভোটার তালিকায় থাকবে না, তাঁরা নাগরিক হিসেবে পাওয়া সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা, এমনকি কল্যাণমূলক কর্মসূচির সুবিধাও হারাবেন। এর সঙ্গে যদি দেশ থেকে বহিষ্কারের আশঙ্কাও যোগ হয়, তাহলে কি এটিই ‘সহজ জীবনযাপন’ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী? এটাই কি সেই ‘আচ্ছে দিন’, যার প্রতিশ্রুতি আপনি দিয়েছিলেন?

কোটি কোটি মানুষ এখন আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। আর শুধু দরিদ্ররাই নন, অভিজাতরাও এর প্রভাব থেকে রেহাই পাচ্ছেন না। কলকাতার এক প্রভাবশালী ও প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি তাঁর পাসপোর্ট নবায়ন করতে পারেননি। কারণ, পুলিশ ছাড়পত্র দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেড়তাঁর নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়েছিল। তিনি আগের নির্বাচনে ভোটও দিয়েছিলেন। উচ্চপর্যায়ের পুলিশ কর্মকর্তাদের বোঝানোর চেষ্টা করেও কোনো লাভ হয়নি। ফলে যুক্তরাষ্ট্রে তাঁর একটি গুরুত্বপূর্ণ সফর বাতিল করতে হয়েছে। প্রকৃত ভারতীয় নাগরিকদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া এই দুর্ভোগ নির্বাচন কমিশনের এক নিষ্ঠুর উদ্ভাবন, যা সুপ্রিম কোর্টের ‘মহান’ তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হয়েছে।

নাগরিকত্ব প্রমাণের দায়ভার এখন সেই নাগরিকের ওপর, যার পূর্বপুরুষদের এ মাটিতেই দাহ করা হয়েছে। যে সফটওয়্যার তাঁদের ‘সন্দেহভাজন ভোটার’ হিসেবে চিহ্নিত করেছে, সেটি এই বৈষম্যের কোনো বিশ্বাসযোগ্য কারণও দেখায়নি। আর প্রধানমন্ত্রীও সেই অভিশপ্ত নাগরিকদের প্রতি সহানুভূতির একটি শব্দ উচ্চারণ করেননি।

সুপ্রিম কোর্ট বলেছেন, নাগরিকত্বের প্রশ্নে নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত নয়। কিন্তু নিজের প্রকৃত নাগরিকত্বের মর্যাদা পুনরুদ্ধারের জন্য প্রয়োজনীয় সামর্থ্য ও দৃঢ়তা কজন মানুষের আছে? নির্বাচন কমিশন ইতিমধ্যেই বৈষম্যের একটি আইনি ভিত্তি তৈরি করেছে, অথচ রাষ্ট্র কোনো ন্যায়সংগত ও মানবিক সমাধান দেয়নি। ‘খুঁজে বের করো, মুছে দাও, বহিষ্কার করো’ড় এই শব্দগুলো মানুষের আত্মাকে দগ্ধ করে। আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা কোটি কোটি। আইনজীবী ও অধিকারকর্মীরা একে বিচার বিভাগের ইতিহাসে নতুন এক নিম্নগতি হিসেবে বর্ণনা করছেন। আরও উদ্বেগজনক বিষয় হলো, এ ধরনের বেপরোয়া কর্মকাণ্ড হয়তো এক রক্তাক্ত বিদ্রোহের বীজ বপন করছে।

সুপ্রিম কোর্ট জোর দিয়ে বলেছেন, নির্বাচন কমিশন সংবিধানের ৩২৪ অনুচ্ছেদ থেকে তার ক্ষমতা লাভ করে। কিন্তু এটি নিছক আইনি ভাষা। ৩২৪ অনুচ্ছেদকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখা যায় না। কোনো একটি অনুচ্ছেদ থেকে পাওয়া ক্ষমতার অপব্যবহার করে প্রশাসনিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার মাধ্যমে নির্বাচন কমিশন সংবিধানের মূল চেতনাকে লঙ্ঘন করতে পারে না। গণতান্ত্রিক কাঠামোর অধীন গঠিত যেকোনো প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য সব কার্যক্রমের ঊর্ধ্বে রয়েছে সমতা ও ন্যায়বিচারের নীতি।

আগুন নিয়ে খেলা : পানীয় জলের জন্য সংগ্রামরত কোটি কোটি মানুষের কাছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সাধুসুলভ উপদেশড় শরীর আর্দ্র রাখুন’ড়শুষ্ক ঠোঁটে জ্বলন্ত অঙ্গার ছুড়ে দেওয়ার মতোই মনে হতে পারে। তবে ইতালির প্রধানমন্ত্রীর জন্য যত্ন করে টফি নিয়ে যাওয়া মোদি যতই সংবেদনশীল প্রতিক্রিয়া দেখান না কেন, তিনি দেশের প্রতিটি তৃষ্ণার্ত মানুষের হাতে পানির বোতল তুলে দিতে পারবেন না। পানীয় জলের সংকট তাঁর সৃষ্টি নয়। এ দায় তাঁর পূর্বসূরিদেরও বহন করতে হবে।

কিন্তু পরীক্ষার আয়োজনের ক্ষেত্রে যে চরম ব্যর্থতা দেখা যাচ্ছে, তার কোনো অজুহাত নেই। নিট (এনইইটি) পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের ছুরি তখনো ২০ লাখ শিক্ষার্থীর কোমল মনে ক্ষত সৃষ্টি করছিল, এমন সময় সিবিএসই-সংক্রান্ত নতুন ধাক্কা এসে গোটা ব্যবস্থার পচনকে আরও স্পষ্টভাবে সামনে নিয়ে এসেছে।

গত এক দশকে প্রশ্নপত্র ফাঁস যেন নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনায় পরিণত হয়েছে; বিভিন্ন হিসাব অনুযায়ী এ ধরনের ঘটনার সংখ্যা ৭০ থেকে ৯০-এর মধ্যে। সরকারকে বেপরোয়া অব্যবস্থাপনা এবং এই বিশৃঙ্খলার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের পৃষ্ঠপোষকতা করার অভিযোগের মুখোমুখি হতে হয়েছে। মধ্যপ্রদেশের কুখ্যাত নিয়োগ কেলেঙ্কারি ‘ব্যাপম’-এর প্রকৃত অপরাধীদের যদি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া হতো, তাহলে শিক্ষা মাফিয়ারা সারা দেশে এভাবে বিস্তার লাভ করতে পারত না।

সিবিএসইর ত্রুটিপূর্ণ মূল্যায়নপদ্ধতি ভারতকে কার্যত একটি ‘ব্যানানা রিপাবলিক’-এর চিত্রে উপস্থাপন করেছে। শিক্ষার্থীরা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এমন সব উদাহরণ তুলে ধরেছে, যা অকল্পনীয় মাত্রার গাফিলতির পরিচয় বহন করে। এটি শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ নিয়ে নির্মম খেলা ছাড়া আর কিছু নয়। এটি এমন এক কাজ, যা শুধু ভারতের ভবিষ্যৎকেই বিপদের মুখে ফেলবে না, বরং রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রতি নতুন প্রজন্মের আস্থাও ধ্বংস করবে।

তেলাপোকা-সংক্রান্ত বিতর্কে তরুণদের সৃজনশীল প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়েই তাঁদের হতাশা ও ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। কয়েকটি রাজ্যে ব্যাপক বিক্ষোভও হয়েছে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী এ বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেননি, এমনকি কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানকে অপসারণের দাবিও মেনে নেননি। অতীতে বিভিন্ন সরকার গণতান্ত্রিক চেতনার প্রতি সম্মান দেখিয়ে জনমতের চাপে সাড়া দিয়েছে। কিন্তু মোদি যেন জবাবদিহির সেই পবিত্র নীতিকেই কবর দিয়েছেন।

ইসরায়েলের প্রতি ভালোবাসা : আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে (আইসিসি) যুদ্ধাপরাধের অভিযোগে অভিযুক্ত ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু বলেছেন, ‘ভারতে ইসরায়েলের প্রতি সমর্থন একেবারেই উন্মাদনাপূর্ণ, সত্যিই উন্মাদনাপূর্ণ। বিশ্বের বহু জায়গায় আমরা বৈধতা হারানোর সমস্যার মুখোমুখি হলেও ভারতে পরিস্থিতি ভিন্ন।’ ভারত সফরকে তিনি ‘ভালোবাসার উৎসব’ বলে উল্লেখ করে *(বাকি অংশ ৪৩ পাতায়)*

সংকীর্ণতার বেড়াজাল ভাঙে লায়লা বাউলের সুর

জহিরুল ইসলাম

মঞ্চজুড়ে আলোর রোশনাই, আমন্ত্রিত অতিথিদের কোলাহল আর জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে আয়োজিত এক জাঁকজমকপূর্ণ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এমন এক আনুষ্ঠানিক পরিবেশে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন ফরিদপুরের লায়লা বাউল। কোনো জমকালো সাজসজ্জা নেই, নেই কৃত্রিম আভিজাত্যের প্রদর্শন; একেবারে সাধারণ আটপৌরে পোশাকে তিনি মঞ্চে এসে দাঁড়ালেন। আর যখন তাঁর স্বভাবসুলভ দরদ ও মরমি আবেগে খালি গলায় ভেসে উঠল নজরুলের সেই চিরন্তন গান।

"নয়ন ভরা জল গো তোমার, আঁচল ভরা ফুল..."

তখন মুহূর্তেই যেন চারপাশের সমস্ত কোলাহল স্তব্ধ হয়ে গেল।

মঞ্চের জাঁকজমক আর লায়লা বাউলের সহজ-সরল উপস্থিতির এই বৈপরীত্য পুরো আয়োজনের আবহকে অন্য মাত্রা দেয়। কোনো ভারী বাদ্যযন্ত্র বা কৃত্রিম উপস্থাপনা ছাড়াই যখন একজন বাউল শিল্পীর কণ্ঠে নজরুলের প্রেম ও বিরহের গান ধ্বনিত হলো, তখন তা শুধু সংগীতের ভেতর সীমাবদ্ধ থাকল না; বরং হয়ে উঠল এক গভীর সাংস্কৃতিক অনুভব। যেন আধুনিকতার ব্যস্ততার ভেতর হঠাৎ করেই ফিরে পাওয়া গেল বাংলার শিকড়ের এক পরিচিত সুর।

ফরিদপুরের লায়লা বাউল দীর্ঘদিন ধরেই গ্রামীণ জনপদের ধুলোমাখা মাটিতে লোকসংগীতের আলো ছড়িয়ে চলেছেন। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পরিচিত পরিমাপ দিয়ে হয়তো তাঁর সাধনাকে ব্যাখ্যা করা যাবে না, কিন্তু লোকজ জীবনবোধ ও মরমিয়া চেতনার সঙ্গে তাঁর গভীর সংযোগ সহজেই অনুভব করা যায়। দীর্ঘদিন লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকা এই শিল্পী সম্প্রতি নতুনভাবে আলোচনায় আসেন জাতীয় কবির জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে আয়োজিত এক স্মারক অনুষ্ঠানে। ২৪ মে' ২০২৬ বিকেলে ফরিদপুর শহরের ময়েজ মঞ্জিলে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে ফরিদপুর সাহিত্য পরিষদ। ওই অনুষ্ঠানে নজরুল-গবেষক, ইতিহাসবিদ ও সংস্কৃতিকর্মীদের উপস্থিতির মধ্যেই তিনি খালি গলায় গান পরিবেশন করেন। তাঁর নিরাভরণ কণ্ঠের আকুতি মুহূর্তেই শ্রোতাদের মনোযোগ কেড়ে নেয়। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সেই পরিবেশনার ভিডিও ছড়িয়ে পড়ার পর অনেকেই নতুন করে উপলব্ধি করেনড়লোকজ সংগীতের ভেতরে এখনও এক গভীর মানবিক শক্তি জীবন্ত হয়ে আছে।

শিকড়ের টানে বাউল-সুফি দর্শন : লায়লা বাউলের এই অনাড়ম্বর উপস্থিতি আসলে বাংলার দীর্ঘ লোকায়ত ঐতিহ্যেরই এক নীরব বহিঃপ্রকাশ। বাঙালির সাংস্কৃতিক ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায়, এ ভূখণ্ডের প্রাণশক্তি বহুদিন ধরেই গড়ে উঠেছে সহজ জীবনবোধ, মানবিক সহাবস্থান ও আধ্যাত্মিক অনুসন্ধানের ধারায়। লালন শাহ, হাছন রাজা, শাহ আব্দুল করিমসহ অসংখ্য সাধক ও লোকশিল্পী মানুষের ভেতরের মানুষকে খুঁজে ফেরার কথাই বলেছেন।

বাউল ও সুফি ধারার মধ্যে ঐতিহাসিকভাবে একটি গভীর আত্মিক সংলাপ গড়ে উঠেছে। পারস্পরিক প্রভাব ও সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের মধ্য দিয়ে এই দুই ধারা বাংলার লোকজ সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছে। এদের মূল সুর মানবপ্রেম, সহমর্মিতা ও আত্মিক মুক্তির অনুসন্ধান। এখানে বাহ্যিক পরিচয়ের চেয়ে মানুষ হিসেবে মানুষের মূল্যই বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

লায়লা বাউলের মতো শিল্পীরা যখন গান ধরেন, তখন তাঁদের কণ্ঠ, দেহভঙ্গি ও আবেগের প্রকাশে এক ধরনের মরমি আকুতি ফুটে ওঠে। এই আকুতি নিছক বিনোদনের নয়; বরং মানুষের অন্তর্গত সত্যকে স্পর্শ করার এক শিল্পিত প্রয়াস। বাউলদের সাধনা যেমন সংগীতকে আত্মিক উপলব্ধির মাধ্যম হিসেবে দেখেছে, তেমনি সুফি ধারাতেও সুর ও জিকির মানুষের অন্তর্জগতকে উন্মুক্ত করার ভাষা হয়ে উঠেছে।

নজরুলের অসাম্প্রদায়িক চেতনা ও বাউলের কণ্ঠ : কাজী নজরুল ইসলাম ছিলেন বাংলার বহুত্ববাদী সাংস্কৃতিক চেতনার অন্যতম শক্তিশালী কণ্ঠ। তিনি যেমন ইসলামী গান ও গজল রচনা করেছেন, তেমনি লিখেছেন শ্যামাসংগীত, ভজন ও কীর্তন। তাঁর বিখ্যাত উচ্চারণ:

"মোরা একই বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু-মুসলমান"

শুধু কাব্যিক পঙ্‌ক্তি নয়; এটি ছিল সামাজিক সম্প্রীতির এক সাংস্কৃতিক দর্শন। এই কারণেই লায়লা বাউলের কণ্ঠে নজরুলের গান এত স্বাভাবিক ও প্রাণবন্ত মনে হয়।

"ফুল যদি নেই তোমার হাতে, জল রবে না নয়ন পাতে"

এই অনুভূতি কোনো নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের নয়; এটি মানুষের চিরন্তন আবেগেরই প্রকাশ। বাউলরা যেমন 'মনের মানুষ'-এর সন্ধান করেন, নজরুলও তেমনি মানুষকেই সকল বিভেদের ঊর্ধ্বে স্থান দিয়েছেন।

ফলে একজন বাউল শিল্পীর কণ্ঠে নজরুলের গান কোনো আরোপিত সাংস্কৃতিক সংমিশ্রণ বলে মনে হয় না; বরং মনে হয় এটি বাংলার দীর্ঘদিনের সাংস্কৃতিক সহাবস্থানেরই স্বাভাবিক প্রকাশ।

নারী বাউল ও সংগ্রামের বাস্তবতা: লোকসংস্কৃতির জগতে একজন নারী শিল্পীর পথচলা কখনোই খুব সহজ ছিল না। গ্রামীণ সমাজের সামাজিক সংকোচ, আর্থিক সীমাবদ্ধতা ও অবহেলার মধ্য দিয়েই *(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)*

প্রকৃতির প্রতি গভীর ভালোবাসা

মাসুদ রানা

প্রকৃতি আমাদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। মানুষ জন্মের পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল। নদী, নালা, খাল, বিল, গাছপালা, আকাশ, বাতাস, পাহাড়, বনভূমি, সমুদ্র, পাখি ও প্রাণীজসবকিছু মিলেই আমাদের প্রকৃতি। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক হাজার বছরের। মানুষ যেমন অক্সিজেন ছাড়া বাঁচতে পারে না, তেমনি প্রকৃতি ছাড়া মানুষের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। প্রকৃতি আমাদের জীবনকে সুন্দর, নিরাপদ ও সমৃদ্ধ করে তোলে। তাই প্রকৃতির প্রতি গভীর ভালোবাসা এবং দায়িত্ববোধ গড়ে তোলা আমাদের সকলের কর্তব্য। প্রকৃতি মানুষের সবচেয়ে বড় বন্ধু। সকালে সূর্যের আলো, পাখির মিষ্টি ডাক, শীতল বাতাস, সবুজ গাছপালা এবং নদীর কলকল ধ্বনি মানুষের মনকে আনন্দে ভরিয়ে দেয়। প্রকৃতির সৌন্দর্য মানুষের মনকে শান্ত করে এবং জীবনে নতুন প্রাণশক্তি এনে দেয়। প্রকৃতির মাঝে কিছু সময় কাটালে মানুষের ক্লান্তি দূর হয়, মন ভালো হয়ে যায় এবং কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

গাছপালা প্রকৃতির *(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)*

জ্যামাইকায় বাংলাদেশী আমেরিকান অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত মেডিকেল ও ডেন্টাল অফিস

মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু, হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়।

Cell: 718-864-8882

আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সিওরেন্স গ্রহণ করি।

Dr. Mohammad M. Rahman, MD
Attending Physician, NYU School of Medicine

Board Certified in Internal Medicine, Geriatrics, Hospice & Palliative Care Medicine

Astoria Office
30-04 36th Avenue
LIC, NY 11106
Tel: 718-383-4500
www.drmrahman.com

718-526-0700

অভিজ্ঞ ডেন্টিষ্ট

Digital Xray সহ সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে অত্যন্ত যত্নসহকারে শিশু, বয়োজেষ্ঠ সহ সবার দাঁতের সকল প্রকার চিকিৎসা করা হয়।

We Do Implant

Dr. Siddiqur Rahman D.D.S.

We accept Medicaid, Metro Plus, Health Plus, Wellcare, Fidelis, Health First, United Health Care, Affinity & Other PVT. INS.

Dental Office

Monday	: 2-7 PM
Tuesday	: 2-7 PM
Wedbesday	: 12-5 PM
Thursday	: 2-7 PM
Friday	: 2-7 PM
Saturday	: 11-5PM

Jamaica Office
170-12, Highland Ave,
Jamaica NY 11432
Tel: 718-526-0700

MEDICAL & DENTAL OFFICE
170-12, HIGHLAND AVE, JAMAICA, NY 11432

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

হজ্জ পরবর্তি হাজী সাহেবদের করণীয়

জাফর আহমাদ

হে আল্লাহর মেহমানগণ! আল্লাহর পক্ষ থেকে মুসলিম মিল্লাতের নেতা, মুসলিম জাতির পিতা হযরত ইবরাহিম আ:-এর ডাকে আল্লাহর ঘর তথা বাইতুল্লাহ, ওয়াদিল মুকাদ্দাস বা পবিত্র উপত্যকা মক্কা-মদীনায় বেশ কিছুদিন বেরিয়ে এলেন। আল্লাহর মেহমানদারীর অনেক কিছুই সেখানে উপভোগ করেছেন। দীন-দুনিয়ার কল্যাণের অনেক নমুনা সেখানে দেখে এসেছেন। আরাফাতের বিশাল ময়দানে মানবতার নবী স: তাঁর শেষ বিদায় হজ্জের ভাষণে বলেছিলেন, 'আমার এ কথাগুলো পরবর্তি বা পিছনে পড়ে থাকা লোকদের কাছে পৌঁছে দিও। হতে পারে তারা তোমাদের চেয়ে অধিকতর দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিবে।' হে আল্লাহর মেহমানগণ! এখন বলুন, আপনি আপনার পরিবার, আপনার সমাজ, আপনার দেশ ও জাতির জন্য কি পয়গাম বা বার্তা নিয়ে এলেন? যদি নিয়ে এসে থাকেন, তাহলে কোন প্রকার দ্বিধা-সংকোচ নয়, সকল প্রকার জড়তা ছাড়াই আপনার পরিবার, সমাজ ও জাতির সামনে দাঁড়িয়ে যান এবং হযরত ইবরাহিম আ: এর মতো সগর্বে ঘোষনা দিন যে, হে আমার পরিবার! হে আমার সমাজ! হে আমার জাতি! তোমরা আজ যা করছো আমি সব কিছু থেকে মুখ ফিরিয়ে একমাত্র সেই প্রভুর দিকে ফিরে যাচ্ছি যিনি আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন, যার সাথে কোন শরীক নাই, আসমান জমিনে একমাত্র তাঁর রাজত্বই চলবে। আমি আরো ঘোষনা করছি, সৃষ্টি যার হুকুম চলবে তাঁর। কারণ হজ্জে তালবিয়া পাঠের মাধ্যমে আমি আল্লাহর কাছে সেই কথাই বলে এসেছি। আমি বলে এসেছি 'লাব্বায়িক আল্লাহুম্মা লাব্বায়িক, লাব্বায়কা লা শারীকা লাকা লাব্বায়িক, ইন্নাল হামদা ওয়ান নিয়ামাতা লাকা ওয়াল মূলক, লা শারীকা লাক'। যার অর্থ: "আমি হাজির হে আল্লাহ আমি হাজির, তোমার কোন শরীক নাই। নিশ্চয়ই সকল প্রশংসা ও নিয়ামত তোমারই এবং রাজত্ব তোমারই তোমার কোন শরীক নাই।" অতএব, হে আমার জাতি! আল্লাহর মেহমানদারীর সময়টাতে একবার নয় দু'বার নয় শত বার হাজার বার এই কথা বলে এসেছি। বলে এসেছি রাজত্ব ও হুকুমাত একমাত্র তোমারই চলবে। পুরো চল্লিশটি দিন

সেই ওয়াদাই তো করে এলাম। আর প্রকৃত সত্য তো এটাই যে, তাঁর সৃষ্ট জমিনে অন্যের হুকুমাত তো কখনো চলতে পারে না। অর্থাৎ সৃষ্টি যার, আইনও চলবে তাঁর। সুতরাং হে আমার পরিবরা! হে আমার সমাজ! হে আমার জাতি! আমি নিমকহারামী করতে পারি না। যদি এমনটি করি তবে আমি একই সাথে ওয়াদাভঙ্গকারী মোনাফিক, মিথ্যাবাদী ও ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাবো। বাইতুল্লাহর চারদিকে আমার তাওয়াফের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ছিল এই যে, আমার সকল কিছুই তথা আমার জীবনাচরণ এই ঘরকে কেন্দ্র করেই পরিচালিত হবে। আজ থেকে আমার জীবনে পরিবর্তনের একটা সূচনা সৃষ্টি হবে। আমার আরো লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ছিল যে, আমি দেশে গিয়ে আমার রাজনীতি, আমার সমাজনীতি ও আমার অর্থনীতি তথা আমার সমাজ ও রাষ্ট্রকে এ ঘরের দিকে ফিরিয়ে আনার আমৃত্যু প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবো। এ জন্য যদি আমার জান আমার মাল ও আমার পরিবার হুমকীর সম্মুখীন হয় তাতে কোন আপস ও পরোয়া কোনটিই করবো না। যেমনটি করেননি জাতির পিতা ও নেতা ইবরাহিম আ:। তিনি যখন সত্যের আলোর সন্ধান পেলেন, তখন নিজ জাতি ও পরিবারকে উদাত্ত কণ্ঠে জানিয়ে দিলেনঃ "তোমরা যাদেরকে আল্লাহর শরীক বলে মনে কর তাদের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নাই।" তিনি আরো বললেন "ইন্নি ওয়াজ্জাহতু ওয়াজহিয়া লিল্লাজি ফাতারাস সামাওয়াতি ওয়াল আরধা হানিফাও ওমা আনা মিনাল মুশরিকিন।" অর্থাৎ "আমি সব দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে বিশেষভাবে কেবল সেই মহান সত্তাকেই ইবাদাত-বন্দেগীর জন্য নির্দিষ্ট করলাম, যিনি সমস্ত আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং আমি মুশরিকদের মধ্যে শামিল নহি।" যেমন আপোস করেননি উহুদের ময়দানে শায়িত সাইয়েদুশ শুহাদা বীর আমির হামযাসহ ৭০জন সাহাবী রাজিআল্লাহু আনহুম, যেমন সামান্যতম পিছপা হননি জান্নাতুল বাকীতে শায়িত লক্ষাধিক সাহাবায়ে কেরাম। যেমনটি জীবন-মরণ সংকটেও সামান্যতম হত্যোদ্যম হননি গারে সওরে আশ্রয় নেয়া সারোয়ারে আলম ও তাঁর সাথী। মক্কার রাজা-বাদশা, ধনদৌলত ও সুন্দরী নারীর প্রলোভন যাঁর লোভকে উসকে দিতে পারেরি মক্কার কাফের সরদাররা। নিজ জাতির চরম বিরোধীতার মুখে মদীনায় হিজরত করে হলেও আল্লাহর হুকুম বাস্তবায়ন করে পৃথিবীবাসীর সামনে তার সুফল তিনি দেখিয়ে গেছেন। সুতরাং হে আমার জাতি! তোমরা যদি তোমাদের ভুল কর্মনীতি থেকে ফিরে না আসো তাহলে আমি তোমাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে কা'বার মালিক মহান প্রভুর দিকে ফিরে যাচ্ছি। গত ৪০/৪৫ দিন কা'বার চারপাশে তওয়াফ করার সময় বার বার প্রভুর কাছে এই ওয়াদাই করে এসেছি।

হে আমার জাতি! খানায়ে কা'বা পুন:নির্মাণকারী হযরত ইবরাহিম আ: এটিকে প্রথম দিন থেকেই বিশ্ব ইসলামী আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র হিসাবে গণ্য করেছেন। প্রাচীণ এ ঘরের তাওয়াফের সময় মুসলিম মিল্লাতের সেই নেতার কথা খুব বেশী করে মনে পড়েছে। তিনি জানতেন, তাঁর পরিবারসহ গোটা সমাজ ও পরিবেশ এমন কি রাষ্ট্র শক্তি শিরকের ওপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি যে তাওহীদের সন্ধান পেয়েছেন এরা তা মানবে না। বরং এ জন্য তাঁকে কঠিণ নির্যাতন ও শাস্তি ভোগ করতে হতে পারে। তবু তিনি অত্যন্ত দায়িত্বশীলতার সাথে উঠে দাঁড়ালেন। রাত-দিন তিনি কেবল একটি চিন্তাই করতে থাকলেন, দুনিয়ার মানুষকে অসংখ্য মিথ্যা রবের গোলামীর নাগপাশ হতে মুক্ত করে কিভাবে এক আল্লাহর বান্দায় পরিণত করা যায়। তিনি প্রথমে নিজের পিতাকে, নিজের খান্দানকে, নিজের জাতিকে, এমনকি রাজাকে পর্যন্ত শিরক থেকে বিরত থাকতে এবং তাওহীদের আকীদা কবুল করতে দাওয়াত দিলেন। এর ফলশ্রুতিতে তিনি একদিকে একা অপরদিকে গোটা দেশ ও জাতি তাঁর মোকাবেলায় এক সারিতে এসে দাঁড়ালো। কিন্তু এর পরও হতোদ্যম হননি, তার মুখ অবসন্ন হয়নি। তখন সিদ্ধান্ত হলো আগুনে পুড়িয়ে মারার। তাতেও তিনি বিরত হলেন না। বরং এ কাজের জন্য লেলিহান অগ্নিগর্ভে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে পছন্দ করলেন। মুল কুরবানীতে অবতীর্ণ হওয়ার এটা ছিল তাঁর বিশেষ কুরবানী। *(বাকি অংশ ৪৩ পাতায়)*

ত্যাগের মহিমায় নিউইয়র্কে ঈদুল আজহা উদযাপিত

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): মহান আল্লাহতায়ালার নৈকট্য আর সন্তুষ্টি লাভের প্রত্যাশায় কোরবানীর ত্যাগের মহিমায় নিউইয়র্কসহ উত্তর আমেরিকায় ২৭ মে বুধবার ঈদুল আজহা উদযাপিত হয়েছে। ঈদের নামাজ আদায় আর কোরবানীর মধ্য দিয়ে সর্বস্তরের মুসলিম নর-নারী ঈদ পালন করেন। ঈদের জামাতগুলোতে ছিলো সর্বস্তরের হাজারো মানুষের ভীর। সিটির ৫ বরোর মসজিদগুলোর উদ্যোগে ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হয়। ঈদের দিনের আবহাওয়া ভালো থাকায় অধিকাংশ স্থানে খোলা আকাশের নীচে রাস্তায় অথবা প্লে গ্রাউন্ডেও ঈদের জামাত আয়োজিত হয়। ঈদের জামাত শেষে বিশেষ মুনাজাতে মুসলিম উম্মার ঐক্য, সৌহার্দ্য ও সমৃদ্ধি কামনা করা হয়।

এদিকে ঈদের দিন চমৎকার আবহাওয়া থাকায় সকল জামাতেই সর্বস্তরের বিপুল সংখ্যক নর-নারী অংশ নেন। ফলে ঈদের জামাতগুলো উৎসবমুখর হয়ে উঠে। ঈদের নামাজ শেষে মসল্লিরা একে অপরের সাথে কোলাকুলির মাধ্যমে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। এরপর অনেকেই গ্রোসারী স্টোরগুলোর মাধ্যমে অথবা ফার্মে গিয়ে পছন্দের পশু কোরবানী দেন। পরবর্তীতে সন্ধ্যার দিক আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবের মাঝে কোরবানীর মাংস বিতরণ করেন। অপরদিকে ঈদ উপলক্ষ্যে সিটির স্কুলগুলো বন্ধ থাকলেও বুধবার কর্মদিনে অনেক মুসলিম নর-নারী ছুটি নিয়ে ঈদ পালন করেন। বাংলাদেশে ঈদুল আজহা পালিত হয় বৃহস্পতিবার ২৮ মে।

এদিকে ব্রঙ্কসের বাংলা বাজার জামে মসজিদের ঈদের জামাতে নিউইয়র্ক সিটি মেয়র জোহরান মামদানী ও ইউএস কংগ্রেসওম্যান আলেকজান্দ্রিয়া ওকাসিও কর্টেজ যোগ দিয়ে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন।

আরাফা ইসলামিক সেন্টার: জ্যামাইকার মসজিদ আল আরাফা (আরাফা ইসলামিক সেন্টার)-এর উদ্যোগে নব নির্মিত মসজিদের ভিতরে ৪টি জামাত অনুষ্ঠিত যথাক্রমে সকাল ৬টায়, সকাল সাড়ে ৭টায়, সাড়ে ৮টা ও সকাল সাড়ে ৯টায়। চারটি জামাতেই বিপুল সংখ্যক মুসল্লী অংশ নেন।

মসজিদ মিশন: জ্যামাইকার 'হাজী ক্যাম্প মসজিদ' নামে পরিচিত মসজিদ মিশনের উদ্যোগে ৩টি ঈদুল আযহার নামাজ অনুষ্ঠিত হয়। সকাল ৬টায় প্রথম জামাত ও সকাল ৭টা দ্বিতীয় জামাত মসজিদ প্রাঙ্গনে এবং তৃতীয় জামাত সকাল সাড়ে ৮টায় ১৭৫ স্ট্রীট ও হিলসাইড এভিনিউ'র কর্ণার সংলগ্ন পার্কে অনুষ্ঠিত হয়। সকল জামাতেই মহিলাদের নামাজ আদায়ের ব্যবস্থা ছিলো।

আমেরিকান মুসলিম সেন্টার (এএমসি): জ্যামাইকার আমেরিকান মুসলিম সেন্টার (এএমসি)-এর উদ্যোগে ঈদুল আযহার ৫টি জামাত অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম জামাত সকাল ৬টায়, দ্বিতীয় জামাত সকাল ৭টায় মসজিদে এবং তৃতীয় ও চতুর্থ জামাত যথাক্রমে সকাল সাড়ে ৮টা ও সকাল সাড়ে ৯টায় এএমসি মসজিদ সংলগ্ন রুফস কিং পার্কে অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়াও বেলা ১১টায় এএমসি মসজিদ ভবনে আরো একটি জামাত অনুষ্ঠিত হয়। সকল জামাতেই মহিলাদের নামাজের ব্যবস্থা ছিলো। তৃতীয় জামাতে ইমামতি করেন হাফেজ মাওলানা মুফতি মাহদী হাসান এবং বিশেষ দোয়া পরিচালনা করেন জেএমসি'র খতিব ও পেশ ইমাম মির্জা আবু জাফর বেগ। এই জামাতের আগে ভোট প্রার্থনা করে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন নিউইয়র্ক ষ্টেট অ্যাসেম্বলী ডিষ্ট্রিক্ট ৩২ এর বাংলাদেশী-আমেরিকান প্রার্থী মোহাম্মদ মোল্লা।

মদিনা মসজিদ: ম্যানহাটানের মদিনা মসজিদের উদ্যোগে একটি জামাত অনুষ্ঠিত হয় সকাল সাড়ে ৮টায় মসজিদ সংলগ্ন পার্কে।

দারুস সালাম মসজিদ: জ্যামাইকার দারুস সালাম মসজিদে ঈদুল আযহার ৪টি জামাত অনুষ্ঠিত হয় যথাক্রমে সকাল ৭টায়, ৮টায়, সোয়া ৯টায় ও ১০টায়।

মসজিদ আল রাইয়ান: কুইন্সের হলিসউডে প্রতিষ্ঠিত মসজিদ আল রাইয়ান-এর উদ্যোগে দু'টি জামাত অনুষ্ঠিত হয় যথাক্রমে সকাল ৭টা ও সকাল ৮টায় মসজিদ ভবনে (মুনা সেন্টার অব জ্যামাইকা)। এখানে মহিলাদের জন্য নামাজের ব্যবস্থা ছিলো।

মসজিদ নামিরাহ: জ্যাকসন হাইটসের মসজিদ নামিরাহ (মুনা সেন্টার অব জ্যাকসন হাইটস) মসজিদ সংলগ্ন ৩৫-৩৫, ৭১ স্ট্রিটে ঈদের একটি জামাত অনুষ্ঠিত হয় সকাল ৮টায়।

উডসাইড মসজিদে ঈদ জামাত : উডসাইড মসজিদে ৩টি জামাত : উডসাইড বায়তুল জান্নাহ মসজিদে ঈদুল আজহার তিনটি জামাত অনুষ্ঠিত হয়েছে। তিন জামাতে প্রায় আড়াই হাজার মুসল্লি অংশগ্রহণ করেন। প্রথম জামাত অনুষ্ঠিত হয় সকাল ৭টায়, দ্বিতীয় জামাত সকাল ৮টায় এবং শেষ জামাত সকাল সাড়ে ৯টায়। তিনটি জামাতেই মহিলা মুসল্লিদের অংশগ্রহণের সুযোগ ছিল।

আল-আমিন জামে মসজিদ: এস্টোরিয়ার আল-আমিন জামে মসজিদ ও ইসলামিক সেন্টারে ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হয় সকাল ৮টায় মসজিদ সংলগ্ন রাস্তার উপর।

নিউইয়র্ক ঈদগাহ: নিউইয়র্ক ঈদগাহের উদ্যোগে ঈদের ৬টি জামাত অনুষ্ঠিত হয় জ্যাকসন হাইটসের ডাইভার সিটি প্লাজায়। প্রথম জামাত সকাল ৬টায়, দ্বিতীয় জামাত সকাল ৭টায়, তৃতীয় জামাত সকাল ৮টায়, চতুর্থ জামাত সকাল ৯টায়, পঞ্চম জামাত ১০টা এবং শেষ জামাত অনুষ্ঠিত হয় সকাল ১১টায়।

বাংলা বাজার জামে মসজিদ: ব্রঙ্কসের বাংলা বাজার জামে মসজিদের উদ্যোগে একটি জামাত অনুষ্ঠিত হয় স্থানীয় পিএস ১০৬ প্লে গ্রাউন্ড সকাল সোয়া ৮টায়। এখানকার জামাতের শুরুতে নিউইয়র্ক সিটি মেয়র জোহরান মামদানী ও ইউএস কংগ্রেসওম্যান আলেকজান্দ্রিয়া ওকাসিও কর্টেজ যোগ দিয়ে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন।

পার্কচেস্টার জামে মসজিদ: ব্রঙ্কসের পার্কচেস্টার জামে মসজিদের উদ্যোগে ঈদের দু'টি জামাত অনুষ্ঠিত হয় মসজিদের ভিতরে। প্রথম জামাত সকাল ৮টায় এবং দ্বিতীয় জামাত সকাল ৯টায় অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশ মুসলিম সেন্টার: ব্রুকলীনের বাংলাদেশ মুসলিম সেন্টারে ঈদুল আযহার দুটি জামাত অনুষ্ঠিত হয় যথাক্রমে সকাল সাড়ে ৬টায় ও সকাল ৮টায়।

বাইতুল জান্নাহ জামে মসজিদ: ব্রুকলীনের বাইতুল জান্নাহ জামে মসজিদ ও মুসলিম কমিউনিটি সেন্টারের উদ্যোগে খোলা রাস্তায় সকাল সাড়ে ৮টায় ঈদুল আযহার জামাত অনুষ্ঠিত হয়। এ ছাড়া মসজিদের ভেতরে একটি জামাত অনুষ্ঠিত হয় সকাল পৌনে ৬টায়।

নিউ কার্ক বেলাল মসজিদ: ব্রুকলীনের নিউ কার্ক বেলাল মসজিদের উদ্যোগে ঈদের তিনটি জামাত অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম জামাত হয় সকাল সাড়ে ৬টায়, দ্বিতীয় জামাত সকাল সাড়ে ৭টায় এবং তৃতীয় জামাত সকাল পৌনে ৯ টায় অনুষ্ঠিত হয়। তৃতীয় জামাতে বিপুল সংখ্যক নর-নারী অংশ নেন।

অপরদিকে রাজধানী ওয়াশিংটন ডিসিসহ বাংলাদেশী অধ্যুষিত যুক্তরাষ্ট্রের নিউজার্সী, কানেকটিকাট, ম্যারিল্যান্ড, পেনসেলভেনিয়া, ভার্জেনিয়া, ওয়াহিও, ফ্লোরিডা, নর্থ ক্যারোরিনা, সাউথ ক্যারোলিনা, জর্জিয়া, মিশিগান, ক্যালিফোর্নিয়া, টেক্সাস, অ্যারিজোনা প্রভৃতি স্টেটে ধর্মীয় ভাবগম্ভীর পরিবেশে বুধবার পবিত্র ঈদুল আযহা পালিত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। কানাডায়ও যথাযথ ধর্মীয় ভাব-গম্ভীর পরিবেশে পবিত্র ঈদুল আযহা পালিত হয়েছে।

বাংলা বাজার মসজিদ

দারুস সালাম মসজিদ, জ্যামাইকা

দারুস সালাম মসজিদ, জ্যামাইকা

দারুস সালাম মসজিদ, জ্যামাইকা

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

রম্যরচনা

বন্ধু মাহবুব ও কোরবানীর গরু সমাচার

মিসবাহ উদ্দিন আহমেদ

আমাদের বন্ধু মাহবুব চবি হলে থাকতেন। বিজ্ঞানের মনোযোগী ছাত্র। বিজ্ঞানের ছাত্র হলেও বানিজ্য ও কলা বিদ্যায়ও সে ছিলো সমান পারঙ্গম। জুতো সেলাই থেকে চন্ডী পাঠ, গরুর হাট থেকে ফুটবল ক্রিকেটের মাঠ, ইতিহাস, ভুগোল, নৌবিদ্যা, বউবিদ্য, জ্যোতির্বিদ্যা, রাজনীতি,অর্থনীতি, কূটনীতি, ভোট নীতি থেকে ত্রিকোণমিতি
জ্যামিতি ; জননবিদ্যা থেকে খনন বিদ্যা, মননবিদ্যা এপিকালচার, হরটিকালচার থেকে গ্যাস্ট্রিক আলচার, কাচকলা থেকে সাহিত্য-শিল্পকলা সব বিদ্যা ছিলো তার নখ দর্পণে।' ড. শহিদুল্লাহর উপাধি "চলন্ত বিদ্যাকল্পদ্রুম" সাদৃশ্যে বন্ধুরা তার নাম দিয়েছিলো "চলন্তবিদ্যা দ্রাম।"
সেবার কোরবানের ছুটি শেষে সবাই হলে ফিরলাম।
একদিন, দুইদিন তিনদিন যায়, মাহবুবের দেখা নাই।
বিভাগের স্যারেরাও উদ্বিগ্ন মাহবুব গেল কই? যা মনোযোগী ছাত্র এতদিন তো অনুপস্থিত থাকার কথা নয়! চারিদিকে সাড়া পড়ে গেলো মাহবুব গেলো কই?
কোথায় গেলো মাহবুব?
দিন সাতেক পরে খবর এলো মাহবুব অসুস্থ। কীসের
অসুখ? এক্সিডেন্ট করেছে। কীসের এক্সিডেন্ট? গরুয়
মেরেছে। কোরবাণীর গরু মারাত্মক আক্রমণ করেছে।
হায় হায়! এ কেমন গরু - বিদ্যাগুরু চিনলো না?
খবরে জানা গেল- মাহবুবদের পরিবারের পক্ষ থেকে তাজা একটা দামড়া কোরবাণী বাবৎ জবাই দেয়া হচ্ছিল। কোরবাণীর মওসুম। কসাইর আকাল। চড়া দাম দিয়েও কসাই পাওয়া যাচ্ছেনা। মাহবুবরা চাচাত জেঠাত ভাইরা মিলে সিদ্ধান্ত নিলো এবার কসাইর কাজটা নিজেরা
করবে। তাছাড়া কোরবাণীর গরু নিজে জবাই দেয়া সুন্নত। গরুটা উঠানের খুঁটিতে শক্ত করে বাধা হলো। পায়ে রশি বেধে দক্ষিণে মাথা রেখে জবেহ প্রস্তুত। ভায়েরা পায়ের দিকে ধরেছে। মাহবুবের বিশ্বাস সে খুব শক্তিশালী। সে নিজেই বললো তোমরা পায়ের দিকে ধরো আমি মাথার দিকে ধরি। যথা ইচ্ছা তথা কাজ। মাহবুব মাথার দিকে ধরলো। জবাইর পূর্ব মূহূর্তে গরুটা দিলো এক লাফ।
পায়ের দিকে যারা ছিলো। তারা ছেড়ে দিয়ে সটকে পড়লো। কিন্তু মাহবুব নাছোড় বান্দা। সে ছাড়বে না। গরুর মাথা ছেড়ে দিলে ভয়নক গুনাহ হবে এই বিশ্বাস থেকে সে দামড়া গরুটার সাথে প্রাণপণ লড়াইয়ে অবতীর্ণ হলো। কেহ কারে নাহি ছাড়ে সমানে সমান। গরুটা তাগড়া দামড়া। মাহবুব কি এর সাথে পেরে উঠে? নিমিষেই গরু মাহবুবকে উঠানের দেয়ালে ঠেকিয়ে গুতো দিতে থাকে। মাহবুব তখনো গরুর
শিং ধরা অবস্থায়। প্রানপণ লড়াই চলছে। মাহবুব বনাম কোরবাণীর গরুর লড়াই। সবাই চিৎকার করে বলছে ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও।
অতি সিনসিয়ার মাহবুব কিছুতেই গরু ছাড়বে না। ক্ষ্যাপাটে দামড়াটা মাহবুবকে গুতাতে গুতাতে রক্তাক্ত করে ফেলে। পেটে, ঘাড়ে, মুখে,ঘাড়ে শিঙ এর গুঁতো। রক্তাক্ত ও মারাত্মক আহত মাহবুবকে হাস্পাতালে ভর্তি করানো হয়। দিন দশেক পরে চিকিৎসা শেষে বাড়ি ফেরে। হলে ও বিভাগে মাহবুবের অনুপস্থিতির কারণ জানা গেলো অনেক পরে। দুষ্ট বন্ধুরা ফোড়ন কাটলো। আল্লায় বড় বাঁচন বাঁচাইচে আরেকটু হলে কোরবাণী দিতে গিয়ে মাহবুব নিজেই কোরবান হয়ে যেতো।
ঘটনাটি মাহবুব গোপন রাখতে চেয়েছিলো। কিন্তু
তার বাল্য বন্ধু আজিম ও শাহাবুদ্দিন বন্ধু মহলে ঘটনা চাউর করে দিলো। সেই থেকে আজ অবধি কোরবাণী এলেই বন্ধুরা মাহবুবের খবর নেয়। ফোনে জানতে চায়। কী মাহবুব কেমন আছো?
কী ঠিক আছো তো? এবছর গরুয় গুঁতোয়নি। তো?

আপন আলোয়

নীলুফার হাসান

আঁধার রাতে একলা পথে
ছুটছে পাগল মন,
আলেয়াকে আলো ভেবে
করছে আলিঙ্গন।
যাকে তুমি কায়া ভাবো
সে তো শুধু ছায়া,
মিথ্যে মায়ার জালে কেন
জড়াও নিজের হিয়া ?
নিজের মাঝেই খুঁজে পাবে
মরূদ্যানের ছায়া
প্রাণের পাত্র ভরে নিও
যদি কাঁদে তৃষিত হিয়া।
নিজের মাঝে ঘুমন্ত এক
জগৎ আছে জানো?
মরীচিকার রহস্যের জাল
ছিঁড়ে নিতে পারো।
কুহেলিকা ছলাকলা
চূর্ণ করে মায়ার খেলা
জ্বলে ওঠো আপন আলোয়
সহস্র আলোর ঝর্নাধারায়।

সূর্যপ্রেম

রেণু রোজা

যে ভালোবাসা
তোমার হৃদয়ের ধুকপুক বাড়িয়ে দেয়;
তাকে দূরে যেতে দিও না!
ডেকে বলোড়
শুনছো! ওগো ভালোবাসি তোমাকে।
চিৎকার করে বলোড়
তোমাকেই ভালোবাসি...
এমনি করে ভালো বাসতে-বাসতে
বুকের ব্যথাটা ডান অলিন্দ থেকে
বাম অলিন্দে পৌঁছে গেলো বুঝতেই পারিনি!
দুই পা ফেলে ঘাসের পরে শিশিরবিন্দু যেমন দেখা হয়নি;
তেমনি আপন হৃদয়ের হালচালও কখনো জানা হয়নি!
কখনও প্রশ্ন করিনি হৃদয় তুমি কেমন আছো?
প্রশ্ন না করতেই উত্তর পেয়েছি
আমি ভালো নেই, ভালো নেই!
আচ্ছা হৃদয় কি কোনো অসাড় কাঠের তৈরি প্রকোষ্ঠ?
যেখানে ভালোবাসা নয়; ঘৃণপোকার বসবাস!!
যেখানে সময় ও সুযোগ পেলেই
উৎপন্ন হয় প্রেমের নামে দীর্ঘশ্বাস!
ভালোবাসাকে আগলে রাখো
জমিয়ে খেলা করো প্রণয়ের সাথে;
সূর্য সে আসবেই- আসবে,
আঁধার দেখে তুমি ভয় পেও না রাতে।

তুমিই ভালোবাসা

জাভেদ জোহা পলক

ভালোবাসা, তুমি জানো ভালোবাসা,
তোমার চোখের অশ্রুতে।
তোমার ভালোবাসা তোমার হাসিতে।
ভালোবাসা, তুমি সুখের হৃদয়।
ভালোবাসা, তুমি দুঃখের শিখার আলো।
ভালোবাসা, তুমি আমার হৃদয়ে রক্তক্ষরণ।
ভালোবাসা, তুমি সুখ-দুঃখের আবাসস্থল।
তবুও, মনে করি, তুমি সেই অন্ধকার
যা ভালোবাসা জানে। তোমার ভালোবাসায়
এখনও আমার আশা, আকাঙ্ক্ষার অজানা।
তুমি ভালোবাসা, তবুও তুমি ভালোবাসার প্রেরণার।
প্রেম, তুমি বাতিঘরের একাকী পথিকের কান্না।
ভালোবাসা,
তুমি বাতিঘরের নিঃসঙ্গ পথিকের আর্তনাদ।
তুমি মহান, তুমিই তো হিংস্র বৈষম্যের শিকল।
তুমি ভালোবাসা, তবুও তুমি ভালোবাসার অনুপ্রেরণা।

বসতঘর

জাকির সেতু

তোমাকে কাছে পেলে
বিষণ্নতার প্রণয় নিশ্চিন্তে করবে উল্লাস
চোখের ভ্রু বেয়ে নেমে আসা ফাগুন শোনাবে
নতুন দিনের গান।
তোমাকে কাছে পেলে
বিপন্ন মাছেরা খুঁজে পায় তাদের অস্তিত্ব
হাত ধরে নেমে আসা অজস্র বিরহ খুঁজে পায়
নির্বিঘ্নে হাঁটার শক্তি।
তোমাকে কাছে পেলে
এভারেস্ট ও হাতের মুঠোয় ধরা যায়
ছুটে বেড়ানো যায়
আটলাস থেকে অ্যান্টার্কটিকা
সাইবেরিয়া থেকে তিউনিসিয়ার বিস্মৃত অঞ্চল ।
তোমাকে কাছে পেলে
ওই চোখের গভীরে হারিয়ে যায়
বঙ্গোপসাগরের সমস্ত ঢেউ।
তোমাকে কাছে পেলে
শব্দেরা মস্তিষ্কে করে উল্লাস
উন্মাদনার মঞ্চে উচ্চারিত হয় তোমার গুণগান।
তোমাকে কাছে পেলে
বসন্তের ঝরা পাতাও হাসিমুখে তোমাকে করে চুম্বন।

গভীর প্রেম

ফিরোজ শাহীন আলাল

চাঁদ সূর্য একতরফা পৃথিবীতে আলো দেয়
কোন কিছুর বিনিময়ে নয়
আমিও না হয় একতরফা ভালোবাসলাম
শেষ গোধূলি পর্যন্ত নিঃস্বার্থ ভালোবাসা!
ঘুমের আদিখ্যেতা'য় স্বপ্নের উষ্ণ কামনায়
গভীর প্রেমে জড়িয়ে ধরো–
কোলবালিশের মত!
ঠোঁটের মৃদু কম্পন অনুভুতি
শুকনো বাসি ফুলের পাপড়ি ঝরার মতো
নিমিষেই ছুরে ফেলতে পারো
তবুও ভালোবাসা নিরবে নিভৃতে
একতরফা তোমার প্রতিই–!

সুড়ঙ্গ সন্ধান

বাবু হক

অঙ্গুলিতে ঝুলে আছে
দুরন্ত বাতাস। তপ্ত মিছিলের
পায়ে পায়ে থমকে আছে ঝাঁঝালো দুপুর!
হেমন্তের সোনাধান আজো
জড়িয়ে রাখে কৃষকের অমলিন হাসি।
অতীত সময় কথা বলে যায় কানে কানে
মনে করিয়ে দেয় সেই সব ঘুম জাগানিয়া গান।
নদীর যে জল শুদ্ধ হয়েছে
তোমার শারীরিক আলিঙ্গনে এখন
জলের বদলে জেগে ওঠা চর সেও-তো
সাক্ষী হয়ে আছে তার। ক্ষয়িষ্ণু নৌকার গলুই
উনুনে জ্বলে উঠবার অপেক্ষায় গুনছে প্রহর।
অথচ
নদীর গন্তব্য ভুলে গিয়ে
লতাগুল্মের চঞ্চল ছায়ায় দাঁড়িয়ে
অনেকেই সমুদ্র থেকে কূপ অভিমুখে
যাত্রার সুড়ঙ্গ সন্ধানে শশব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

এমন যদি হতো

মাসুম মোরশেদ

জীবন যদি তেমন হতো রঙিন কোনো প্রজাপতি
ফুলে ফুলে মধু খেয়ে হতো বড় চিত্তোন্নতি।
একলা থাকা একলা চলা যখন যেমন তখন তেমন
নেই পিছুটান কারো জন্য, নেই শুধাবার দিনটি কেমন?
মন মজবে যার সাথে তার সাথে হোক না পেয়ার।
কি দরকার, কোন সরকার, করি থোড়াই কেয়ার।

স্বকীয়তার অস্তিত্ব

মোর্শেদা মৌ

বহুকাল আগে হারিয়ে যাওয়া একটা মুখ
প্রেতাত্মার মতো ভর করে আছে হৃদয়ে,
দ্রুপদি মন ভেঙে বিলিয়েছে তার বাজারে।
খুঁজে পাই না অস্তিত্ব, ভুলে গেছি আমিত্ব
কখনো হয় না সঙ্গের মধুর সারথি,
সুখপাখিকে বন্দী করে হয়েছে অগ্রগামী।
অদৃশ্য ছায়ায় খুঁজেফিরি আমার স্বকীয়তা
কিন্তু ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসি বারবার বহুবার,
অবুঝ সবুজ পোড়া মন বোঝে না-
এখানে নেই কোনো প্রেম, আছে শুধু মরিচীকা।

গরমকাল

মহসিন আলম মুহিন

ষড়ঋতুর দেশে বৈশাখ-জৈষ্ঠ্য দু'মাস হলো গরমকাল,
গরমকালের তাপদাহে প্রাণ ওষ্ঠাগত দেহঘড়ি বিকল।
মাঠ-ঘাট চৌচির, জীবন অস্থির, কৃষকের হা-হুতাশ,
লাঙল চলে না আকাশ পানে চেয়ে কাটায় অবকাশ।
শিশু-আবাল-বৃদ্ধ ভনিতা সকলকেই ভয়ে রাখে,
গরমের কারণে হিটস্ট্রোক হওয়ার সম্ভাবনাও থাকে।
গরমকালে নিতে হয় শরীর, মুখ ও ত্বকের সুন্দর যত্ন,
এই কালের ফল ফলাদিও সুস্বাদু শরীরের জন্য রত্ন।
এই কালেই মধুমাস-আম, কাঁঠাল সাথে পাবে পেয়ারা,
পেঁপে, কলা, লিচু, আতাফল আরও আনারস ও জাম্বুরা।
ফুল বাগানে নানান ফুলের ঘ্রাণযুক্ত অপরূপ শোভা,
জুঁই, সূর্যমুখী, গাঁদা, কামিনী, মাধবীলতার ফুল মনোলোভা।
গরমকালের প্রকৃতি বিরূপ হলেই মানুষের যত ভয়,
ঝড়-ঝঞ্ঝা দাবদাহ বাড়লে নানা রকম হয় সংশয়।
আল্লাহ তুমি মেহেরবান রেখো শান্তির পরিবেশ,
তব দয়া, তব কৃপায় সুন্দর রবে ষড়ঋতুর দেশ।

বিবেকের জাগরণ

আব্দুল কাদের

যাই করো,তাই করো - চাই শুধু ক্ষমতা,
ক্ষমতা যে দরকার,নেই কোনো সততা!
জনতার রোষানলে মনে নাই আর কি?
বিবেকের তাড়নায় দেয় নাকি উঁকি?
শোষণ ও নিপীড়ন রোজ রাত-আঁধারে,
কাটে মজুরের দিন কষ্টের আহারে!
দিনে দিনে রাষ্ট্রে বাড়ছে যে ধর্ষণ,
পত্রিকা খুললেই চোখে নামে দহন!
নরপিশাচেরা শুধু রক্ত চুষে খেতে চায়,
কচি এ জীবন থেকে রসটুকু নিতে চায়।
মাঠে মাঠে ছড়ায় হিংস্ররা তার থাবা
লজ্জা ঢেকে যায় আমাদেরই আভা!
বিচারের বাণী আজ কেঁদে মরে গলিতে,
মানুষের হাহাকার পিষ্ট হয় ধূলিতে।
আইনের চোখে ফাঁকি ক্ষমতার দাপটে,
অপরাধী পার পায়,লোকে কাঁদে চোখ ফেটে!
চেয়ারেতে বসে হাসে পাপিষ্ঠ দুরাচার,
টাকার আর ক্ষমতায় বারবার,
চাই বিবেকের শিহরণ এইটুকু আলো আর ?
চুপচাপ থেকে কী এতে হয় কোনো নিস্তার।
জেগে ওঠো সব সাধারণ,ভাঙো এই জড়তা,
আর কতকাল সই মুখ বুজে ওদের বর্বরতা?
প্রতিবাদে মুখর হোক– রাজপথ আঙিনা,
অন্যায় -অনাচার আমরা তো মানি না।

মন্ত্রী হওয়ার আলোচনায় হাফ ডজন নেতা

ঢাকা : মন্ত্রীপাড়ায় পরিবর্তনের পাশাপাশি বেশ কয়েকজন নতুন মুখের আগমনের সম্ভাবনা নিয়ে রাজনৈতিক অঙ্গনে চলছে নানা আলোচনা। মন্ত্রিপরিষদ নতুন করে ঢেলে সাজাবেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান-এমনই আভাস মিলেছে বিএনপি নেতাদের কাছ থেকে। এ আয়োজনে যেমন বাদ পড়তে পারেন বর্তমানের একাধিক মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রী, তেমনই দপ্তর পরিবর্তনের পাশাপাশি পতাকাবাহী গাড়ির বহরে নতুন করে যোগ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বর্তমান সংসদ ও সংসদের বাইরে থাকা ৫-৬ জন নেতার। সর্বশেষ জাতীয় নির্বাচনে বরিশাল অঞ্চলের ২১টি আসনের মধ্যে ১৮টিতে জয়ী হয়েছেন বিএনপি ও সমমনা দলগুলোর প্রার্থীরা। যে কোনো নিরপেক্ষ নির্বাচনে এভাবেই সব সময় বিএনপির পাশে থেকেছে এই অঞ্চলের মানুষ। সে অনুযায়ী বিএনপির কাছে তাদের দাবিও বেশি। আর সেই দাবিতেই মন্ত্রিপরিষদে এখানকার আরও কয়েকজনকে নেওয়ার দাবি তাদের। বর্তমান মন্ত্রিপরিষদে এ অঞ্চলের একজন মন্ত্রী এবং তিনজন প্রতিমন্ত্রী রয়েছেন। জাতীয় সংসদের স্পিকার এবং চিফ হুইপও বরিশাল অঞ্চলের। এছাড়াও আছেন প্রতিমন্ত্রী পদমর্যাদায় প্রধানমন্ত্রীর এক বিশেষ সহকারী। তবে এসবের পরও নিজেদের পরিপূর্ণ বলে মনে করছেন না এখানকার মানুষ। পটুয়াখালী জেলার যিনি প্রতিমন্ত্রী পদে রয়েছেন, তিনি বিএনপির নন। ফলে নিজেদের বঞ্চিত মনে করেন সেখানকার ৪টি নির্বাচনি এলাকার বিএনপি নেতাকর্মীরা।

মন্ত্রী হওয়ার আলোচনায় বরিশাল অঞ্চলের যে কজন নেতার নাম এখন পর্যন্ত শোনা যাচ্ছে, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য বেগম সেলিমা রহমান, বিএনপির চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা সাবেক এমপি মোয়াজ্জেম হোসেন আলাল, বিজেপির (নাজিউর) চেয়ারম্যান ব্যারিস্টার আন্দালিব রহমান পার্থ এমপি এবং বিএনপির কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণবিষয়ক সম্পাদক এবিএম মোশাররফ হোসেন এমপি। এছাড়া বিএনপির চেয়ারম্যানের আরেক উপদেষ্টা বরিশাল সদর আসনের এমপি মজিবর রহমান সরোয়ার, কেন্দ্রীয় বিএনপির সহসভাপতি বিমানবাহিনীর সাবেক প্রধান আলতাফ হোসেন চৌধুরী এমপি, দলের কেন্দ্রীয় আইনজীবী নেতা অ্যাডভোকেট জয়নাল আবেদিন এমপি, বরিশাল জেলা (দক্ষিণ) বিএনপির আহ্বায়ক আবুল হোসেন খান এমপি এবং যুবদলের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক নুরুল ইসলাম নয়ন এমপিকে মন্ত্রিপরিষদে দেখতে চান তাদের নির্বাচনি এলাকার লোকজন। আলোচ্য নেতাদের মধ্যে আছেন বর্ষীয়ান নেতা মোয়াজ্জেম হোসেন আলাল। সরাসরি ভোটে এমপি হওয়া প্রশ্নে মনোনয়ন না দিলেও সংরক্ষিত মহিলা আসনে এমপি করা হয়েছে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য বেগম সেলিমা রহমানকে। এর আগে একবার টেকনোক্র্যাট কোটায় প্রতিমন্ত্রী ছিলেন তিনি। মন্ত্রিপরিষদের সম্ভাব্য পরিবর্ধনে তাকে অন্তর্ভুক্ত করার দাবি উঠেছে তার নির্বাচনি এলাকা বাবুগঞ্জ-মুলাদী থেকে। পটুয়াখালী-৪ আসনের এমপি এবিএম মোশাররফ হোসেন। নির্বাচনি এলাকা আর রাজধানী ঢাকা মিলিয়ে হয়েছেন ২০/২২টি মামলার আসামি। পায়রা সমুদ্রবন্দরকে অবহেলার হাত থেকে বাঁচাতে এমপি মোশাররফের মন্ত্রিসভায় ঠাঁই হওয়া প্রয়োজন বলে মনে করে সেখানকার মানুষ। একইভাবে বিজেপি (নাজিউর) চেয়ারম্যান ব্যারিস্টার আন্দালিব রহমান পার্থ মন্ত্রিসভায় গেলে দ্বীপজেলা ভোলা দেশের মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে যুক্ত হবে বলে বিশ্বাস তার নির্বাচনি এলাকার মানুষের।

তাদের পাশাপাশি ছয়বারের এমপি সাবেক হুইপ ও সিটি মেয়র মজিবর রহমান সরোয়ার, বরিশাল জেলা (দক্ষিণ) বিএনপির আহ্বায়ক এবার নিয়ে দ্বিতীয়বার এমপি হওয়া আবুল হোসেন খান, সাবেক মন্ত্রী ও বিমানবাহিনী প্রধান আলতাফ হোসের চৌধুরী এমপি, আইনজীবী ও সংবিধান বিশেষজ্ঞ অ্যাডভোকেট জয়নাল আবেদিন এমপি এবং যুবদলের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক নুরুল ইসলাম নয়ন এমপি মন্ত্রিপরিষদে জায়গা পেলে অবহেলিত এই অঞ্চলের উন্নয়ন আরও তরান্বিত হবে বলে আশা সাধারণ মানুষের।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

শামসুল হকের সমর্থনে জ্যামাইকায় সমাবেশ

(শেষ পাতার পর)

ও মূলধারার রাজনীতিক এবং জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার জ্যামাইকাবাসীর পক্ষে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। মঙ্গলবার (২ জুন) সন্ধ্যায় তার অফিসে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে আগত অতিথিগণ শামসুল হকের জন্য ফান্ড রেইজের পাশপাশি যোগ্য প্রার্থী হিসেবে তাকে নির্বাচিত করতে দলমত নির্বিশেষে যার যার অবস্থান থেকে ভূমিকা রাখার জন্য কমিউনিটি নেতৃবৃন্দের প্রতি আহ্বান জানান। উল্লেখ্য, আগামী ২৩ জুন মঙ্গলবার এই নির্বাচনে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে।

ব্যতিক্রমী এই ফান্ড রেইজিং অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন আয়োজক মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার। সভায় আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন সাপ্তাহিক বাংলাদেশ সম্পাদক ডা. ওয়াজেদ এ খান, এবং জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির অন্যতম উপদেষ্টা সালেহ আহমেদ, মুসলিম উম্মাহ অব নর্থ আমেরিকা (মুনা)-এর এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারী আরমান চৌধুরী, ইকনা'র সাবেক সভাপতি তারেক খান, নাবিক-এর কামরুল ইসলাম, এনআরবি বাংলাদেশ-এর চেয়ারপার্সন শেকিল চৌধুরী, ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ সাদেক, জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার (জেএসি)-এর সাবেক সেক্রেটারী আফতাব মান্নান, সামাজিক সংগঠন ভালো'র কর্ণধার শাহরিয়ার রহমান, বাংলাদেশী-আমেরিকান পুলিশ এসোসিয়েশন (বাপা)-এর সহ সভাপতি এরশাদুর সিদ্দিক, জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির সাবেক সভাপতি বেলাল চৌধুরী প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে বক্তারা নিউইয়র্ক ষ্টেট অ্যাসেম্বলী ডিষ্ট্রিক্ট ৩০-এর আসন্ন প্রাইমারী নির্বাচনে বাংলাদেশী-আমেরিকান প্রার্থী শামসুল হককে এক যোগ্য প্রার্থী হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, তিনি এনওয়াইপিডি'র একজন যোগ্য সাবেক পুলিশ কর্মকর্তা। তিনি কাজে বিশ্বাসী। তিনি নির্বাচিত হলে আলবেনীতে বাংলাদেশী কমিউনিটি সহ অন্যান্য কমিউনিটির জন্য কাজ করতে পারবেন।

অনুষ্ঠানে শামসুল হক বলেন, নিউইয়র্ক ষ্টেট অ্যাসেম্বলী ডিষ্ট্রিক্ট ৩০-এর আগামী প্রাইমারী নির্বাচন সহজ নির্বাচন নয়। তবে এই নির্বাচনে জয়ের প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। জয়ের জন্য দরকার অর্থেও পাশাপাশি ভলান্টিয়ার, কমিউনিটির সাপোর্ট আর প্রচার-

প্রচারণা। তিনি বলেন, ইতিমধ্যেই আমরা প্রবীন সিনেটর বার্নি সেন্ডার্স সহ অনেকের সমর্থন পেয়েছি। এই সমর্তনগুলো আমাদেরকে উৎসাহিত করছে এবং বিজয় হতে সাহায্য করবে। নতুন প্রজন্মের বিপুল সংখ্যক ছেলে-মেয়ে তার নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় সহযোগিতা করছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

সদস্য নিবন্ধন শেষ ৩০ জুন

(শেষ পাতার পর)

সদস্য নিবন্ধন কার্যক্রম আগামী ৩০ জুন শেষ হবে। নির্বাচন কমিশনের তত্ত্বাবধানে প্রক্রিয়া এগিয়ে চললেও ভোটার তালিকা চূড়ান্ত হওয়ার পরই ঘোষণা করা হবে নির্বাচনের তফসিল। সংশ্লিষ্টদের ধারণা, আগামী সেপ্টেম্বর অথবা অক্টোবর মাসে অনুষ্ঠিত হতে পারে বহুল আলোচিত এ নির্বাচন।

বাংলাদেশ সোসাইটির প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, সদস্য নিবন্ধনের শেষ সময় আগামী ৩০ জুন ২০২৬। প্রতিদিন দুপুর ১২টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত এলমহার্স্টে অবস্থিত বাংলাদেশ সোসাইটির কার্যালয়ে নিবন্ধন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। নিবন্ধনের সুবিধার্থে নির্ধারিত সময়ের পাশাপাশি কার্যকরী পরিষদের সদস্যদের মাধ্যমেও সদস্যপদ গ্রহণের সুযোগ রাখা হয়েছে। সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশিদের বৃহত্তর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতেই এই সদস্য সংগ্রহ অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। যারা আগামী নির্বাচনে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে চান অথবা সংগঠনের কার্যক্রমে সম্পৃক্ত হতে আগ্রহী, তাদের সাধারণ সদস্য কিংবা আজীবন সদস্য হিসেবে নিবন্ধনের আহ্বান জানানো হয়েছে।

সদস্য নিবন্ধনের জন্য নির্ধারিত ফরম পূরণ করে সঠিক তথ্য প্রদান করতে হবে। ভুল বা অসম্পূর্ণ তথ্য পাওয়া গেলে আবেদন বাতিল বলে গণ্য হবে। নিবন্ধন ফরম বাংলাদেশ সোসাইটির কার্যালয় অথবা সংগঠনের ওয়েবসাইট থেকে সংগ্রহ করা যাবে।সদস্য ফি নির্ধারণ করা হয়েছে আজীবন সদস্যদের জন্য ৫০০ ডলার এবং সাধারণ সদস্যদের জন্য ২০ ডলার। এ বছর প্রথমবারের মতো অনলাইনে সদস্যপদ গ্রহণ ও নবায়নের ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। ফলে সদস্যরা ঘরে বসেই নতুন সদস্যপদ গ্রহণ কিংবা নবায়নের আবেদন করতে পারবেন।

বিজ্ঞপ্তিতে সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম এবং ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম ভূঁইয়ার স্বাক্ষর রয়েছে। সংগঠনের নেতারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সদস্য নিবন্ধন সম্পন্ন করার জন্য সকল প্রবাসী বাংলাদেশির প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।এসম্পর্কে বাংলাদেশ সোসাই-টির সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম বলেন, নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব ইতোমধ্যে গঠিত নির্বাচন কমিশনের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। কমিশন প্রয়োজ-নীয় প্রস্তুতি ও সভা-সমাবেশের মাধ্যমে নির্বাচনী কার্যক্রম এগিয়ে নিচ্ছে। তবে নির্বাচন আয়োজনের আগে একটি নির্ভুল ও হালনাগাদ ভোটার তালিকা প্রস্তুত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সে লক্ষ্যেই সদস্য সংগ্রহ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

বাংলাদেশ সোসাইটির প্রচার সম্পাদক রিজু মোহাম্মদ জানান, সদস্য সংগ্রহ কার্যক্রম সম্পর্কে প্রবাসীদের অবহিত করতে ব্যাপক প্রচারণা চালানো হচ্ছে। তিনি আশা প্রকাশ করেন, তথ্যের অভাবে কোনো আগ্রহী ব্যক্তি যেন সদস্যপদ গ্রহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত না হন। তিনি আরও স্মরণ করিয়ে দেন যে, বর্তমান আজীবন সদস্যদের নতুন করে নিবন্ধনের প্রয়োজন নেই। তবে ৩০ জুনের মধ্যে যারা নতুন সদস্য হিসেবে নিবন্ধিত হবেন, যাচাই-বাছাই শেষে কেবল তাদের নামই আসন্ন নির্বাচনের ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

WWW.MOINLAW.COM
LAW OFFICES
Toll Free: 1-866-MOIN-LAW
Cell: 917-282-9256
(To schedule appointment only)

এক্সিডেন্ট কেইসেস-মেডিক্যাল ম্যালপ্রেক্টিস
বিনামূল্যে পরামর্শ
প্রয়োজনে এটর্নী বাসায় বা হাসপাতালে আসবেন

- গাড়ী এক্সিডেন্ট
- কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
- বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা
- স্লিপ এন্ড ফল
- ট্রিপ এন্ড ফল
- হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
- বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
- লেড পয়জনিং
- IMMIGRATION
(Consultation fee applies)

ক্লায়েন্টেদের জন্য আমরা মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আদায় করে দিয়েছি

Prior Result Does Not Guarantee future outcome of any cases
Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and Michigan State Supreme Court only.
Michael Taub is admitted in New York State Only.

অঙ্গন পার্টি হল
ANGAN
Party Hall
50%
OFF
FOR
GRAND
Opening
জ্যামাইকায় অবস্থিত ৬০০০ বর্গফুটের সম্পূর্ণ নতুন
অঙ্গন পার্টি হল থেকেই শুরু হোক আপনার
স্মৃতিগুলো
Weddings Event
Birthdays Event
Gathering & Meeting
Sweet 16 & Graduation
BOOK NOW
89-16 175th Street CF-2
Jamaica, NY 11432
Phone: 929-949-1234

I ❤ Hillside Honda
Utshob Group
eSelect DEALER SERVICE
Bangladesh Festival
KIDS ZONE | HALAL FOOD | BOUTIQUE | JEWELRY & LIFESTYLE
PROTIK HASAN
NAZU AKHAND
RESMI MIRZA
PARVEZ SAZZAD
TRINIA HASAN
DJ RAHAT
SUJAN ARIF
KAMRUZZAMAN BAKUL
POWERED BY
AASHA HOME CARE
(PCA and HHA Services)
GOLDEN AGE
HOME CARE
PLATINUM SPONSOR
GOLD SPONSOR
ZAM ZAM
MEDIA PARTNER
আদাকালো
ঠিকানা
DATE: JUNE 07, 2026, TIME: 10 AM—09 PM
VENUE: ARCHIE SPIGNER PARK, MERRICK BLVD, QUEENS, NY
FOR QUERIES: SYED BANNA +19297733695, INQUIRY.PULSEWAVE@GMAIL.COM
EVENT BY
PULSE WAVE

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

হার্ট অ্যাটাক কি সকালেই বেশি হয়

ডা. সাইফ হোসেন খান

বিশেষজ্ঞদের মতে, দিনের অন্য সময়ের তুলনায় ভোর থেকে সকাল পর্যন্ত হার্ট অ্যাটাক তুলনামূলক বেশি হওয়ার পেছনে আছে শরীরের স্বাভাবিক জৈবিক পরিবর্তন, জীবনযাপনের অভ্যাস এবং কিছু স্বাস্থ্যঝুঁকির প্রভাব।

মানুষের শরীর একটি নির্দিষ্ট জৈবিক ছন্দ বা 'বডি ক্লক' অনুযায়ী কাজ করে। ঘুম থেকে ওঠার পর শরীরে বেশ কিছু পরিবর্তন ঘটে, যা হৃদযন্ত্রের ওপর বাড়তি চাপ সৃষ্টি করতে পারে।

সকালে শরীরে অ্যাড্রেনালিন ও কর্টিসলের মতো স্ট্রেস হরমোনের মাত্রা বেড়ে যায়। এর ফলে হৃৎস্পন্দন দ্রুত হয় এবং রক্তচাপ বাড়তে শুরু করে। একই সময়ে রক্ত কিছুটা ঘন হয়ে থাকে এবং রক্ত জমাট বাঁধার প্রবণতাও বৃদ্ধি পায়।

যদি কারও হৃৎপিণ্ডের ধমণিতে আগে থেকেই চর্বি বা ব্লক জমে থাকে, তাহলে এই অতিরিক্ত চাপ রক্তপ্রবাহে বাধা সৃষ্টি করে হার্ট অ্যাটাকের কারণ হতে পারে।

কারণ কী : বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ভোর ৪টা থেকে সকাল ১০টার মধ্যে হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি সবচেয়ে বেশি থাকে। কারণ, ঘুমের সময় শরীর বিশ্রামে থাকলেও জেগে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে শরীর দ্রুত সক্রিয় হতে শুরু করে।

এই পরিবর্তনের ধাক্কা দুর্বল বা ঝুঁকিপূর্ণ হৃদযন্ত্র সহজে সামাল দিতে পারে না। বিশেষ করে যাঁরা উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, উচ্চ কোলেস্টেরল বা স্থূলতায় ভুগছেন, তাঁদের ক্ষেত্রে ঝুঁকি আরও বেশি।

অনিয়ন্ত্রিত জীবনযাপনও সকালের হার্ট অ্যাটাকের অন্যতম কারণ। ধূমপান, অতিরিক্ত চর্বিযুক্ত খাবার, শারীরিক পরিশ্রমের অভাব, মানসিক চাপ এবং রাত জাগার অভ্যাস হৃদ্রোগের ঝুঁকি বাড়ায়।

অনেকে সকালে ঘুম থেকে উঠেই হঠাৎ ভারী ব্যায়াম বা অতিরিক্ত শারীরিক পরিশ্রম শুরু করেন। বিশেষ করে শীতকালে এটি আরও বিপজ্জনক হতে পারে। ঠান্ডা আবহাওয়ায় রক্তনালি সংকুচিত হয়, ফলে রক্তচাপ বেড়ে যায় এবং হৃদযন্ত্রের ওপর চাপ বাড়ে।

হার্ট অ্যাটাকের লক্ষণ সম্পর্কে সচেতন থাকা অত্যন্ত জরুরি। সাধারণত বুকের মাঝখানে তীব্র চাপ বা ব্যথা অনুভূত হয়, যা বাঁ হাত, কাঁধ, ঘাড়, পিঠ বা চোয়ালে ছড়িয়ে যেতে পারে। অনেক সময় রোগী শ্বাসকষ্ট, অতিরিক্ত ঘাম, মাথা ঘোরা বা বমিভাব অনুভব করেন। তবে সবার ক্ষেত্রে লক্ষণ একরকম নাও হতে পারে। বিশেষ করে নারীদের ক্ষেত্রে দুর্বলতা, অস্বাভাবিক ক্লান্তি, বদহজমের মতো অনুভূতি বা পিঠে ব্যথাও হার্ট অ্যাটাকের লক্ষণ হতে পারে। তাই এসব উপসর্গকে অবহেলা করা উচিত নয়

প্রতিরোধে কী করবেন : সকালের হার্ট অ্যাটাক প্রতিরোধে কিছু স্বাস্থ্যকর অভ্যাস গড়ে তোলা প্রয়োজন। প্রথমত, নিয়মিত ব্যায়াম ও হাঁটার অভ্যাস হৃদযন্ত্রকে শক্তিশালী করে। তবে সকালে ঘুম থেকে উঠেই হঠাৎ ভারী ব্যায়াম না করে কিছুক্ষণ ধীরে ধীরে শরীরকে প্রস্তুত করা ভালো। স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাসও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অতিরিক্ত তেল, চর্বি ও ফাস্টফুড এড়িয়ে শাকসবজি, ফলমূল ও আঁশযুক্ত খাবার বেশি খেতে হবে। ধূমপান ও মাদকাসক্তি হৃদ্রোগের অন্যতম বড় কারণ। ধূমপান রক্তনালিকে ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং রক্ত জমাট বাঁধার ঝুঁকি বাড়ায়। তাই হৃৎস্বাস্থ্য ভালো রাখতে ধূমপান সম্পূর্ণ পরিহার করা জরুরি। পাশাপাশি পর্যাপ্ত ঘুম এবং মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণ করাও গুরুত্বপূর্ণ। দীর্ঘদিনের মানসিক চাপ হৃদযন্ত্রের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। যাঁদের ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ বা কোলেস্টেরলের সমস্যা আছে, তাঁদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানো উচিত। চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া ওষুধ বন্ধ করা যাবে না। অনেক সময় রোগীরা শরীর ভালো লাগলে ওষুধ খাওয়া বন্ধ করে দেন, যা হঠাৎ বড় বিপদের কারণ হতে পারে। কেউ যদি সকালে তীব্র বুকব্যথা, শ্বাসকষ্ট বা অস্বাভাবিক ঘেমে যান, তাহলে দ্রুত চিকিৎসা নিতে হবে। হার্ট অ্যাটাকের ক্ষেত্রে প্রথম এক ঘণ্টাকে 'গোল্ডেন আওয়ার' বলা হয়। এই সময়ের মধ্যে সঠিক চিকিৎসা পেলে মৃত্যুঝুঁকি অনেকটাই কমে যায়। সচেতনতা, নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনই হার্ট অ্যাটাক প্রতিরোধের সবচেয়ে কার্যকর উপায়। শরীরের ছোট ছোট সংকেতকে গুরুত্ব দিলে এবং সময়মতো ব্যবস্থা নিলে হৃদ্রোগের ঝুঁকি অনেকটাই কমিয়ে আনা সম্ভব।

খাওয়ার সময় পানি পান করা কি ঠিক?

বাংলাদেশ ডেস্ক : খাবার খাওয়ার সময় পানি পান করা ঠিক নয়, এমনটাই বলেন গুরুজনেরা। কেননা তারা মনে করেন, খাওয়ার সময় পানি পান করলে হজম ঠিকঠাক হয় না। কেউ আবার বলেন, খাওয়ার সময় হাতের কাছে পানি না-থাকলে গলায় খাবার আটকে যাবে। তাই তারা অল্প করে পানি পানের পরামর্শ দেন। আসলে কোনটি সঠিক?

খাওয়ার সময় পানি পান করা আর না করার ব্যাপারটি পুরোটাই ব্যক্তিবিশেষ এবং কী খাচ্ছেন, তার উপর নির্ভর করছে। এমনটাই বলছেন ভারতীয় চিকিৎসক সুবর্ণ গোস্বামী। সুবর্ণের মতে, খাবার খাওয়ার সময় পানি পান করলে হজমের অসুবিধা হয়, এ কথার কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। তবে ভারতের আরেক পুষ্টিবিদ শম্পা চক্রবর্তী বলছেন অন্য কথা। তিনি বলছেন, ''খাওয়ার সময় অতিরিক্ত পানি পান করলে কারো কারো হজমের সমস্যা হলেও হতে পারে। কারণ, এতে হজমে সহায়ক উৎসেচক, পাচক রস পানিতে দ্রবীভূত হয়। তবে, খেতে গিয়ে খাবার গলায় আটকানোর মতো পরিস্থিতি হলে পানি পান করতেই হবে।''

পুষ্টিবিদের কথায়, খেতে বসে অল্প পানি পান করলে অসুবিধা নেই। তবে শিশুকে খাওয়াতে গিয়ে এক মুঠো ভাতের পর এক গ্লাস করে পানি পান করালে বিপদ হতে পারে। এতে শিশু খাবার চিবিয়ে খায় না। এতে তারা খাবার গিলে ফেলে। ঠিকমতো চিবিয়ে না খেলে পাচক রস নিঃসৃত হবে না, যা পরবর্তীতে হজমের সমস্যা তৈরি করতে পারে।

কেউ কেউ বলেন, খাওয়ার আগে বা পরে পানি পান করা উচিত। অনেকেই এই নিয়ম অনুসরণ করেন। শম্পার মতে, পুষ্টিবিদ হিসাবে তিনিও এমন পরামর্শই দিয়ে থাকেন। খাওয়ার সময় অতিরিক্ত পানি পান না করে, খেতে বসার আধা ঘণ্টা বা ১৫ মিনিট আগে পানি পান করা ভালো। আবার খাওয়ার আধা ঘণ্টা পরেও পানি পান করা উচিত বলে মনে করেন তিনি।

প্রাপ্তবয়স্ক মানুষদের দিনে কতটুকু পানি পান করা উচিত? : শরীরবৃত্তীয় ক্রিয়াকলাপ সঠিক ভাবে সম্পাদনের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান করা জরুরি। এক জন প্রাপ্তবয়স্ক সুস্থ মানুষের দিনে ২-৩ লিটার পানি পান করা দরকার। চিকিৎসকের কথায়, শরীর ভালো রাখতে সারা দিনে পরিমাণ মতো পানি পান করতে হবে। অনেকেই ঘুম থেকে উঠে ঢক ঢক করে ২-৩ গ্লাস পানি পান করেন। এক বারে ২০০-২৫০ মিলিলিটারের পানি পান করা ঠিক নয়। আর বোতল থেকে সরাসরি নয়, গ্লাসেই পানি পানের অভ্যাস করা ভালো।

যে ৫ ক্ষতি রাত জাগলে হতে পারে

বাংলাদেশ ডেস্ক : রাতে না ঘুমানোর অভ্যাস রয়েছে অনেকেরই। কেউ অফিসের কাজে, কেউবা অকারণে না ঘুমিয়ে পার করছেন লম্বা রাত। অনেকেই স্মার্টফোন হাতে নিয়ে ফেসবুক, টিকটক স্ক্রল করে, কেউ আবার গেমসে আসক্ত, তাছাড়া প্রিয় মানুষের সঙ্গে ফোনালাপ তো আছেই। বিশেষ করে তরুণ-তরুণীদের মধ্যে রাত জাগার প্রবণতা সবচেয়ে বেশি। বড়দের সঙ্গে এখন বাচ্চারাও রাতে দেরি করে ঘুমায়। কিন্তু এই অভ্যাস শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য কতটা ক্ষতিকর তা জানেন না অনেকেই।

অধিকাংশ মানুষই জানেন না রাত জাগলে রয়েছে জীবন ঝুঁকি। রাতে পর্যাপ্ত ঘুম না হলে বদলে যেতে পারে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা। ঘটতে পারে শারীরিক ও মানুষিক মারাত্মক সব রোগব্যাধি। আমেরিকার ন্যাশনাল স্লিপ ফাউন্ডেশন রাত জাগার ক্ষতিকর দিকগুলো তুলে ধরেছে। চলুন দেখে নেওয়া যাক রাত জাগলে কী কী ক্ষতি হতে পারে।

১. মেটাবলিক ডিসঅর্ডার : মেটাবলিক ডিসঅর্ডার হলো এমন এক ব্যাধি যা শরীরের প্রোটিন, চর্বি এবং কার্বোহাইড্রেটের মতো ম্যাক্রো নিউট্রিয়েন্টগুলোর প্রক্রিয়াকরণ এবং বিতরণকে নেতিবাচক-ভাবে পরিবর্তন করে। এর ফলে অলসতা, ওজন কমে যাওয়া, জন্ডিস ও খিচুনির মতো সমস্যা দেখা দেয়।

২. স্লিপ ডিসঅর্ডার : আমাদের শরীরে একটি অভ্যন্তরীণ ঘড়ি রয়েছে যাকে সার্ক্যাডিয়ান সাইকেল বলা হয়। এই রিদম ২৪ ঘণ্টা উপর ভিত্তি করে আমাদের শরীরকে বলে দেয় কখন ঘুমাতে হবে এবং কখন জেগে উঠতে হবে। এটি হরমোন, হজম এবং শরীরের তাপমাত্রার মতো শরীরের বিভিন্ন প্রক্রিয়াকেও প্রভাবিত করে।

হার্ভার্ড মেডিকেল স্কুলের স্লিপ মেডিসিন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক এরিক ঝাউ দাবি করেছেন দীর্ঘ দিন রাত জাগলে মানব শরীরের এই গুরুত্বপূর্ণ সার্ক্যাডিয়ান সাইকেলে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।

এর ফলে হতে পারে অনিদ্রার মতো মারাত্মক সমস্যা। ঘুমানোর সময় অস্বস্তি, ঘুম না আসার প্রবণতা বাড়ে। তাছাড়া রাতে ঘুমাতে না পারা ও দিনে ঘুমিয়ে যাওয়ার মতো সমস্যাও দেখা দেয়। এই রোগ কিছু ক্ষেত্রে গুরুতর অবস্থায় চলে গেলে চিকিৎসার আবশ্যকতা হতে পরে। ঘুমের ব্যাধি বা স্লিপিং ডিসঅর্ডারের ফলে শারীরিক ক্লান্তি, অবসাদ, বিরক্তি, কোনও কাজে মনোযোগ দিতে না পারার মতো সমস্যা হয়ে থাকে।

দক্ষিণ ক্যারেলিনার ক্লেমসন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জুন পিচার জানান, চট করে মেজাজ বিগড়ে যাওয়া, প্রিয়জনদের সঙ্গে খারাপ আচরণ করা, ছোটখাটো সমস্যাতেই প্রতিক্রিয়া দেখানো, এগুলো রাতে ঘুম না হওয়ার ফলেই হয়। এর ফলে আস্তে আস্তে আত্মবিশ্বাসও কমে যেতে পারে। প্রভাব পড়ে ত্বকের ওপর। পড়ে যেতে পারে চুলও।

৩. গ্যাস্ট্রোইনটেস্টাইনাল ডিসঅর্ডার : গ্যাস্ট্রোইনটেস্টাইনাল ডিসঅর্ডার বা পাচনতন্ত্র ব্যাধী। সার্ক্যাডিয়ান সাইকেল পাচনতন্ত্রকেও প্রভাবিত করে। রাত জাগার ফলে এই সাইকেলের নেতিবাচক প্রভাব পাচনতন্ত্রের রোগের ঝুঁকি বাড়াতে পারে। এতে করে পেটে অস্বস্তি, কোষ্ঠকাঠিন্য ও ডায়রিয়ার মতো সমস্যা হয়ে থাকে।

৪. কার্ডিওভাসকুলার ডিজিজ : কার্ডিওভাসকুলার ডিজিজ হলো হৃৎপিণ্ড বা রক্তনালীর সাথে জড়িত যেকোনো রোগ। এটি রক্ত সংবহনতন্ত্রের রোগ নামেও পরিচিত।।এই অবস্থায় হৃদপিণ্ডের পেশীতে পর্যাপ্ত রক্ত ,অক্সিজেন এবং পুষ্টি পাঠাতে বাধা প্রাপ্ত হয়।এতে করে বুকে ব্যথা , শ্বাসকষ্ট , ক্লান্তি , চেতনা হ্রাস, হার্ট ফেইলিউর, হার্ট অ্যাটাক, স্ট্রোক, অ্যানিউরিজম, পেরিফেরাল আর্টারি ডিজিজ, হঠাৎ কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হতে পারে।

ন্যাশনাল ক্যান্সার ইন্সটিটিউটের গবেষণায় দেখা গেছে যারা ৫ বছরের বেশি সময় ধরে রাত জেগে কাজ করেছেন তাদের মধ্যে হৃদরোগের ঝুঁকি অনেক বেশি।

৫. ক্যানসার : রাত জাগার ফলে সার্ক্যাডিয়ান সাইকেলের ভারসাম্যহীনতা মানবদেহের সেলুলার ফাংশনে প্রভাব ফেলে। এটি ডিএনএ ও কোষ চক্রতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। ন্যাশনাল টক্সিকোলজি প্রোগ্রাম অনুসারে সার্ক্যাডিয়ান সাইকেলে ব্যাঘাত ঘটলে শেষ পর্যন্ত ক্যানসারের মতো মরণ ব্যাধি, বাড়াতে পারে মৃত্যু ঝুঁকি।

ক্র্যাশ ডায়েট কেন করা উচিত নয়?

বাংলাদেশ ডেস্ক : কোন একটা অনুষ্ঠানের আগেই আমরা শরীরের ওজন কমানোর কথা ভাবি। যে করেই হোক ৫ থেকে ৭ কেজি ওজন কমাতে, এমন প্রত্যাশা নিয়ে ক্র্যাশ ডায়েট করতে শুরু করেন অনেকে।

সকালে উঠে পানি দিয়ে ওট্স, দুপুরে একটা আপেল, সারা দিন শুধু কয়েক গ্লাস ফলের রস, সন্ধ্যাবেলা এক কাপ গ্রিন টিড় পুষ্টিবিদের পরামর্শ ছাড়াই ডায়েট শুরু করেন তারা। এমন ডায়েট করে অল্প দিনেই কয়েক কেজি ওজন কমিয়ে ফেলা যায় কিন্তু জুড়ে বসে হাজার রকম শারীরিক সমস্যা। এই ক্র্যাশ ডায়েটের ফলে ঘন ঘন মাথা ঘুরে যাওয়া, চোখের তলায় কালি, কর্মক্ষমতা কমে যাওয়া এ রকম নানা সমস্যা বাসা বাঁধেন।

১) এই প্রকার ক্র্যাশ ডায়েটের ফলে শরীরে পানির ঘাটতি হতে পারে। এই সময়ে প্রয়োজনের তুলনায় কম ফ্যাট খাওয়া হয়, তখন দেহকোষ পর্যাপ্ত পরিমাণে ফ্যাট পায় না। সেই শূন্যস্থান পূরণ করতেই সে শরীরের অতিরিক্ত পানি শুষে নেয়। যার ফলে গ্লাইকোজনে ভেঙে যায়। আর গ্লাইকোজেন ভাঙলেই পানিশূন্যতা তৈরি হয়। ডিহাইড্রেশন হলে সঙ্গে সঙ্গে তার প্রভাব পড়ে ত্বক ও শরীরের উপর।

২) শরীরে শক্তি আসে ক্যালোরি থেকে। হঠাৎ করে কম ক্যালোরির খাবার খেলে শরীরের পেশির উপর প্রভাব পড়ে। পেশির শক্তি কমে আসে। ক্লান্তি আসে। সারা ক্ষণ ঝিমুনি ভাব দেখা দেয়। কাজকর্মে অনীহা দেখা দেয়।

৩) ক্র্যাশ ডায়েটের ফলে শরীরে স্ট্রেস হরমোনের ক্ষরণ বেড়ে যায় অনেকখানি। ফলে বিষণ্ণতা, ঘন ঘন মেজাজ পরিবর্তন ইত্যাদি হতেই পারে।

৪) ক্র্যাশ ডায়েটের ফলে বিপাকক্রিয়ার হার কমে যায়। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও কমে যায়। ফলে সংক্রমণের ঝুঁকি বাড়তে পারে।

৫) সময়ে সকলেই জেল্লাদার ত্বক চান। ক্র্যাশ ডায়েটের ফলে দেহে সঠিক মাত্রায় ভিটামিন আর মিনারেলের ঘাটতি হয়। ফলে ত্বকের উজ্জ্বলতা হারিয়ে যায়। চুল পড়ে যাওয়া বা অনিয়মিত মাসিকের সমস্যাও দেখা যায়।

ক্র্যাশ ডায়েটকে অনেক পুষ্টিবিদও সমর্থন করেন না। সঠিক নিয়ম মেনে ডায়েট করলে ১ মাসে ৩ থেকে ৪ কেজি ওজন কমানো সম্ভব। তবে সেই ডায়েট শুরু করতে হবে পুষ্টিবিদের পরামর্শ নিয়ে।

চোখের পাপড়ি ঝরে যাচ্ছে?

বাংলাদেশ ডেস্ক : বর্তমান জীবনযাত্রার ফলে আমাদের স্বাস্থ্যের সঙ্গে ত্বকেরও নানা সমস্যা দেখা যায়। তবে এসবের মধ্যেই সৌন্দর্য্য বাড়িয়ে তোলা একটি বড় চ্যালেঞ্জ। চোখ মুখের সবচেয়ে সুন্দর একটি অংশ। চোখের পাপড়ি এবং ভ্রু মুখের সৌন্দর্য বাড়ায়। লম্বা ও পুরু চোখের পাপড়ি এবং ভ্রু আপনার চোখকে বড় এবং আরও আকর্ষণীয় করে তোলে। সঙ্গে আপনার মুখে একটি ভিন্ন মাত্রাও যোগ করে। চোখের সৌন্দর্য্য বাড়াতে কিছু টিপস অনুসরণ করতে পারেন। যেমন-

নারকেল তেল: চোখের পাপড়ি লম্বা ও ঘন করতে নারকেল তেল খুবই কার্যকর। অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট এবং ভিটামিন ই সমৃদ্ধ নারকেল তেল চোখের পাপড়িকে পুষ্ট করে এবং তাদের শক্তিশালী করে। প্রতিদিন ঘুমানোর আগে একটি কটন বাডের সাহায্যে চোখের পাপড়ি এবং ভ্রুতে নারকেল তেল লাগান।

অ্যালোভেরা জেল : অ্যালোভেরা জেল অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট এবং ভিটামিন সমৃদ্ধ, যা চোখের পাপড়িকে পুষ্ট ও শক্তিশালী করে। অ্যালোভেরা জেল চোখের পাপড়ি ময়েশ্চারাইজ করে এবং শুষ্ক হতে বাধা দেয়। প্রতি রাতে ঘুমানোর আগে চোখের পাপড়ি এবং ভ্রুতে অ্যালোভেরা জেল লাগান।

ভিটামিন-ই তেল : ভিটামিন-ই তেল চোখের পাপড়িকে শক্তিশালী করে এবং বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। প্রতিদিন রাতে ঘুমানোর আগে একটি ভিটামিন ই ক্যাপসুল ভেঙে চোখের পাপড়ি ও ভ্রুতে তেল লাগান।

বাদাম তেল: বাদাম তেল চোখের পাপড়ি লম্বা ও ঘন করতে সহায়তা করে। প্রতিদিন রাতে ঘুমানোর আগে চোখের পাপড়ি এবং ভ্রুতে বাদামের তেল লাগান।

NYC Cultural Affairs

MAY 2026-2027
মে ২০২৬-২০২৭

FREE EXIBITION

BANGLADESH NOT 'BHAANGADESH'
বাংলাদেশ, 'ভাঙাদেশ' নয়

King MANOR

ART EXHIBIT FOR BANGLADESH'S 2024 UPRISINGS...

MEDIA | ART | OBJECTS

শিল্প প্রদর্শনী বাংলাদেশের ২০২৪ সালের বিদ্রোহের জন্য...

150-03 JAMAICA AVE, JAMAICA, NY 11432 @BHAANGADESH

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সভাপতি পদে বাংলাদশ

(প্রথম পাতার পর)

নির্বাচনে জাতিসংঘের ১৯৩টি সদস্য রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ ভোটে ড. খলিলুর রহমান ৯৯ ভোট পেয়ে বিজয়ী হন। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী সাইপ্রাসের প্রার্থী পেয়েছে ৯১ ভোট। এই বিজয় আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের প্রতি জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রসমূহের আস্থা, গ্রহণযোগ্যতা এবং ক্রমবর্ধমান কূটনৈতিক প্রভাবের সুস্পষ্ট প্রতিফলন ঘটেছে।

এই সাফল্য বাংলাদেশের জন্য শুধু একটি মর্যাদাপূর্ণ আন্তর্জাতিক পদে নির্বাচিত হওয়ার ঘটনা নয়; বরং এটি বহুপাক্ষিক কূটনীতি, শান্তি, উন্নয়ন এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে দেশের সক্রিয় ও দায়িত্বশীল ভূমিকার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি। এই গৌরবোজ্জ্বল মাইলফলক অর্জনের পিছনে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের দূরদর্শী নেতৃত্ব ও সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত গ্রহণ, সীমিত সময়ে বাংলাদেশের সমন্বিত কূটনৈতিক প্রচেষ্টা এবং প্রার্থী ড. খলিলুর রহমানের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও যোগ্যতা- এই তিনটি বিষয় মূল ভূমিকা পালন করেছে। বিএনপি নেতৃত্বাধীন সরকার দায়িত্ব গ্রহণের সময় নির্বাচনের জন্য মাত্র তিন মাসের মতো সময় অবশিষ্ট ছিল। সেই সীমিত সময়ের মধ্যেই প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বাংলাদেশের প্রার্থিতা নিয়ে দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করেন এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. খলিলুর রহমানকে প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন দিয়ে বিজয়ের ব্যাপারে প্রায় নিশ্চিত আশাবাদ ব্যক্ত করেন। এ প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ১৯৭৮ সালে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্যপদে বাংলাদেশের নির্বাচনের বিষয়টি স্মরণ করেন। শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের সাহসী ও দূরদর্শী নেতৃত্বে সীমিত সময়ে পরিচালিত কূটনৈতিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে বাংলাদেশ তৎকালীন শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী জাপানকে পরাজিত করে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্য নির্বাচিত হয়েছিল। এই নির্বাচনেও বাংলাদেশ সাফল্য অর্জন করতে পারবে বলে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান তখনই দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করেছিলেন।

এবারের নির্বাচনে বাংলাদেশের জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ ছিল সময়ের সীমাবদ্ধতা। মাত্র তিন মাস সময় হাতে পেয়ে বাংলাদেশকে এমন এক বৈশ্বিক কূটনৈতিক প্রচারণা পরিচালনা করতে হয়েছে, যা সাধারণত কয়েক বছরব্যাপী প্রস্তুতি ও ধারাবাহিক যোগাযোগের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়ে থাকে। বাংলাদেশ কার্যত মাত্র তিন মাসের প্রচারণার মধ্যেই পাঁচ বছরের সমপরিমাণ কূটনৈতিক তৎপরতা সম্পন্ন করেছে। বাংলাদেশ ২০২০ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে ইউএনজিএ সভাপতি পদে নির্বাচনে প্রার্থিতা ঘোষণা করলেও ২০২৬ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. খলিলুর রহমানকে দেশের প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন দেওয়া হয়। এরপর থেকেই পূর্ণমাত্রার কূটনৈতিক প্রচারণা শুরু হয়। দীর্ঘমেয়াদি প্রস্তুতির সুযোগ না থাকায় এই স্বল্প সময়ের মধ্যেই বাংলাদেশ বিভিন্ন দেশের সঙ্গে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক, দ্বিপাক্ষিক যোগাযোগ এবং বহুপাক্ষিক কূটনৈতিক ফোরামে অত্যন্ত সক্রিয় ও কৌশলগত প্রচারণা চালিয়ে আন্তর্জাতিক সমর্থন অর্জনে সফল হয়েছে।

অপরদিকে বাংলাদেশের প্রতিদ্বন্দ্বী সাইপ্রাস ২০১৬ সালেই তাদের প্রার্থিতা ঘোষণা করে এবং গত এক দশক ধরে ধারাবাহিক প্রচারণা চালিয়েছে। বিশেষ করে গত এক বছরে দেশটি অত্যন্ত বিস্তৃত ও সুসংগঠিত কূটনৈতিক প্রচারণা পরিচালনা করেছে। জাতিসংঘের ১৯৩টি সদস্য রাষ্ট্রের সমর্থন অর্জনের লক্ষ্য নিয়ে এত অল্প সময়ে সমন্বিত কূটনৈতিক প্রচারণা পরিচালনা নিঃসন্দেহে খুবই কঠিন ও কৌশলগতভাবে চ্যালেঞ্জিং ছিল। এই প্রচারণায় নেতৃত্ব দিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. খলিলুর রহমান, পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ ইসলাম এবং প্রধানমন্ত্রীর পররাষ্ট্র বিষয়ক উপদেষ্টা হুমায়ুন কবির। পাশাপাশি নিউইয়র্কস্থ বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অবস্থিত বাংলাদেশের কূটনৈতিক মিশনসমূহ সমর্থন আদায়ে সমন্বিত ও সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে।

বাংলাদেশের প্রার্থীর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও যোগ্যতা এ বিজয়ে বিরাট ভূমিকা রেখেছে। একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক ছিল জাতিসংঘের সদরদপ্তরে গত ১৩ মে অনুষ্ঠিত ড. খলিলুর রহমানের ইন্টারঅ্যাকটিভ ডায়ালগ। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের বর্তমান সভাপতি আনালেনা বায়েরবকের সভাপতিত্বে প্রায় আড়াই ঘণ্টাব্যাপী ওই সংলাপে বাংলাদেশের প্রার্থী ড. খলিলুর রহমান তাঁর ভিশন স্টেটমেন্ট উপস্থাপন করেন এবং নির্বাচিত হলে সাধারণ পরিষদ পরিচালনায় তাঁর অগ্রাধিকার ও কর্মপরিকল্পনা তুলে ধরেন। কূটনৈতিক মহলে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর এই সংলাপ ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছে। এই সংলাপের পর কার্যত বাংলাদেশের পক্ষে প্রায় ৩০ টি দেশ তাদের সমর্থন ব্যক্ত করে এবং স্পষ্টত বাংলাদেশ বিজয়ের পথে সুনিশ্চিতভাবে এগিয়ে যায়।

বাংলাদেশের প্রচারণায় বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে কার্যকর বহুপাক্ষিকতা, জাতিসংঘের প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার, উন্নয়নশীল দেশসমূহের স্বার্থ সংরক্ষণ, জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ রাষ্ট্রগুলোর পক্ষে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়ন, শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে অবদান এবং বৈশ্বিক দক্ষিণের কণ্ঠস্বরকে আরও শক্তিশালী করার বিষয়গুলো। বাংলাদেশের প্রচারণা ছিল বিষয়ভিত্তিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক। বর্তমান বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে, যেখানে ভূরাজনৈতিক উত্তেজনা, অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা এবং বহুপাক্ষিক ব্যবস্থার কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন ক্রমশ বাড়ছে, সেখানে বাংলাদেশ সংলাপ, সহযোগিতা এবং ঐকমত্যভিত্তিক কূটনীতির ওপর জোর দিয়েছে। বাংলাদেশ সরকার এই ঐতিহাসিক বিজয় অর্জনের জন্য জাতিসংঘের সদস্য দেশসমূহের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে এবং জাতিসংঘের মূলনীতি ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে তার দৃঢ় অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করছে।

দুই দিনে ভিসা প্রক্রিয়া সম্পন্ন করবে ঢাকাস্থ আমেরিকান দূতাবাস

বাংলাদেশ ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসী ভিসাপ্রত্যাশীদের জন্য সুখবর দিল বাংলাদেশে অবস্থিত মার্কিন দূতাবাস। আগামী ১ জুন, ২০২৬ থেকে ঢাকা দূতাবাস সব ধরনের ইমিগ্রান্ট ভিসা ক্যাটাগরির আবেদন মাত্র দুই কর্মদিবসের মধ্যে প্রক্রিয়াকরণ সম্পন্ন করবে। রোববার (৩১ মে) দূতাবাসের এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ভিসা আবেদন প্রক্রিয়াকে আরও গতিশীল ও সহজতর করার লক্ষ্যে এই নতুন সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে। আগ্রহী আবেদনকারীদের বিস্তারিত তথ্য জানার জন্য দূতাবাসের 'ডাইরেক্টরি অব ভিসা ক্যাটাগরিস' (Directory of Visa Categories)-এ গিয়ে 'ইমিগ্র্যান্ট ভিসা ক্যাটাগরিস' (ImmigrantVisa Categories) অংশটি যাচাই করতে অনুরোধ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, অভিবাসনপ্রত্যাশীদের দীর্ঘ অপেক্ষার ভোগান্তি কমাতে মার্কিন দূতাবাসের এই উদ্যোগ বড় ধরনের স্বস্তি বয়ে আনবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।

বাংলাদেশে কাকে দিয়ে খুন করিয়েছিলেন, সবটাই জানি : ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর উদ্দেশে মমতা

ঢাকা : ভারতের পশ্চিমবঙ্গের সাবেক মুখ্যমন্ত্রী ও তৃণমূল কংগ্রেসের প্রধান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করেছেন, বাংলাদেশের একটি হত্যা মামলার আসামি ভারতের মেঘালয় দিয়ে পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশের পর পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে। ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী 'দেশের স্বার্থে' এ বিষয়ে মমতার নেতৃত্বাধীন তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে মুখ খুলতে নিষেধ করেন। মমতা বলেন, 'কাকে দিয়ে খুন করিয়েছিলেন? কার কার নাম বেরিয়ে ছিল? সবটাই জানি।' কলকাতার ধর্মতলায় মঙ্গলবার এক জনসভায় মমতা এ দাবি করেন। গত এপ্রিলে অনুষ্ঠিত পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির কাছে হেরে রাজ্যে মমতার টানা ১৫ বছরের শাসনের অবসান ঘটে। এরপর এটাই ছিল মমতার প্রথম জনসভা। ভারতের কিছু সংবাদমাধ্যম মমতার বক্তৃতা সরাসরি সম্প্রচার করে। ভারতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন ক্ষমতাসীন দল বিজেপির নেতা অমিত শাহ। মমতা বক্তৃতায় 'হোম মিনিস্টার' (স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী) শব্দটি বললেও অমিত শাহর নাম উল্লেখ করেননি। সাবেক মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'এনআইএর (ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি) ভয় দেখাচ্ছেন, ইডির (এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট) ভয় দেখাচ্ছেন, সিবিআইয়ের (সেন্ট্রাল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন) ভয় দেখাচ্ছেন? এই সিআইডি (ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্ট, যা রাজ্য সরকারের অধীন) আমার আমলেও ছিল। এই সিআইডি তো তখন এইভাবে ইফেক্টিভলি (সক্রিয়ভাবে) অন্যায় কাজ করত না, এসটিএফও (স্পেশাল টাস্কফোর্স, রাজ্য সরকারের অধীন) করত না।'

মমতা আরও বলেন, 'বাংলাদেশ থেকে এক বড় খুনিকে এসটিএফ গ্রেপ্তার করেছিল জেনে রাখুন, যা নিয়ে বাংলাদেশে অনেক "রেভোল্যুশন" হয়েছিল।...মেঘালয় দিয়ে বাংলায় চলে আসে।...আমাদের এসটিএফ তাকে ধরে।...তারপর হোম মিনিস্টার (স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী) নিজে আমাকে ফোন করে বলেছেন।এত দিন তো কই আমি বলিনি, মুখ খুলিনি-আজকে অত্যাচারের শেষ সীমায় গেছেন বলে।আমি এখনো নামটা বলছি না ভদ্রতা করে। বাংলাদেশের লোক উত্তাল হয়ে যাবে, আমি সেটা চাই না, আমি দেশকে ভালোবাসি।' এই সময় মঞ্চের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা তৃণমূল কংগ্রেসের সদস্য-সমর্থকেরা চিৎকার করতে শুরু করেন। তাঁরা বলেন, 'নামটা বলে দিন'। মমতা বলেন, 'না, বলব না দেশের স্বার্থে। (স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী) কী বললেন? আপ থোড়া আপকে বেঙ্গল পুলিশকো বোল দো, ইয়ে বাত বাহার নেহি কেহনে কে লিয়ে। ইয়ে দেশ কে লিয়ে হ্যায় (আপনি একটু আপনার পশ্চিমবঙ্গ পুলিশকে বলে দিন, যাতে এই কথা তারা বাইরে না বলে। এটা দেশের জন্য করা হয়েছে)।' এরপরে মমতা সরাসরি বলেন, 'কাকে দিয়ে খুন করিয়েছিলেন? কার কার নাম বেরিয়ে ছিল? আজ গভর্নমেন্ট পরিবর্তন হলেও মনে রাখবেন আমি তো সবটাই জানি। আমার হৃদয়টাই একটা কথাভান্ডার, তথ্যভান্ডার, সত্যভান্ডার। আমি তো সম্পদের ভয়ে কর্মীদের জলে ভাসিয়ে দিয়ে দল ছেড়ে চলে যাব না।' জনসভায় মমতা ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার ও তৃণমূলের রাজনীতি নিয়েও কথা বলেন। তিনি দাবি করেন, কেন্দ্রীয় সরকার বহুবার তাঁর সাহায্য চেয়েছিল, কিন্তু তিনি তা করেননি। কারণ, তৃণমূল কংগ্রেসের একটা নীতি ও আদর্শ আছে।

আবু হক
(সার্টিফাইড ডেন্টাল টেকনোলজিষ্ট)
২৫ বছরের অধিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন

রুমী ডেন্টাল ল্যাব
কোন প্রকার মেটাল বা মেটালিক তার ছাড়া আরামদায়ক ও উন্নতমানের দাঁত (Unbreakable, Flexi, Soft & Latest Denture) তৈরী করা হয়।

Princeton Court Building
35-06, 73rd St. #3H, Jackson Heights, NY 11372
(Bet. 35th & 37th Avenue)
Tel: 718-672-0209, 718-414-4760

ডাঃ মোহাম্মদ মুজাহিদ বিল্লাহর নূতন মেডিকেল অফিস
ফুসফুসের রোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার
Sleep and Lung Center
আপনাদের সেবায় এখন জ্যামাইকা এষ্টেটে
বিভিন্ন ধরণের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করা হয়

* আপনি কি অনিদ্রা, নিদ্রাকলীন শ্বাসকষ্ট এবং নাক ডাকা সহ নিদ্রাজনিত সমস্যায় ভুগছেন?
* ঘুমন্ত অবস্থায় আপনার শ্বাস-প্রশ্বাস কয়েকসেকেন্ডের জন্য বন্ধ হওয়ার অভিযোগ কেউ কি করেছেন?
* আপনি কি গাড়ী চালাতে গিয়ে কিংবা কর্মক্ষেত্রে ঝিমিয়ে পড়েন?
* আপনি কি রাত্রিবেলা ঘুম থেকে বারবার জেগে উঠেন?
* আপনি কি এজমা/ ফুসফুস, ধুমপান জনিত রোগে ভুগছেন?
* সুস্বাস্থ্য ও সুখময় জীবনের জন্য আমাদের সেবা নিন।
* পালমোনারী ফাংশন টেষ্ট,এলার্জি স্কীন টেষ্ট ও কনসাল্ট।

Dr. Muhammad Muzahid Billah
Lungs & Sleep Specialist
Cell: 347-204-9683, Fax: 718-526-8900
Tel: 718-526-2700
170-12, Highland Ave. Suite#102, Jamaica, NY-11432

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ

ডাঃ আতাউল ওসমানী
এম.ডি

ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

718-636-0100

Brooklyn

20 Arlington Place
(Across the Fulton St.)
B'tw. Bedford & Nostrand Ave.
Brooklyn, NY 11216
Tel: 718-636-0100
Fax: 718-636-0112

2668 Pitkin Avenue
Brooklyn, NY 11208
Tel : 718-484-3960
Fax : 718-484-3962

আমরা সব ধরণের ইস্যুরেস গ্রহণ করে থাকি

ডাঃ গোবিন্দ পাল
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Attending Physician
Wyckoff Heights
Medical Center

Gobinda Paul M.D., F.A.C.P.
Board Certified in Internal Medicine

- আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য সুলভে পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
- নিয়মিত শারিরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের সম্ভাবনা সম্পর্কে জেনে নিন।
- বয়সভিত্তিক বিভিন্ন রোগের টিকা দিয়ে ভবিষ্যতে নিরাপদ থাকুন।

আমরা প্রায় সব ধরণের ইন্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি। অফিসে আসার পূর্বে অনুগ্রহ করে ফোন করুন।

Gobinda Paul Physician P.C
An Ideal Healthcare Unit for Curative and Preventive Medicine

Visiting Hours: Mon-Fri : 6PM-9PM, Sat or Sun: 9 Am-2PM
রোগী দেখার সময় : সোম-শুক্র : বিকাল ৬ টা-রাত ৯টা
এবং শনি ও রবি : সকাল ৯টা থেকে দুপুর ২টা

87-38 168 Pl, Jamaica, NY 11432
P: 718-874-0076, F: 718-841-7499
E-mail : GobindaPaul.PC@outlook.com

FAMILY CARE RX PHARMACY

WE ACCEPT MOST INSURANCE

- Metro Plus
- Fidelis Care
- Wellcare
- Health First
- Affinity
- Health Plus
- Hip
- All Private Insurance
- Express Scripts
- Magna Care
- Optumrx
- United Health Care

170-04 HILLSIDE AVE, JAMAICA, NY 11432
TEL : 718-297-1927, FAX : 718-297-3029

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

খলিলুর রহমানের জন্য বাংলাদেশের কত অর্থ ব্যয় হবে

(প্রথম পাতার পর)

সাধারণ পরিষদের ৮১তম অধিবেশনের সভাপতির দায়িত্ব পেতে যাচ্ছে বাংলাদেশ। এটি দেশের কূটনৈতিক ইতিহাসে একটি অনেক বড় অর্জন। তবে এই মর্যাদাপূর্ণ পদ অর্জনের পাশাপাশি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নও সামনে এসেছেড়এই দায়িত্ব পালনে বাংলাদেশকে কত অর্থ ব্যয় করতে হতে পারে? জাতিসংঘের নিয়ম অনুযায়ী, সাধারণ পরিষদের সভাপতি জাতিসংঘের কর্মচারী নন এবং তিনি জাতিসংঘ থেকে বেতনও পান না। সভাপতির অফিস পরিচালনার জন্য জাতিসংঘ সীমিত বাজেট দিলেও বাস্তবে অধিকাংশ ব্যয় বহন করে সভাপতির নিজ দেশ এবং বিভিন্ন সদস্য রাষ্ট্রের স্বেচ্ছা অনুদান। এ ছাড়া জাতিসংঘের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবেও ড. খলিলুর রহমান থাকছেন কি না, তা নিয়েও নানা আলোচনা চলছে।

জাতিসংঘ কত অর্থ দেয় : বর্তমানে সাধারণ পরিষদ অধিবেশনের অফিসের জন্য জাতিসংঘের নিয়মিত বাজেটে বছরে ২ লাখ ৫৩ হাজার ২০০ মার্কিন ডলার বরাদ্দ রয়েছে। তবে জাতিসংঘের আর্থিক সংকটের কারণে এরও পুরোটা অনেক সময় ছাড়া হয় না। তুলনামূলকভাবে দেখলে, জাতিসংঘের ২০২৬ সালের মোট নিয়মিত বাজেট ৩ দশমিক ৪৫ বিলিয়ন ডলার হলেও জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অফিসের জন্য বরাদ্দ সেই বাজেটের খুবই ক্ষুদ্র অংশ।

বাস্তবে ব্যয় কোথায় হয় : জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের সভাপতির কার্যালয় পরিচালনার জন্য সাধারণত রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক উপদেষ্টা, আইনি ও নীতি বিশ্লেষক, মিডিয়া ও যোগাযোগ বিশেষজ্ঞ, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, অনুষ্ঠান ব্যবস্থাপনা টিম, আন্তর্জাতিক সফর ও প্রতিনিধিদল পরিচালনা, উচ্চপর্যায়ের বৈঠক ও সম্মেলন আয়োজনের প্রয়োজন হয়। এসব কর্মকাণ্ডে বিপুল অর্থ ব্যয় হয়ে থাকে। জাতিসংঘের তথ্য অনুযায়ী, সাধারণ পরিষদের অধিবেশনের সভাপতির নিজ দেশ সভাপতির বেতন, আবাসন, অতিরিক্ত জনবল ও অন্যান্য ব্যয় বহন করে থাকে। বিভিন্ন বছরের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, অধিকাংশ সাধারণ পরিষদের অফিস জাতিসংঘের বরাদ্দের পাশাপাশি ট্রাস্ট ফান্ড এবং নিজ দেশের সহায়তার ওপর নির্ভর করে।

অতীতের অভিজ্ঞতা কী বলে : ৮০তম অধিবেশনের সভাপতির কার্যালয়ের জন্য সদস্য রাষ্ট্রগুলোর ট্রাস্ট ফান্ডে ২০২৫-২৬ সময়ে প্রায় ২১ লাখ ডলারের বেশি অনুদান জমা হয়েছে। জার্মানি, চীন, কাতার, অস্ট্রেলিয়া, ভারত, সৌদি আরবসহ বিভিন্ন দেশ এ তহবিলে অর্থ দিয়েছে। এর অর্থ হলো, জাতিসংঘের নিয়মিত বরাদ্দের বাইরে কার্যকর প্রেসিডেন্সি পরিচালনার জন্য অতিরিক্ত কয়েক মিলিয়ন ডলারের আর্থিক সহায়তা প্রয়োজন হয়।

বাংলাদেশের সম্ভাব্য ব্যয় কত : জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সভাপতির দায়িত্ব পালনের জন্য জাতিসংঘ থেকে কোনো নির্দিষ্ট বেতন বা ফি প্রদান করা হয় না। সভাপতির মূল বেতন ও বাসস্থান তার নিজের দেশ বহন করে থাকে। বর্তমান ৮০তম অধিবেশনের সভাপতি জার্মানির সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যানালেনা বেয়ারবক। তার ক্ষেত্রে জার্মান সরকার মাসিক প্রায় ১৩ হাজার ইউরো ব্যয় করে থাকে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা বলেন, জাতিসংঘের সভাপতি পদে দায়িত্ব পালনে বেশ অর্থ ব্যয় হতে পারে। অতীতে সব দেশের ক্ষেত্রেও এটাই হয়েছে। সীমিত পরিসরে ১২ থেকে ১৫ লাখ ডলার, মধ্যম পরিসরে ২০ থেকে ৩০ লাখ ডলার। উচ্চপর্যায়ে ৩০ থেকে ৫০ লাখ ডলার বা তার চেয়েও বেশি খরচ হতে পারে। বর্তমান বিনিময় হার অনুযায়ী এর পরিমাণ দাঁড়ায় আনুমানিক ১২ কোটি থেকে ৬০ কোটি টাকা।

কেন ব্যয় বাড়তে পারে : বাংলাদেশ যদি রোহিঙ্গা সংকট, জলবায়ু অর্থায়ন, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য, স্বল্পোন্নত দেশগুলোর স্বার্থ এবং উন্নয়নশীল বিশ্বের প্রতিনিধিত্বকে অগ্রাধিকার দিয়ে একাধিক উচ্চপর্যায়ের বৈঠক আয়োজন করে, তাহলে ব্যয় আরও বাড়তে পারে। বিশেষ করে নিউইয়র্কে অতিরিক্ত বিশেষজ্ঞ নিয়োগ, আন্তর্জাতিক সফর এবং বড় আকারের কূটনৈতিক উদ্যোগের কারণে ব্যয় কয়েক কোটি টাকা বৃদ্ধি পাওয়া অস্বাভাবিক হবে না।

ব্যয় নাকি বিনিয়োগ? : পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা বলেন, এটি কেবল প্রশাসনিক ব্যয় নয়; বরং বাংলাদেশের জন্য একটি কৌশলগত বিনিয়োগ। কারণ এক বছরের জন্য জাতিসংঘের সর্ববৃহৎ পরামর্শমূলক সংস্থার সভাপতিত্ব দেশকে বৈশ্বিক কূটনীতির কেন্দ্রে নিয়ে আসে। এর মাধ্যমে বাংলাদেশ জলবায়ু অর্থায়ন, উন্নয়ন সহযোগিতা, বিনিয়োগ আকর্ষণ, শান্তিরক্ষা কার্যক্রম এবং রোহিঙ্গা ইস্যুতে আন্তর্জাতিক সমর্থন আদায়ের নতুন সুযোগ পেতে পারে।

কিভাবে এই ব্যয় মেটানো হবে : বাংলাদেশ সরকার এখনো ৮১তম অধিবেশনের সভাপতিত্ব উপলক্ষে কোনো আনুষ্ঠানিক বাজেট ঘোষণা করেনি, তবে অতীতের অভিজ্ঞতা ও জাতিসংঘের আর্থিক কাঠামো বিবেচনায় বাংলাদেশকে প্রায় ১২ থেকে ৫০ লাখ মার্কিন ডলার ব্যয় করতে হতে পারে। তবে এর একটি অংশ আন্তর্জাতিক অনুদান ও ট্রাস্ট ফান্ড থেকেও আসতে পারে। তবে কত অংশ বাংলাদেশকে দিতে হবে, আর কত অংশ আন্তর্জাতিক অংশীদাররা দেবে, সেটা চূড়ান্ত নয়। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা বলছেন, এই ব্যয়কে শুধু খরচ হিসেবে নয়, বরং আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের প্রভাব ও মর্যাদা বৃদ্ধির একটি দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ হিসেবেও দেখতে হবে।

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের সভাপতির কাজ কী? : জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের সভাপতি বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বহুপাক্ষিক কূটনৈতিক পদ। সভাপতি সাধারণ পরিষদের অধিবেশন পরিচালনা এবং ১৯৩টি সদস্য রাষ্ট্রের মধ্যে ঐকমত্য গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। সভাপতির প্রধান দায়িত্ব হলো সাধারণ পরিষদের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন পরিচালনা। তিনি আলোচনার কার্যক্রম পরিচালনা, বক্তাদের তালিকা অনুমোদন এবং কার্যপ্রণালি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেন। তিনি সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে আন্তর্জাতিক শান্তি, নিরাপত্তা, জলবায়ু পরিবর্তন, টেকসই উন্নয়ন, মানবাধিকারসহ বিভিন্ন বিষয়ে সমঝোতা ও ঐকমত্য প্রতিষ্ঠায় মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করেন। সভাপতি আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সম্মেলন, উচ্চপর্যায়ের বৈঠক ও কূটনৈতিক অনুষ্ঠানে সাধারণ পরিষদের প্রতিনিধিত্ব করেন। তিনি অধিবেশন চলাকালে বিভিন্ন বিশেষ ও উচ্চপর্যায়ের সভা, থিমেটিক বিতর্ক এবং আন্তর্জাতিক সম্মেলন আহ্বান ও পরিচালনা করেন। তিনি বিভিন্ন আঞ্চলিক গ্রুপ, উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশ, ক্ষুদ্র দ্বীপরাষ্ট্র এবং স্বল্পোন্নত দেশগুলোর প্রতিনিধিদের সঙ্গে নিয়মিত পরামর্শ করেন। যদিও সভাপতির নির্বাহী ক্ষমতা নেই, তিনি গৃহীত প্রস্তাব ও সিদ্ধান্তগুলোর অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ এবং সদস্য রাষ্ট্রগুলোকে সম্পৃক্ত রাখার কাজ করেন।

কেন পদটি গুরুত্বপূর্ণ? : সাধারণ পরিষদের সভাপতি এক বছরের জন্য নির্বাচিত হন এবং তাকে ১৯৩টি সদস্য রাষ্ট্রের স্বার্থের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করতে হয়। ফলে এই পদটি বৈশ্বিক কূটনীতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ সেতুবন্ধনকারী ও ঐকমত্য-নির্মাতার ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. খলিলুর রহমান ৮১তম অধিবেশনের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে তাকে জাতিসংঘের সর্ববৃহৎ নীতিনির্ধারণী ফোরামের কার্যক্রম পরিচালনার পাশাপাশি বৈশ্বিক বিভিন্ন সংকটে সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সমঝোতা করতে হবে।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবেও থাকছেন খলিলুর রহমান? : পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. খলিলুর রহমান আগামী ৮ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৮১তম অধিবেশনের সভাপতি হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। তিনি এক বছর মেয়াদের জন্য এই সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী পদে দায়িত্ব পালন করবেন। নীতিগতভাবে একজন ব্যক্তি একইসঙ্গে কোনো দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে পারেন। জাতিসংঘের সনদ বা সাধারণ পরিষদের কার্যবিধিতে এ ধরনের কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই। তবে খলিলুর রহমান কী করবেন, সেটা এখনো চূড়ান্ত হয়নি। বুধবার (৩ জুন) পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ ইসলাম সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৮১তম অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচিত হওয়ায় খলিলুর রহমান পররাষ্ট্রমন্ত্রী থাকবেন কি না, সেটা প্রধানমন্ত্রীর সিদ্ধান্ত। আমি মনে করি, এটা ওনাদের দু'জনের (তারেক রহমান ও খলিলুর রহমানের) সিদ্ধান্তে হবে। পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বলেন, পররাষ্ট্রমন্ত্রী খলিলুর রহমানকে যদি নিবেদিতভাবে ওনার এই কাজটা করতে হয় (জাতিসংঘের সভাপতির কাজ), তাহলে ওখানে (জাতিসংঘে) সময়টা দিতেই হবে। তার মানে এই নয় যে, উনি পররাষ্ট্রমন্ত্রী থাকতে পারবেন না। এটা প্রধানমন্ত্রীর সিদ্ধান্ত। আমি মনে করি, এটা ওনাদের দুজনের (প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী) সিদ্ধান্তে হবে।

১৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে নতুন আঙ্গিক
জ্যামাইকা ফার্মেসী
আমরা এখন নতুন করে
সিভিএস কেয়ারমার্ক-
এর আওতাধীন সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করছি
Now we accept CVS CAREMARK
✓ WellCare ✓ MetroPlus ✓ healthfirst ✓ Fidelis Care
✓OTC Card
আমরা সব রকমের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

We accept all private Insurances
ঔষধ, মেডিকেল, সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি, ভিটামিন, নিউট্রিশনসহ বিভিন্ন ধরনের মেডিকেল সামগ্রী পাওয়া যায়
JAMAICA PHARMACY Tel : 718-206-9333
168-43 Hillside Ave., Jamaica, NY 11432 Fax: 718-206-4973
E-MAIL : jamaicapharmacy16843@yahoo.com

সাগর-রুনি হত্যা মামলার তদন্তে ধীরগতি, পরিবারের হতাশা

ঢাকা : সাংবাদিক দম্পতি সাগর-রুনি হত্যা মামলার তদন্তে দীর্ঘসূত্রতা নিয়ে আবারও ক্ষোভ ও হতাশা প্রকাশ করেছে তাদের পরিবার। মামলার অগ্রগতি জানতে বুধবার সুপ্রিম কোর্টে শুনানির

পর সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন পরিবারের সদস্যরা ও রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী। সাগর-রুনির ভাই নওশের রোমান বলেন, 'অন্তর্বর্তী সরকারের সময় তারা নতুন করে আশার আলো দেখেছিলেন। তবে সরকার পরিবর্তনের পরও মামলার দৃশ্যমান কোনো অগ্রগতি না হওয়ায় পরিবার চরম হতাশার মধ্যে রয়েছে।' তিনি বলেন, '১৪ বছর ধরে আমরা বিচার চাইছি। আগে অন্তত এক মাস পরপর আদালতে মামলার অগ্রগতির খবর পাওয়া যেত, এখন ছয় মাস পরপর সময় দেয়া হচ্ছে। কী হচ্ছে, তদন্ত কোথায় দাঁড়িয়েছেড়এসব বিষয়ে আমাদের কোনো ধারণা নেই।' তিনি আরও বলেন, 'তদন্তের অগ্রগতি সম্পর্কে তথ্য না পাওয়ায় নানা ধরনের গুজব ও নেতিবাচক ধারণা তৈরি হচ্ছে, যা পরিবারকে মানসিকভাবে আরও বিপর্যস্ত করছে।' এদিকে, অ্যাটর্নি জেনারেল রুহুল কুদ্দুস কাজল বলেন, 'মামলাটি বর্তমানে তদন্তাধীন এবং তদন্তকারী সংস্থা বিভিন্ন বাস্তব সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে।' তিনি জানান, ঘটনার পরপর যেসব আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য ও দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা ঘটনাস্থলে গিয়েছিলেন, তাদের অনেককে এখন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না বা তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হচ্ছে না। অ্যাটর্নি জেনারেল আরও বলেন, '১৫ বছর আগের একটি ঘটনা তদন্ত করতে গেলে প্রয়োজনীয় নথি, আলামত ও ঘটনার ধারাবাহিকতা থাকা জরুরি। কিন্তু দীর্ঘ সময় ধরে তদন্তে বিলম্ব হওয়ায় অনেক তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহে জটিলতা তৈরি হয়েছে। তদন্তকারী কর্মকর্তারা বিভিন্ন ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করছেন এবং নতুন করে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন।' পরিবারের সদস্যদের উদ্বেগ ও হতাশার বিষয়টিও তিনি তদন্তকারী কর্মকর্তাদের কাছে তুলে ধরবেন বলে আশ্বাস দেন। তবে মামলার ভবিষ্যৎ বা তদন্ত শেষ পর্যন্ত সফল হবে কি নাড়এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী। তিনি বলেন, 'আমি কোনো মন্তব্য করছি না। আমি শুধু তদন্তকারী সংস্থা থেকে পাওয়া তথ্য ও বাস্তবতা তুলে ধরছি।' উল্লেখ্য, ২০১২ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি রাজধানীর পশ্চিম রাজাবাজারের বাসা থেকে সাংবাদিক দম্পতি সাগর সরওয়ার ও মেহেরুন রুনির মরদেহ উদ্ধার করা হয়। বহুল আলোচিত এই হত্যাকাণ্ডের ১৪ বছরেরও বেশি সময় পার হলেও এখনো মামলার তদন্ত শেষ হয়নি এবং আদালতে কোনো অভিযোগপত্র দাখিল করা যায়নি।

জ্যামাইকায় ডা. শামীম আহমেদের নিজস্ব নতুন অফিস

GETWELL MED-CARE P.C.

170-25 Cedarcroft Rd,
Jamaica, NY 11432

718-305-1262

ডা. শামীম আহমেদ, এমডি,এফএসিপি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

আমাদের সেবাসমূহ
* জেনারেল চেকআপ
* ডায়াবেটিস
* হাই ব্লাড প্রেসার
* হাই ক্লোলেস্টেরল।
* অ্যাজমা
* আথরাইটিস
* জব ফিজিক্যাল
* টিএলসি
* ইকেজি
* ল্যাবস : ব্লাড, ইউরিন, প্রেগনেন্সি

আমরা প্রায় সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি।

আমরা আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

SHAMIM AHMED,MD, FACP
INTERNAL MEDICINE, GERIATRIC MEDICINE

Jamaica Office
170 25 Cedarcroft Rd, Jamaica, NY 11432
Ph: 718-305-1262
Fax:718-205-4815

Jackson Heights Office
35-30 64th Street, Woodside, NY 11377
Phone : 718-205-6561
Fax: 718-205-4815

পায়ের রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

Bangladeshi Foot Specialist

Dr. Sadi Alam

পায়ের কোন সমস্যায় ভুগছেন?
নিউইয়র্কে বাংলাদেশী চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।
ডায়াবেটিক রোগীদের ফুট চেকআপ করা হয়।

We accept
Wellcare, Health First, Metro-plus, Fidelis, Medicare, Aetna, Cigna and other private insurances.

আজই আপনার ডাক্তারকে রেফারেলের জন্য জিজ্ঞাসা করুন।

Call for Appoinment

Jamaica Office : 16605 Highland Ave, Suite L1, Jamaica, NY 11432
Jackson Heights: 70-17 37th Ave. Jackson Heights, NY 11372
Brooklyn Office : 486 McDonald Avenue, Brooklyn, NY 11218
Parkchester: 1381 Castle Hill Ave, Bronx NY 10461
Ozone park: 77-21, 101th Avenue, Ozonepark, NY11416
Floral Park : 264-02, Hillside Ave, Floral Park, NY 11004

Phone: 347-509-4470 (Cell)
Fax : (646) 845-1861

ব্রুকলীন চার্চ ম্যাকডোনাল্ডে বাংলাদেশী ডাক্তার

SAYERA HAQUE, M.D

আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
এটেন্ডিং ফিজিসিয়ান, ই. আর, কনি আইল্যান্ড হাসপাতাল

সেবাসমূহ
• জেনারেল চেকআপ • হাই কোলেস্টরল এজমা • TLC/Motor Vehicle Exam
• শারীরিক পরীক্ষা • ইকেজি
• ডায়াবেটিস • বয়স্ক ভেক্সিনেশান • মহিলা স্বাস্থ্য সহ সবধরণের রোগের চিকিৎসা করা হয়।
• হাইপারটেনশন • ব্লাড টেস্ট

আমাদের অফিসে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বসেন

We accept most of the Insurances

Haque Medical Office, PC
540 McDonald Ave., Brooklyn, NY-11218
"F" Train and Bus B35, B67

Office Hours
TTuesday: 12pm-8pm
Thursday: 12pm-8pm
Saturday: 12pm-8pm
Friday: 1pm-5pm
Monday: 11am-6pm

Tel: 718-633-5883/5800, 347-715-7593

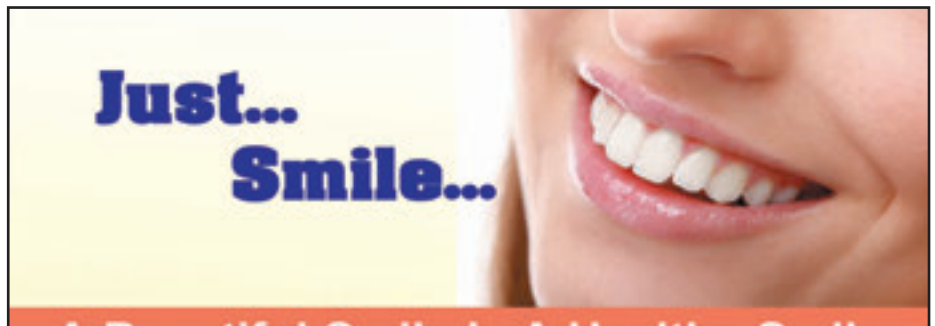

A Beautiful Smile Is A Healthy Smile

- General Dentistry
- Nitrous Oxide
- Crown & Bridges
- Dentures
- Extractions
- Cosmetic Dentistry
- Veneers
- Bonding
- Root Canal Therapy
- Implant Surgery & Restorations

IMPLANT & COSMETIC DENTISTRY

MEDICAID & MOST INSURANCE ACCEPTED

WE ACCPT MAJOR CREDIT CARDS

IMPLANT CONSULTATION

Dr. Muslima J. Khandakar, DMD
Dr. Mohammad Wahedur Rahman, D.D.S

TWO OFFICES ON HILLSIDE AVENUE

FLORAL DENTAL CARE P.C.
256-18 Hillside Ave.
Floral Park, NY-11004
Tel: (718)343-5353
Fax: (718)343-5354

CUTE DENTAL CARE P. C.
167-01 Hillside Ave.
Jamaica, NY-11432
Tel: (718)526-5999
Fax: (718)526-6646

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সভাপতির কাজ কী?

(প্রথম পাতার পর)

৮১তম অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী খলিলুর রহমান। আগামী আট সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হতে যাওয়া জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে এক বছর সভাপতির দায়িত্ব পালন করবেন খলিলুর রহমান এই পদের কাজ কী বা এই দায়িত্ব কতটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা নিয়ে মানুষের মাঝে বেশ আগ্রহ রয়েছে। জাতিসংঘের সদস্য ১৯০টি দেশের গোপন ভোটাভুটিতে ৯৯ ভোট পেয়ে এই পদে জয়লাভ করেছেন মি. রহমান। তার প্রতিদ্বন্দ্বী সাইপ্রাসের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বিশেষ দূত আন্দ্রেয়াস এস কাকোরিস পেয়েছেন ৯১ ভোট। অর্থাৎ আট ভোটে জিতেছেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী।

এর মধ্য দিয়ে ৪০ বছর পরে সাধারণ পরিষদের সভাপতির আসনে দ্বিতীয়বারের মতো বাংলাদেশের প্রতিনিধি বসতে যাচ্ছেন। এর আগে, ১৯৮৬ সালে সাধারণ পরিষদের ৪১তম অধিবেশনে সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছিলেন বাংলাদেশের সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী হুমায়ুন রশিদ চৌধুরী। আগামী আটই সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হতে যাওয়া ৮১তম অধিবেশনের এক বছরের মেয়াদে দায়িত্ব পালন করবেন মি. রহমান। মি. রহমান নির্বাচিত হওয়ার পরে ইউনাইটেড নেশনস নিউজ (ইউএন নিউজ) এর এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, "এর মাধ্যমে তিনি ক্রমবর্ধমান বৈশ্বিক সংকট, জাতিসংঘের সংস্কার প্রচেষ্টা এবং বড় ধরনের নেতৃত্ব পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাওয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ বছরে এই বিশ্ব সংস্থাটিকে নেতৃত্ব দেওয়ার দায়িত্বে এলেন।" ফলে কৌতুহল তৈরি হয়েছে যে, জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৮১তম অধিবেশনের সভাপতি হিসেবে মি. রহমান কী কাজ করবেন? তার দায়িত্ব কী কী? এই দায়িত্বই বা কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ? জাতিসংঘের মানব উন্নয়ন প্রতিবেদনের সাবেক মূখ্য লেখক ও পরিচালক ড. সেলিম জাহান বলছেন, আপাতদৃষ্টিতে এই পদের ভূমিকা আলঙ্করিক মনে হলেও এই পদের কতগুলো বৈশিষ্ট্য আছে। বর্তমানে বাংলাদেশের বেসরকারি ব্রাক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ইমেরিটাস হিসেবে কর্মরত রয়েছেন এই অর্থনীতিবিদ। "মোটামুটিভাবে ১৯৩ টি দেশ যেখানে সাধারণ পরিষদের সদস্য, যেখানে বিভিন্ন বিষয়ে বিতর্ক-আলোচনা হয়, কিন্তু সেটাকে একটা পথের দিকে বা একটা উপসংহারের দিকে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সভাপতির একটা বিশেষ ভূমিকা থাকে" বলেন মি. জাহান।

সভাপতির কাজ কী?

ইউএন নিউজের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, জাতিসংঘের পাঁচটি আঞ্চলিক গোষ্ঠী পর্যায়ক্রমে এই সভাপতি পদে প্রতিনিধিত্ব করেন। এবারে সাধারণ পরিষদের এই ৮১তম অধিবেশনে সভাপতিত্বের দায়িত্ব পড়েছে এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় গোষ্ঠীর ভাগে। সেই হিসেবেই আগামী আটই সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হতে যাওয়া অধিবেশনে এক বছর দায়িত্ব পালন করবেন মি. রহমান। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের সভাপতির প্রধান কাজ হলো, সাধারণ পরিষদের অধিবেশন পরিচালনা করা এবং সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে আলোচনাকে সমন্বয় করা। নির্মোহ ও নিরপেক্ষভাবে সকল রাষ্ট্রকে আস্থায় এনে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখেন সাধারণ পরিষদের সভাপতি। জাতিসংঘের সাবেক পরিচালক মি. জাহান বলেন, "সভাপতির দায়িত্বের একটা বিশেষ দিক হচ্ছে, সভাপতি অত্যন্ত নির্মোহভাবে, নিরপেক্ষভাবে সাধারণ পরিষদের কার্যপ্রণালি সামনে নেবে। কখনোই যেন এটা মনে না হয় যে, সভাপতি একটি দিকে বা একটা গোষ্ঠীর দিকে কোন রকমের পক্ষপাত দেখাচ্ছেন।" "এই জাতীয় নির্মোহ ও বস্তুনিষ্ঠ একটা নেতৃত্ব যখন তিনি দেন তখন কিন্তু তার যে নৈতিক ভার সেটা কিন্তু অত্যন্ত বেড়ে যায়। এবং সেই নৈতিক ভারের কারণে বহুক্ষেত্রে বিভিন্ন বিবাদমান গোষ্ঠীকে একই জায়গায় নিয়ে আসতে পারেন এবং জাতিসংঘ যেদিকে যেতে চায় সেদিকে নিয়ে যেতে পারেন" বলেন মি. জাহান।

এদিকে, জাতিসংঘের ক্যালেন্ডার অনুযায়ী, একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়ে মি. রহমান এই এক বছরের দায়িত্ব পালন করবেন। কেননা এ সময়ে জাতিসংঘের সেক্রেটারি-জেনারেল আন্তোনিও গুতেরেসের উত্তরসূরি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। মি. গুতেরেসের মেয়াদ এ বছরের ৩১শে ডিসেম্বর শেষ হচ্ছে। সাধারণ পরিষদের সভাপতি জাতিসংঘের প্রধান নির্বাহী নন। জাতিসংঘের প্রশাসনিক প্রধান হলেন সংস্থাটির মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস। পুরো জাতিসংঘের বাজেটের ক্ষেত্রে সাধারণ পরিষদের গ্রহণ করা সিদ্ধান্ত খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে জানান কূটনীতিকরা প্রতি বছরের সেপ্টেম্বর মাসে জাতিসংঘের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনে ১৬৫টির মতো 'এজেন্ডা বা আলোচ্য সূচি' থাকে বলে জানান বাংলাদেশের সাবেক কূটনীতিক এম হুমায়ুন কবির।

"এখানে তার কাজ হলো (সাধারণ পরিষদের সভাপতি) এই এজেন্ডাগুলোর ওপর ডিসকাশন করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সেটা ভোটাভুটিতে হয় কনসেনশাসেও হয়," বলেন মি. কবির। এই অধিবেশনে বিভিন্ন রাষ্ট্রপ্রধান, সরকারপ্রধান ও আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রধানরা অংশ নেন। তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা ও আলোচনার পরে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার কাজটিও করেন সভাপতি। সাধারণ পরিষদের গ্রহণ করা দুইটি সিদ্ধান্ত খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে জানান সাবেক এই কূটনীতিক। "একটা সিদ্ধান্ত মূলত খুব গুরুত্বপূর্ণ, সেটা হচ্ছে জাতিসংঘের যে পিস কিপিং বাজেট হয় সেটা হয় সাধারণ পরিষদে। এটা সাধারণত কনসেনশাস বেইজড হয়" বলেন মি. কবির।

মি. কবির বলছেন, জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের সভাপতির এই কাজ খুব গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে এটার ম্যান্ডেটটা হয় সিকিউরিটি কাউন্সিলে, তারপর বাজেটিংটা হয় সাধারণ পরিষদে। "এটা সাধারণ পরিষদের খুবই শক্তিশালী একটা ক্ষমতা। এই পরিষদের যিনি সভাপতি থাকেন এখানে তার একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে" বলেন মি. কবির।

প্রতি দুই বছর পর পর জাতিসংঘের বাজেট অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। পুরো জাতিসংঘের অর্থাৎ এর অধীনে থাকা ছয়টি সংস্থার মোট বাজেট পরিচালনার কাজও করে থাকে সাধারণ পরিষদ। "অর্থাৎ জাতিসংঘের অর্থ পরিচালনার কাজটা পুরোটাই মোটাদাগে সাধারণ পরিষদ করে এবং এখানে যিনি সভাপতি হন তার একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে। এই দুটো ম্যান্ডেটরি বিষয় মানতে বাধ্য জাতিসংঘের সকল সদস্য রাষ্ট্র" বলেন বাংলাদেশের সাবেক এই কূটনীতিক। এছাড়া সাধারণ পরিষদের বাকি অন্যান্য কাজগুলো সুপারিশ করার কাজ বলে জানান তিনি। এছাড়াও সাধারণ পরিষদের আরেকটি ক্ষমতা আছে, যখন নিরাপত্তা পরিষদ কোনো সিদ্ধান্ত নিতে ব্যর্থ হয় তখন সদস্য রাষ্ট্রেরা সেই প্রস্তাবটিকে সাধারণ পরিষদে নিয়ে আসে। "শান্তি ও নিরাপত্তা যেটা জাতিসংঘের সিকিউরিটি কাউন্সিলের কাজ, তারা ব্যর্থ হলে সেখানে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ একটা ভূমিকা পালন করতে পারে। এটা রেয়ার হয় কিন্তু এরকম অবস্থা হলে সাধারণ পরিষদের সভাপতির একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে হয়" বলেন কূটনীতিক মি. কবির। অর্থাৎ এই তিনটি জায়গায় সাধারণ পরিষদের সভাপতির 'ম্যান্ডেটরি ও গুরুত্বপূর্ণ' ভূমিকা হয় বলে জানান তিনি। আর্থিক বিষয়ে নেওয়া এই সিদ্ধান্ত মানতে বাধ্য থাকে জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রগুলো।

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের সভাপতির প্রধান কাজ হলো, সাধারণ পরিষদের অধিবেশন পরিচালনা করা এবং সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে আলোচনাকে সমন্বয় করা সভাপতি হিসেবে খলিলুর রহমানকে যেসব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হবে।

জাতিসংঘের বর্তমান সাধারণ পরিষদের সভাপতি আনালেনা বেয়ারবক বলেছেন, এই নির্বাচন এমন এক পরিস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হলো যখন বহুপাক্ষিক কূটনীতির জন্য একটি ব্যতিক্রমী কঠিন সময়। ইউএন নিউজের প্রতিবেদনটিতে বলা হয়েছে, ভোটের পর সদস্য রাষ্ট্রগুলোর উদ্দেশে দেওয়া বক্তব্যে বেয়ারবক বলেন, জাতিসংঘ কেবল "প্রতিকূল পরিস্থিতিরই মুখোমুখি হচ্ছে না, বরং প্রচণ্ড চাপের মধ্যে রয়েছে।" বেয়ারবক বলেছেন, "সাধারণ পরিষদের সভাপতির ভূমিকা এখন আর কেবল আনুষ্ঠানিক বা পদ্ধতিগত কাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই।" তিনি সতর্ক করে বলেন, আগামী বছরে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সহজ হওয়ার সম্ভাবনা কম। এর কারণ উল্লেখ করে মিজ বেয়ারবক বলেন, সাধারণ পরিষদ প্যাক্ট ফর দ্য ফিউচার বা ভবিষ্যতের চুক্তি বাস্তবায়ন, 'ইউএন৮০' উদ্যোগের মাধ্যমে সংস্কার প্রচেষ্টা এগিয়ে নেওয়া এবং ব্যাপক ভূ-রাজনৈতিক বিভাজন কাটিয়ে ওঠার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ সাধারণ পরিষদের ৮১তম অধিবেশনের নবনির্বাচিত সভাপতি মি. রহমানকে তার কাজের ক্ষেত্রে বেশ কিছু চ্যালেঞ্জও মোকাবেলা করতে হবে বলে ইঙ্গিত দিয়েছেন বর্তমান সভাপতি ও জাতিসংঘ মহাসচিব। সেক্রেটারি জেনারেল আন্তোনিও গুতেরেসও এই চ্যালেঞ্জগুলোর কথা উল্লেখ করেছেন। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ধীরগতি, মানবিক কার্যক্রম ও উন্নয়নের জন্য তহবিল কমে যাওয়ার কথাও তিনি উল্লেখ করেন। একইসঙ্গে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলো "আজকের বিশ্বের পরিবর্তে ১৯৪৫ সালের মতো সেই পুরোনো বিশ্বেই আটকে রয়েছে" বলেও শঙ্কা প্রকাশ করেন জাতিসংঘ মহাসচিব।

এই পদ কতখানি গুরুত্বপূর্ণ?

বিশ্লেষকরা বলছেন, এই পদ অত্যন্ত সম্মানের ও গুরুত্বপূর্ণ। জাতিসংঘের কর্মকর্তা মি. জাহিদ বলছিলেন, এই পদ অত্যন্ত মর্যাদামূলক, কারণ মনে রাখতে হবে যে, ১৯০টি দেশ সবাই তাকে ভোট দেয়নি কিন্তু ৯৯টি দেশ অর্থাৎ সংখ্যাগুরু দেশ বাংলাদেশের ওপর আস্থা রেখেছে। "এর আগে বাংলাদেশ সাধারণ পরিষদের সভাপতিত্ব করেছিলেন যখন হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন। আমার মনে হয় এটার অন্য রকমের একটা মর্যাদামূলক দিক আছে এবং এটা আসলে আমি মনে করি যে বাংলাদেশের যে অবস্থান এবং বাংলাদেশের নীতি-নেতৃত্ব সেটারই একটা প্রতিফলন" বলেন মি. জাহিদ। একইধরনের মন্তব্য করেন সাবেক কূটনীতিক মি. কবিরও। "ভাবমূর্তির দিক থেকে অবশ্যই এটা প্রেস্টিজিয়াস। এটার জন্য হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হয়। কাজেই এটার একটা ভাবমূর্তিগত ইতিবাচকতা আছে, দেশের সম্মান রক্ষার্থে এটা গুরুত্বপূর্ণ" বলেন তিনি।

সভাপতি পদে প্রার্থিতার সময় বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী খলিলুর রহমান তার ভিশন স্টেটমেন্টে ছয়টি লক্ষ্যে কাজ করার কথা জানিয়েছেন

যে ছয়টি লক্ষ্যে কাজ করবেন খলিলুর রহমান

সভাপতি পদে প্রার্থিতার সময় বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী খলিলুর রহমান তার ভিশন স্টেটমেন্টে ছয়টি লক্ষ্যের কথা জানিয়েছেন। তার এই ভিশন স্টেটমেন্টের শিরোনাম, "রিস্টোরিং ট্রাস্ট, ম্যানেজিং ট্রান্সফরমেশন: এ ইউনাইটেড ন্যাশনস দ্যাট ডেলিভারস ফর অল।" সভাপতি নির্বাচনের আগে দেওয়া এই স্টেটমেন্টে মি. রহমান জানিয়েছেন, শান্তি, নিরাপত্তা ও সকলের জন্য ন্যায়বিচার, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার(এসডিজিএস) অগ্রগতি ত্বরান্বিত করা এবং জলবায়ু পদক্ষেপ ও পরিবেশ সুরক্ষার বিষয়ে কাজ করবেন তিনি। একইসঙ্গে, মানবিক সহায়তা কার্যক্রম, অভিবাসী ও শরণার্থী এবং মানবাধিকার, অন্তর্ভুক্তিমূলক উদ্ভাবনের আওতায় ডিজিটাল গভর্নেন্স, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসহ উদীয়মান প্রযুক্তির নিয়ন্ত্রণ এবং জাতিসংঘের সংস্কার করার কথাও জানিয়েছিলেন মি. রহমান। শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে প্রতিরোধমূলক কূটনীতি, শান্তি বিনির্মাণ এবং বেসামরিক নাগরিকদের সুরক্ষায় সমর্থন দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন তিনি।

দেশের রিজার্ভ আরও বেড়ে ৩৪.৮২ বিলিয়ন ডলার

ঢাকা : দেশের মোট বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ আরও বেড়ে এখন ৩৪ হাজার ৮২১ দশমিক ৮৩ মিলিয়ন বা ৩৪ দশমিক ৮২ বিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে বলে জানিয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। বুধবার (৩ জুন) বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র আরিফ হোসেন খান এ তথ্য নিশ্চিত করেন। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, ৩ জুন পর্যন্ত দেশের গ্রস রিজার্ভের পরিমাণ ৩৪ হাজার ৮২১ দশমিক ৮৩ মিলিয়ন ডলারে উন্নীত হয়েছে। অন্যদিকে, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) নির্ধারিত ব্যালান্স অব পেমেন্টস অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল ইনভেস্টমেন্ট পজিশন ম্যানুয়াল (বিপিএম-৬) পদ্ধতি অনুযায়ী দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ দাঁড়িয়েছে ৩০ হাজার ১৬০ দশমিক ৬০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে।

এর আগে গত ১ জুন পর্যন্ত দেশের গ্রস রিজার্ভের পরিমাণ ছিল ৩৪ হাজার ৭৬৬ দশমিক ৯৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। আর বিপিএম-৬ পদ্ধতিত রিজার্ভ ছিল ৩০ হাজার ১০৭ দশমিক ৬১ মিলিয়ন ডলার। উল্লেখ্য, নিট রিজার্ভ গণনা করা হয় আইএমএফের বিপিএম-৬ পরিমাপ অনুসারে। মোট রিজার্ভ থেকে স্বল্পমেয়াদি দায় বিয়োগ করলে নিট বা প্রকৃত রিজার্ভের পরিমাণ পাওয়া যায়।

ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE
Free Diabetic machine
সীমিত সময়ের জন্য 15% Off
Vitamins, Nutrition & Homeopathic
একই সাথে এখানে পাচ্ছেন ◆ ঔষধপত্র, মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি। ◆ বিউটি এবং কসমেটিক্স। ◆ ইলেকট্রনিক্স, গৃহস্থালী মণিহারী, খেলনা সামগ্রী ও স্কুল সাপ্লাই।
আমরা ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে নিষ্ঠার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি। সুতরাং আজই আসুন আপনার সুবিধামত অবস্থানে।
আমরা Medicade, Medicare Part D, Worker compensation সহ ইন্স্যুরেন্স প্লান গ্রহণ করি।
APNAR PHARMACY
168-01 Hillside Ave.
Jamaica, NY 11432
Ph. : 347-561-6520
JACKSON HEIGHTS PHARMACY
71-34 Roosevelt Ave. Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-779-1444
e-mail: rph@jacksonheightspharmacy.com
www.jacksonheightspharmacy.com
LONG ISLAND CITY CHEMISTS
30-12 36th Ave. Long Island City, NY 11106
Ph: 718-392-8049
e-mail: licchem@yahoo.com
www.drugcabinet.com
OPEN
10 am - 10 pm
Monday to Friday
Saturday
10 am - 5 pm

নিউইয়র্ক সিটির শিক্ষার্থীরা কলেজে পড়ার জন্য ৩ হাজার ডলার পাবে

(প্রথম পাতার পর)

স্পিকার জুলি মেনিন সিটির শিশু শিক্ষার্থীদের কলেজে পড়ার জন্য সঞ্চয় পরিকল্পনায় সিটির বিনিয়োগ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধির প্রস্তাব দিয়েছেন। এ পরিকল্পনার আওতায় এখন যেসব শিশু নিউইয়র্ক সিটির কিন্ডারগার্টেনগুলোতে পড়াশোনা করছে, তাদের কলেজ শিক্ষার জন্য সিটির বাজেট থেকে মাথাপিছু সর্বোচ্চ ৩,০০০ ডলার পর্যন্ত সঞ্চয় করতে পারবে। এ পরিকল্পনার লক্ষ্য আয় শিশু শিক্ষার্থীদেন পরিবারের আয় বৈষম্য দূর করা এবং তাদের সন্তানদের

উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধি করা। এককালীন এই অনুদান যুক্তরাষ্ট্রের শিশু সঞ্চয় অ্যাকাউন্ট কর্মসূচিগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় বিনিয়োগগুলোর একটি। নিউইয়র্ক সিটি কাউন্সিলের প্রস্তাব অনুযায়ী, এই অনুদান বিদ্যমান একটি উদ্যোগের আওতা সম্প্রসারিত করবে। পরিকল্পনার অংশ হিসেবে সিটির নিম্ন-আয়ের পরিবারের শিক্ষার্থীরা মাথাপিছু পাবে ৩,০০০ ডলার এবং অন্যান্য শিক্ষার্থীরা পাবে ১,০০০ ডলার। বর্তমানে শিশু শিক্ষার্থীদের জন্য বর্তমান অনুদারের পরিমাণ মাত্র ১০০ ডলার।

নিউইয়র্ক টাইমসের এক রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, যুক্তরাষ্ট্রে কলেজ পর্যায়ে শিক্ষা ব্যয় অধ্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং বিগত বছরগুলোতে মুদ্রস্ফীতি ও মূল্যস্ফীতি নজীরবিহীনভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় সিটিবাসীদের মধ্যে আয় ও সম্পদের যে বিরাট বৈষম্য বৃদ্ধি পেয়েছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে সিটিবাসী নিম্ন আয়ের পরিবারগুলো সমস্যা লাঘব এবং তাদের সন্তানদের শিক্ষার অধিকারকে সামনে রেখে সিটি কাউন্সিল এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এ পরিকল্পনার সমর্থকরা বলছেন যে, প্রস্তাবিত বিনিয়োগ ন্যিআয়ের পরিবারগুলোর জন্য বিভি-ন্নভাবে সহায়ক হতে পারে। তাদের মতে, এটি শিশুদের কলেজে পড়াশোনার সুযোগকে আরও দৃঢ় ভিত্তির ওপর দাঁড় করাবে। পাশাপাশি তাদের সন্তানেরা তুলনামূলকভাবে কম শিক্ষাঋণের বোঝা নিয়ে ব্যাচেলর ডিগ্রি নিতেপারবে এবং পরবর্তী জীবনে তাদের পছন্দনীয় চাকুরি গ্রহণ ও সম্পদ আহরণ ও সঞ্চয়ের বেশি সুযোগ লাভের পথ পাবে। টাইমস আরও জানিয়েছে যে, অতিরিক্ত কোনো বিনিয়োগ না হলেও, ৩,০০০ ডলারের অনুদান আজকের একজন শিক্ষার্থীর ভবিষ্যতে কলেজে ভর্তি হওয়ার সময় এ কর্মসূচির রিটার্ন হারের ভিত্তিতে এর পরিমাণ প্রায় ৮,৫০০ ডলারে উন্নীত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

সিটি কাউন্সিলের স্পিকার জুলি মেনিন বলেছেন, আমরা যদি সত্যিই আয় বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াই করতে চাই, নি-উইয়র্কবাসীদের সামনে এগিয়ে যেতে সাহায্য করতে চাই এবং জীবনযাত্রার ব্যয়সংকট মোকাবিলা করতে চাই, তাহলে আমাদের শিশুদের জন্য বিনিয়োগ বৃদ্ধি করতে হবে এবং আমরা তাই করছি। উল্লেখ্য, এই প্রস্তাবটি উত্থাপন করেছেন স্বয়ং মিস মেনিন, যিনি এক দশকেরও বেশি সময় আগে সিটির কনজ্যুমার্স অ্যাফেয়ার্স কমিশনারের দায়িত্ব পালনকালে শিশু শিক্ষার্থী সঞ্চয় কর্মসূচি প্রণয়ন কাজে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। সিটি প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য সিটির বার্ষিক ব্যয় হবে ১৮০ মিলিয়ন ডলার, যা সিটির ১২৫ বিলিয়ন ডলার বাজেটের একটি ক্ষুদ্র অংশ। বর্তমানে এই কর্মসূচিতে সিটির ব্যয়বরাদ্দ মাত্র ১২.৭ মিলিয়ন ডলার। স্পিকার মেনিন এটিকে তার সর্বোচ্চ বাজেট অগ্রাধিকার হিসেবে উল্লেখ করেছেন। পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য মেয়র জোহরান মামদানির সমর্থন প্রয়োজন হবে। তিনি জীবনযাত্রার ব্যয় কমানোর ওপর জোর দিয়ে প্রচারাভিযান চালালেও মে মাসে প্রকাশিত তার নির্বাহী বাজেটে এই প্রস্তাবটি অন্তর্ভুক্ত করেননি। তবে বাজেট এখনো চূড়ান্ত হয়নি, এবং বাজেট আলোচনা অব্যাহত রয়েছে। মামদানি প্রশাসন ইঙ্গিত দিয়েছে যে, মেয়র কলেজ অ্যাকাউন্টে বাড়তি অবদানের এই সম্প্রসারিত প্রস্তাবের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করেন।

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের সন্নিকটে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক সমন্বয়ে মাল্টি স্পেশিয়ালিটি মেডিকেল সেন্টার

MOHAMMED K RASHID M.D.

মেডিসিন বিশেষজ্ঞ :

Mohammed K Rashid M.D.
Diplomat American Board of Internal Medicine

Mohammad W. Rahman, M,D
Board Certified Internal Medicine
Board Certified Geriatric Medicine

Kawser U. Ahmed, M. D.
Diplomat American Board of Internal Medicine
Attending Department of Medicine
Queens Hospital Center

আমরা প্রায় সকল প্রকার হেলথ ইন্সুরেন্স গ্রহণ করে থাকি।

এ্যপয়েন্টমেন্টের জন্য যোগাযোগ করুন:
Tel: 718-657-8525
168-32, Highland Ave.
Jamaica, NY-11432

অ্যালার্জি এন্ড ইমমিয়োনলজি
N Kumar M. D.
Allergy & Immunology
Allergy Testing, Hay Fever, Skin Rash, Asthma, Sinusitis, Food & Drug Allergies, Hives.

আমাদের সেবাসমূহ:
* জেনারেল চেকআপ
* ডায়াবেটিস
* হাই ব্লাড প্রেসার
* হাই কোলেস্টেরল
* অ্যাজমা
* আথরাইটিস
* জব ফিজিক্যাল
* টিএলসি
* ইকেজি
* ল্যাবস: ব্লাড, ইউরিন, প্রেগনেন্সি এবং এ্যালার্জি টেস্টিং।

জ্যাকসন হাইটস ও জ্যামাইকায় নিরিবিলি পরিবেশে

অভিজ্ঞ বাংলাদেশী ডাক্তার

প্রবাসী বাংলাদেশীদের অধিকতর সেবার প্রত্যয়ে আমরা

আমাদের সেবাসমূহ:
- শারীরিক চেকআপ
- টিএলসি টেস্ট
- DMV-ভিশন টেস্ট
- ডায়াবেটিস পরীক্ষা
- উচ্চ রক্তচাপ পরীক্ষা
- হাই কোলেস্টেরল পরীক্ষা
- হজ্ব ও ওমরাহ টিকা
- স্কুল ও জব ফিজিক্যাল
- স্কুল ফর্ম পূরণ
- WIC ফর্ম
- PAP Smear পরীক্ষা
- প্রেগন্যান্সি টেস্ট
- ড্রাগ টেস্ট
- ভ্যাক্সিন প্রদান

Immigration Physical Done Here
এখানে ইমিগ্রেশন (গ্রিনকার্ড) স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়

আমরা সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স গ্রহন করি
Help with insurance problems and new applications
মেডিকেইড ও ফ্যামিলি হেলথ প্লাস পাওয়ার ব্যাপারে সহযোগিতা করে থাকি

জাকিয়া হোসেন (লিপা) MD, FACP
BOARD CERTIFIED IN INTERNAL MEDICINE
www.zakiahossainmd.com

Doctors Office

Jackson Heights
63-12 Broadway
Woodside, NY-11377
Phone: 718-424-0309
929-701-8400
In the Same have a Texas Chiken, Then you can see a petrol pump in cross street is our new office

Jamaica
171-09, Mayfield Road
Jamaica, NY 11432
Ph. 718-298-5680
718-298-5681
সহজে পার্কিং পাওয়া যায়

Bronx Office
1803 Westchester Ave.
Bronx, NY 10472
718-828-0600, 718-828-5800
আমরা ৭ দিনই খোলা

বাংলাদেশসহ ৬০ দেশের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের নতুন শুল্ক-প্রস্তাব

(প্রথম পাতার পর)

'অফিস অফ দ্য ট্রেড রিপ্রেজেন্টেটিভ'। যুক্তরাষ্ট্র বলেছে যে, জবরদস্তিমূলক শ্রমে উদ্বেগের কারণে এ ধরনের শ্রমে পন্য উৎপাদনকে নিরুৎসাহিত করতে এ উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। কারণ, জবরদস্তিমূলক শ্রমের মাধ্যমে তৈরি পণ্য যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যকে বাধাগ্রস্ত করছে। ট্রাম্প প্রশাসন গত মঙ্গলবার অভিযুক্ত দেশগুলো থেকে পন্য আমদানির ওপর ১০ থেকে সাড়ে ১২ শতাংশ অতিরিক্ত শুল্কারোপের প্রস্তাব দিয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ট্রাম্প প্রশাসন মঙ্গলবার ৬০ দেশ থেকে আমদানি করা পণ্যের ওপর অতিরিক্ত ১০ শতাংশ বা ১২ দশমিক ৫ শতাংশ শুল্কারোপের প্রস্তাব করেছে। এ প্রস্তাবের ওপর লিখিত মন্তব্য করার শেষ তারিখ আগামী ৬ জুলাই এবং এর ওপর গণশুনানি অনুষ্ঠিত হবে আগামী ৭ জুলাই। যুক্তরাষ্ট্রের দাবি, এসব অর্থনীতি জোরপূর্বক শ্রমে উৎপাদিত পণ্যের বাণিজ্য রোধে যথাযথ পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হয়েছে এবং এই ব্যর্থতা যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যকে বাধাগ্রস্ত করছে। যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য প্রতিনিধির (ইউএসটিআর) কার্যালয়ের এই প্রস্তাব সেকশন ৩০১-এর অধীনে পরিচালিত অন্যায্য বাণিজ্যচর্চা তদন্তের সর্বশেষ সিদ্ধান্ত। ট্রাম্প প্রশাসন জরুরি ক্ষমতার আওতায় আরোপিত শুল্কব্যবস্থা পুনর্গঠনের চেষ্টা করছে। গত ফেব্রুয়ারিতে যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্টের এক রায়ে এসব শুল্ক বাতিল হয়ে যায়। ইউএসটিআর জানিয়েছে, জোরপূর্বক শ্রম-সংক্রান্ত তদন্তের ভিত্তিতে কানাডা, ইকুয়েডর, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, ইন্দোনেশিয়া, মেক্সিকো, পাকিস্তান, আর্জেন্টিনা, বাংলাদেশ, কম্বোডিয়া, এল সালভাদর, গুয়াতেমালা, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, তাইওয়ান ও যুক্তরাজ্য থেকে আমদানি করা পণ্যের ওপর ১০ শতাংশ অতিরিক্ত শুল্কারোপ করা হবে।

সংস্থাটি আরও জানিয়েছে, তদন্তের আওতায় থাকা বাকি ৪৫ দেশের ওপর ১২ দশমিক ৫ শতাংশ অতিরিক্ত শুল্কারোপ করা হবে। যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য প্রতিনিধি জেমিসন গ্রিয়ার এক বিবৃতিতে বলেন, 'আমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য অংশীদারদের জোরপূর্বক শ্রমে তৈরি পণ্য আমদানি বন্ধে ব্যর্থতা গ্রহণযোগ্য নয়। এর ফলে এমন একটি পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, যেখানে মার্কিন শ্রমিকদের বৈশ্বিক বাজারে অসম প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হতে হচ্ছে।' ইউএসটিআর জানিয়েছে, তারা একটি নতুন বস্ত্রব্যবস্থা (টেক্সটাইল মেকানিজম) প্রস্তাব করেছে। এর আওতায় নির্দিষ্ট পরিমাণ পোশাক ও বস্ত্রপণ্য কম শুল্কহারে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের সুযোগ পাবে। তবে এ ক্ষেত্রে শুল্কহার কত হবে এবং আমদানির পরিমাণ কত হবে, তা এখনো প্রকাশ করা হয়নি। এ ঘোষণা এমন এক সময় এল, যখন আগামী ২৪ জুলাই মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আরোপি সর্বজনীন অস্থায়ী ১০ শতাংশ শুল্কের মেয়াদ শেষ হতে যাচ্ছে। ট্রাম্প প্রশাসন চলতি বছরের ২০ ফেব্রুয়ারি এই অস্থায়ী শুল্ক আরোপ করেছিল। একই দিনে সুপ্রিম কোর্ট আন্তর্জাতিক জরুরি অর্থনৈতিক ক্ষমতা আইনের অধীনে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের আরোপিত শুল্ক বাতিল করে দেয়। এর আগে, গত সোমবার ইউএসটিআর ব্রাজিলের ডিজিটাল বাণিজ্যনীতি এবং অগ্রাধিকারমূলক শুল্কব্যবস্থা নিয়ে সেকশন ৩০১ তদন্তের ফল হিসেবে দেশটির বহু পণ্যের ওপর ২৫ শতাংশ শুল্কারোপের প্রস্তাব দেয়। বাণিজ্য সংস্থাটি শিগগিরই আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সেকশন ৩০১ তদন্তের ফল প্রকাশ করবে বলেও আশা করা হচ্ছে। ওই তদন্তে চীনসহ ১৬টি বাণিজ্য অংশীদার দেশের অতিরিক্ত শিল্প উৎপাদন সক্ষমতা (এক্সেস ইন্ডাস্ট্রিয়াল ক্যাপাসিটি) বৃদ্ধির বিষয়টি খতিয়ে দেখা হয়েছে। জোরপূর্বক শ্রম-সংক্রান্ত তদন্তের সিদ্ধান্তে ইউএসটিআর জানিয়েছে, কয়েকটি পণ্যকে নতুন শুল্কের আওতার বাইরে রাখা হবে। এর মধ্যে রয়েছে জ্বালানি, বিরল মৃত্তিকা খনিজ (রেয়ার আর্থস) ও কিছু অন্যান্য ধাতু, গরুর মাংস, কফি, নির্দিষ্ট কিছু ফল ও সবজি, ওষুধ, জৈব রাসায়নিক পদার্থ (অর্গানিক কেমিক্যালস) এবং উড়োজাহাজের যন্ত্রাংশ। ইউএসটিআর আরও জানিয়েছে, প্রস্তাবিত শুল্ক এবং অন্যান্য প্রতিকারমূলক ব্যবস্থার বিষয়ে ৬ জুলাই পর্যন্ত জনমত গ্রহণ করা হবে। এ বিষয়ে একটি গণশুনানি অনুষ্ঠিত হবে ৭ জুলাই।

ক্লাসিফাইড
Classified
ক্লাসিফাইড
আপনি কি ক্লাসিফাইড বিজ্ঞাপন দেয়ার কথা ভাবছেন?
প্রতি বৃহস্পতিবারের প্রকাশনা
সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
দিচ্ছে বিশেষ ছাড়!
১৫ শব্দের ক্লাসিফাইড বিজ্ঞাপন
১ সপ্তাহ ১০ ডলার
৩ সপ্তাহ ২০ ডলার
বুধবার দুপুরের মধ্যেই আপনার বিজ্ঞাপন প্রেরণ করুন
যোগাযোগ
Phone: 718-523-6299
917-304-3912
Fax: 718-206-2579
E-mail: weeklybangladesh@yahoo.com
আপনার পণ্য ও প্রতিষ্ঠানের অধিকতর প্রচারের জন্য বিজ্ঞাপন দিন
সাপ্তাহিক বাংলাদেশ WEEKLY BANGLADESH
রুমমেট
রুম ভাড়া
বাড়ি ভাড়া
অফিস ভাড়া
দোকান ভাড়া
প্লট/ফ্ল্যাট বিক্রি
বাড়ি ক্রয় বিক্রয়
বেবি সিটার
হাউস কিপার
LEASING
ক্রয়- বিক্রয়/লিজ
পাত্রী চাই
পাত্রী চাই
কাজী অফিস
LOOKING FOR A JOB
চাকরি চাই
লোক নিয়োগ
Help Wanted
ড্রাইভার আবশ্যক
গ্রীন/রাইড/লিভারী
কার ভাড়া/লিজ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

জোবাইদা চৌধুরী এতিমখানা ও মাদ্রাসা
(একটি ধর্ম ও কর্মমুখী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান)
এতিম মিছকিন ও নিঃস্ব মানুষের আশ্রয়স্থল
একজন এতিম শিশুর দায়িত্ব নিন। তাকে কোরআনে হাফেজ ও ধর্মীয় শিক্ষায় সহায়তা করুন।
বছরে মাত্র ৩০০-৫০০ ডলার। ৩ বছরের মধ্যে শিশুটি কোরআনে হাফেজ হবে ইন্‌শা আল্লাহ।
আপনি আল্লাহর রহমত প্রাপ্ত হবেন।
যোগাযোগ
চলতি হিসাব নং-5904802001546
সোনালী ব্যাংক, ধর্মপাশা শাখা, সুনামগঞ্জ
ফোন :+8801711-628762 (বাংলাদেশ)
917-304-3912 (নিউইয়র্ক)

শেখ হাসিনা ভ্যানিটি ব্যাগে পদত্যাগপত্র নিয়ে গেছেন

(প্রথম পাতার পর)

ব্যাগে করে সাথে নিয়ে গেছেন বলে এক বিস্ফোরক দাবি করেছেন দৈনিক মানবজমিনের প্রধান সম্পাদক মতিউর রহমান চৌধুরী। রোববার (৩১ মে) দুপুরে ইউটিউবভিত্তিক সংবাদ প্ল্যাটফর্ম 'দি পোস্ট'-এ দেওয়া এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে তিনি এই চাঞ্চল্যকর ভেতরের খবরটি প্রকাশ করেন। মতিউর রহমান চৌধুরী জানান, শেখ হাসিনা সাংবিধানিক নিয়ম মেনে আনুষ্ঠানিকভাবে পদত্যাগ করেই দেশ ছাড়তে চেয়েছিলেন, কিন্তু উদ্ভূত পরিস্থিতির কারণে তিনি সেই পদত্যাগপত্রটি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে সশরীরে জমা দিয়ে যেতে পারেননি; বরং তড়িঘড়ি করে বের হওয়ার সময় সেটি নিজের সঙ্গেই নিয়ে যান।পদত্যাগপত্রের ভেতরের বিষয়বস্তু ও নাটকীয়তা নিয়ে প্রবীণ এই সাংবাদিক বলেন, তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের জন্য তার সরকারের বিভিন্ন অবদান, উন্নয়ন কর্মকাণ্ড এবং আন্দোলনের মুখে দেশের সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে পদত্যাগের সুনির্দিষ্ট কারণ উল্লেখ করে ৩ পৃষ্ঠার একটি দীর্ঘ চিঠি লিখেছিলেন।

বাংলাদেশ টেলিভিশনের (বিটিভি) একজন স্টাফের সেটি অফিশিয়ালি টাইপ করার কথা ছিল। কিন্তু গণভবনের বাইরে তখন পরিস্থিতি এত দ্রুত বদলে যাচ্ছিল যে, সেই চিঠিটি চূড়ান্তভাবে টাইপ করার মতো পর্যাপ্ত সময় ও সুযোগ আর পাওয়া যায়নি। ফলে হস্তলিখিত বা খসড়া সেই ঐতিহাসিক কাগজটিই শেখ হাসিনার ব্যক্তিগত ব্যাগে থেকে যায়।মতিউর রহমান চৌধুরী সাক্ষাৎকারে শেষ মুহূর্তের সেই টানটান উত্তেজনার বিবরণ দিয়ে জানান, ৪ আগস্ট রাতের পর ৫ আগস্ট দুপুরে চারদিক থেকে লাখ লাখ মানুষ যখন গণভবনের একদম কাছাকাছি চলে আসে, তখন নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা সেনাবাহিনীর ওয়াকিটকি থেকে বারবার বার্তা আসছিল। দায়িত্বরত সেনা কর্মকর্তারা তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীকে সাফ জানিয়ে দেন যে, 'আপনার হাতে আর এক মুহূর্তও সময় নেই, এখনই গণভবন ছাড়তে হবে।' এমন চরম তাড়াহুড়োর মধ্যে শেখ হাসিনা তাঁর অতি প্রয়োজনীয় ভ্যানিটি ব্যাগটি ভেতরের একটি চেয়ারের ওপরই ফেলে রেখে বাইরে চলে আসেন। পরবর্তীতে একদম শেষ মুহূর্তে যখন তিনি গাড়িতে উঠবেন, তখন পাশে থাকা সেনাবাহিনীর একজন ব্রিগেডিয়ার পদমর্যাদার কর্মকর্তাকে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'আমার ব্যাগটা ভেতরে রয়ে গেছে, ওটা একটু নিয়ে আসো।' এরপর সেই সেনা কর্মকর্তা ব্যাগটি এনে দিলে তিনি গাড়িতে ওঠেন এবং সেই ব্যাগের ভেতরেই ছিল বহুল আলোচিত সেই ৩ পৃষ্ঠার পদত্যাগপত্র।

যুক্তরাষ্ট্রে ১০% পরিবারের হাতে ৬৮% সম্পদ

সিএনএন : যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি যেন দুই ভিন্ন গতিপথে এগোচ্ছে। এই বাস্তবতা নতুন কিছু নয়, অনেক দিন ধরেই তা দেখা যাচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যাংক ফেডারেল রিজার্ভের তথ্য অনুযায়ী, ১৯৮৯ সালে দেশটির সর্বোচ্চ উপার্জনকারী ১০ শতাংশ পরিবারের হাতে ছিল মোট জাতীয় সম্পদের ৩২ শতাংশ। ২০২৫ সালে এসে সেই হার বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬৮ শতাংশ। অর্থনীতিবিদেরা এই প্রবণতাকে বলেন 'কে-আকৃতির অর্থনীতি', অর্থাৎ ধনীরা আরও ধনী হচ্ছেন, বাকি জনগোষ্ঠী তুলনামূলকভাবে পিছিয়ে পড়ছে। সম্প্রতি কয়েক বছরে এই বৈষম্য আরও বেড়েছে, বিশেষ করে গত তিন বছরে উচ্চ মূল্যস্ফীতির মধ্যে।তবে বিষয়টি শুধু আয়ের নয়; মানুষ কী সম্পদের মালিক এবং কীভাবে অর্থ ব্যয় করে, তাও গুরুত্বপূর্ণ। ইতিবাচক দিক হলো, গত তিন বছরে সব স্তরের মার্কিন নাগরিকের সম্পদ বেড়েছে। কিন্তু ধনী পরিবারের সম্পদ বৃদ্ধির গতি মধ্যবিত্ত ও নিম্ন আয়ের মানুষের তুলনায় অনেক বেশি। গত তিন বছরে যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষ ১ শতাংশ ধনীর নিট সম্পদ বেড়েছে ৩০ শতাংশ। একই সময়ে মধ্যম আয়ের ৪০ শতাংশ জনগোষ্ঠীর সম্পদ বেড়েছে ১০ শতাংশের কম।

এর পেছনে মূলত তিনটি কারণ রয়েছেড় আবাসন, শেয়ারবাজার ও মূল্যস্ফীতি। যুক্তরাষ্ট্রের মোট আবাসন সম্পদের অর্ধেকের বেশি শীর্ষ ২০ শতাংশ মানুষের মালিকানায়। সম্প্রতি কয়েক বছরে বাড়ির দাম উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। অন্যদিকে বন্ধকি ঋণের সুদহার বেড়ে যাওয়ায় নিম্ন আয়ের অনেক মানুষের জন্য বাড়ি কেনা আরও কঠিন হয়ে পড়েছে। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের মোট আবাসন সম্পদের মাত্র ৩ শতাংশের মালিক নিচের সারির ২০ শতাংশ মানুষ। মহামারিপরবর্তী বাস্তবতায় এই বৈষম্য আরও বেড়েছে। মহামারির পর সুদহার কমে যাওয়ার সুযোগে যুক্তরাষ্ট্রের বাড়ির মালিকেরা পুনঃঅর্থায়নের মাধ্যমে নিজেদের আবাসন-সম্পদের বিপরীতে প্রায় ৪৩০ বিলিয়ন ডলার নগদ অর্থ জোগাড় করেন। অর্থাৎ ওই সময় তাঁরা বড় দান মারেন। এতে সম্পদ বৈষম্য আরও বেড়ে যায়। অন্যদিকে শেয়ারসহ যুক্তরাষ্ট্রের আর্থিক সম্পদের তিন-চতুর্থাংশেরও বেশি শীর্ষ ২০ শতাংশ মানুষের হাতে। এর মধ্যে এক-চতুর্থাংশেরও বেশি আছে শীর্ষ ১ শতাংশের হাতে। গত তিন বছরে এসঅ্যান্ডপি ৫০০ সূচক বেড়েছে ৮৬ দশমিক ২ শতাংশ। বিপরীতে নগদ অর্থের গড় বার্ষিক রিটার্ন ছিল ১ শতাংশেরও কম। মূল্যস্ফীতির প্রভাবও সব শ্রেণির মানুষের জীবনে সমানভাবে পড়ে না। নিম্ন আয়ের মানুষ আয়ের বড় অংশ খাদ্য ও বাসস্থানের মতো নিত্যপ্রয়োজনীয় খাতে ব্যয় করেন।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ অনলাইনে পড়ুন
www.weeklybangladeshusa.com

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

বিতর্কের মুখে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারে রদবদল সংশোধিত প্রজ্ঞাপন জারি

বিনোদন ডেস্ক : বিতর্ক ও সমালোচনার মুখে অবশেষে ২০২৩ সালের জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারের তালিকায় বড় ধরনের সংশোধন এনেছে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়। গত ২৯ জানুয়ারি চূড়ান্ত বিচারকাজ শেষে পুরস্কারপ্রাপ্তদের নাম ঘোষণা করা হলেও বেশ কয়েকটি ক্যাটাগরি নিয়ে প্রশ্ন ওঠায় পুরো তালিকাটি পর্যালোচনা করা হয়। দীর্ঘ রিভিউ প্রক্রিয়া শেষে মঙ্গলবার (২ জুন) মন্ত্রণালয় থেকে একটি সংশোধিত প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে, যেখানে আজীবন সম্মাননা এবং সেরা চিত্রনাট্য বিভাগে আনা হয়েছে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন। জানা যায়, জানুয়ারির প্রজ্ঞাপনে আজীবন সম্মাননার জন্য বরেণ্য চলচ্চিত্র নির্মাতা তারেক মাসুদ এবং প্রখ্যাত চিত্রগ্রাহক ও পরিচালক আবদুল লতিফ বাচ্চুর নাম ঘোষণা করা হয়েছিল। কিন্তু জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারের বিদ্যমান নীতিমালা অনুযায়ী, আজীবন সম্মাননার জন্য কেবল জীবিত ব্যক্তিদেরই বিবেচনা করার নিয়ম রয়েছে। পুরস্কার ঘোষণার আগেই এই দুই গুণী ব্যক্তিত্ব প্রয়াত হওয়ায় বিষয়টি নিয়ে চলচ্চিত্র অঙ্গনে তীব্র বিতর্ক তৈরি হয়। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে গত মার্চ মাসে জুরি বোর্ডের সদস্যদের সঙ্গে মৌখিকভাবে যোগাযোগ করে মতামত নেয় মন্ত্রণালয়। নতুন প্রজ্ঞাপনে সেই ভুলের সংশোধন করে জানানো হয়েছে, চলচ্চিত্রে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে তারেক মাসুদ ও আবদুল লতিফ বাচ্চুকে মরণোত্তর পুরস্কারে ভূষিত করা হবে। আর ২০২৩ সালের আজীবন সম্মাননা যৌথভাবে পাচ্ছেন কিংবদন্তি অভিনয়শিল্পী শবনম এবং গুণী চলচ্চিত্র সম্পাদক ফজলে হক।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, জুরি বোর্ডের শুরুর সুপারিশেই অভিনেত্রী শবনমের নাম অন্তর্ভুক্ত ছিল। আজীবন সম্মাননার পাশাপাশি সেরা চিত্রনাট্য বিভাগেও একটি বড় জালিয়াতির অভিযোগ খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নিয়েছে মন্ত্রণালয়। ২৯ জানুয়ারির প্রজ্ঞাপনে 'রক্তজবা' চলচ্চিত্রের জন্য নিয়ামুল মুক্তাকে সেরা চিত্রনাট্যকার হিসেবে নির্বাচিত করা হয়েছিল। তবে প্রজ্ঞাপন প্রকাশের পরপরই অভিযোগ ওঠে যে, নিয়ামুল মুক্তা আদতে এই সিনেমাটির চিত্রনাট্য রচনাই করেননি। এই গুরুতর অভিযোগটি খতিয়ে দেখে এবং যথাযথ পর্যালোচনা শেষে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় সংশোধিত প্রজ্ঞাপনে নিয়ামুল মুক্তার নাম বাদ দিয়ে এই বিভাগে প্রকৃত চিত্রনাট্যকার তাসনীমুল হাসানের নাম ঘোষণা করেছে। এর মাধ্যমে বিতর্কের অবসান ঘটিয়ে প্রকৃত পেশাদারদের কাজের স্বীকৃতি নিশ্চিত করল

মিউজিক ভিডিওতে সাদিয়া ইসলাম মৌ

বিনোদন ডেস্ক : দীর্ঘ সময় পর মিউজিক ভিডিওতে ফিরছেন দেশের নন্দিত মডেল ও অভিনেত্রী সাদিয়া ইসলাম মৌ। 'পেনসিল হিল' শিরোনামের গান ভিডিওতে দেখা যাবে তাকে, যেটি পরিচালনা করেছেন শোয়েব আহমেদ। গানটি গেয়েছেন সংগীতশিল্পী আসিফ আলতাফ। একই সঙ্গে তিনি গানটির কথা লিখেছেন এবং সুরও করেছেন। মিউজিক ভিডিওতে মৌয়ের সঙ্গে মডেল হিসেবে দেখা যাবে গায়ককেও।

নতুন কাজটি নিয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে মৌ বলেন, ক্যারিয়ারের শুরুর দিকে একটি ম্যাগাজিন অনুষ্ঠানে 'আমার গরুর গাড়িতে' গানের মিউজিক ভিডিওতে জাহিদ হাসানের সঙ্গে অংশ নিয়েছিলাম। এখন মিউজিক ভিডিওর ধরন পাল্টেছে। প্রচুর মিউজিক ভিডিও হচ্ছে। অনেক প্রস্তাব পাই; কিন্তু করা হয়ে ওঠে না। আসিফ আলতাফ যখন জানালেন 'পেনসিল হিল' শিরোনামের একটি গানের মিউজিক ভিডিওতে আমাকেই লাগবে। নাম শুনে বেশ আগ্রহ হলো। গানটা শুনলাম। খুব ব্যতিক্রমী একটা গান। আধুনিক জীবনের বিষাদ ফুটে উঠেছে গানে। রাজি হয়ে গেলাম।

নতুনরূপে পূর্ণিমা

বিনোদন ডেস্ক : একসময়ের ঢালিউডের জনপ্রিয় অভিনেত্রী দিলারা হানিফ পূর্ণিমা দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে বাংলা চলচ্চিত্রে অভিনয় করে আসছেন। বর্তমানে সিনেমায় নিয়মিত না থাকলেও সামাজিক মাধ্যমে নেটিজেনদের মাঝে আলোচনায় আছেন তিনি। অভিনয়ের পাশাপাশি তার রূপ-সৌন্দর্যও বরাবরই দর্শকদের আলোচনার কেন্দ্রে থাকে। তিন প্রজন্মের নায়িকা হিসেবে পরিচিত এ অভিনেত্রীকে ভক্ত-অনুরাগীরা 'চিরযৌবনা' বলেও অভিহিত করে থাকেন। সময়ের সঙ্গে বয়স বাড়লেও পূর্ণিমার সৌন্দর্যের আবেদন যেন এখনো ফুরাবার নয়।

এখনো তিনি আগের মতোই অটুট আছেন। সম্প্রতি এক মনোমুগ্ধকর ব্রাইডাল ফটোশুটে হাজির হয়ে ভক্ত-অনুরাগীদের মুগ্ধ করেছেন তিনি। সামাজিক মাধ্যমে নিজের ফেসবুক পেজে একটি নতুন ভিডিও প্রকাশ করেছেন পূর্ণিমা, যা মুহূর্তেই নেটিজেনদের মাঝে আলোচনায় চলে আসেন। ভিডিওতে দেখা গেছে, হালকা গোলাপি রঙের ঝলমলে ব্রাইডাল পোশাকে সেজেছেন পূর্ণিমা। সঙ্গে মানানসই সবুজ পাথরের গহনা, কপালে টিকলি ও পরিপাটি মেকআপে তাকে দেখা গেছে, যা এনে দিয়েছে এক রাজসিক আবহ। কখনো ক্যামেরার দিকে মিষ্টি হাসিতে তাকিয়ে, আবার কখনো ওড়না হাতে খেলাচ্ছলে নিজের সৌন্দর্যের দ্যুতি ছড়িয়েছেন পূর্ণিমা।

আমার গহনাগুলো শাকিবের ব্যাগে লুকিয়ে রাখা ছিল : অপু

বিনোদন ডেস্ক : ঢালিউডের জনপ্রিয় জুটি শাকিব খান ও অপু বিশ্বাসের সম্পর্ক নিয়ে দর্শকদের আগ্রহ এখনও শেষ হয়নি। দুজন এখন দুই ছাদের বাসিন্দা। তবুও তাদের প্রেমে পড়া, গোপন বিয়ে, অপু সন্তানের ঘোষণা, অবশেষে বিচ্ছেদ ঘোষণা বহুল আলোচিত হয়েছে। সম্প্রতি শাকিব খানকে নিয়ে সুখস্মৃতি সামনে এনেছেন অপু বিশ্বাস।বিয়ের গোপনীয়তা রক্ষা করতে গিয়ে অপু নিজের বিয়ের পোশাক কোথায় লুকিয়ে রেখেছিলেন, সেই গল্পই শোনালেন অকপটে। অপু বিশ্বাস জানান, বিয়ের দিন তিনি মূলত পার্লারে যাওয়ার কথা বলে গুলশানে শাকিব খানের পাঁচতলার বাসায় গিয়েছিলেন। সেদিন শাকিবের ফুপাতো ভাইয়ের মেয়ের জন্মদিন থাকায় পরিবারের প্রায় সব সদস্যই দাওয়াত খেতে গিয়েছিলেন। ফলে বিকেলে পুরো বাসাটি ফাঁকা ছিল। আর এই সুযোগেই কাজী ডেকে তাদের বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হয়।

শাকিব খানের বাসায় সেদিনের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে অপু বিশ্বাস বলেন, আমার বিয়ের লেহেঙ্গাটা

খাটের নিচে লুকানো ছিল। আর আমার যে অর্নামেন্টস বা গহনা ছিল, সেগুলো শাকিবের পোশাক রাখার একটা ব্যাগের ভেতর লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। চিত্রনায়িকা আরও জানান, বিয়ে শেষ হওয়ার পর সন্ধ্যার দিকেই তিনি নিজের বাসায় ফেরেন। কারণ তার সঙ্গে মেজো বোন ছিলেন এবং পার্লারের কথা বলে আসায় মাকে দেওয়া নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বাড়ি ফেরার তাড়া ছিল। বিয়ের পরদিন থেকেই যথারীতি তাদের আউটডোর শুটিং শুরু হয়। তবে বিয়ের বিষয়টি সম্পূর্ণ গোপন থাকায় তারা যে যার মতো নিজেদের বাসায় থাকতেন। নায়িকা আরও জানান, শুটিংয়ের আউটডোরগুলোতে একসঙ্গে থাকা বা বিবাহিত জীবনের স্বাভাবিক আচরণের কারণে অপুর মায়ের মনে সন্দেহের দানা বাঁধে। মা প্রায়ই বলতেন, এটা কেমন দেখায়, খুব অভদ্রতা! এরপর নানা ঝগড়া ও মায়ের বকাঝকার মধ্য দিয়ে অবশেষে বিয়ের দীর্ঘ ছয় মাস পর তার মা জানতে পারেন যে তারা আসলে আগেই বিয়ে করে ফেলেছেন। তাদের ঘর আলো করে আসে ছেলে আব্রাম খান জয়।

'রকস্টার' সিনেমার নিজের দৃশ্য নিজেই ফাঁস করলেন মিথিলা

বিনোদন ডেস্ক : সিনেমায় ক্যারিয়ার বলিউড থেকে শুরু তানজিয়া জামান মিথিলার। এবার ঢালিউডে অভিষেক হলো 'রকস্টার' সিনেমার মাধ্যমে। পর্দায় তাকে দেখে প্রশংসা করছেন দর্শক। সামাজিক মাধ্যমেও দেখা যাচ্ছে এ মিস ইউনিভার্স বাংলাদেশকে নিয়ে নেটিজেনদের মাতামাতি। যা অভিভূত করেছে অভিনেত্রীকে। উচ্ছ্বসিত মিথিলা 'রকস্টার' সিনেমায় নিজের এন্ট্রি দৃশ্যটি ফাঁস করেছেন ফেসবুকে। সঙ্গে প্রকাশ করেছেন অনুভূতি। মিথিলা লিখেছেন, 'এখনো বিশ্বাস করতে পারছি না, এটা ছিল আমার প্রথম বাংলা সিনেমার প্রথম এন্ট্রি সিন।

পর্দায় প্রথমবার নিজেকে দেখার পর যখন আপনাদের উচ্ছ্বাস, চিৎকার আর ভালোবাসা শুনেছি, তখন সত্যিই আমার হৃদয় ছুঁয়ে গেছে।' এরপর লেখেন, 'একজন নতুন অভিনেত্রী হিসেবে এমন মুহূর্ত আমার জন্য ভাষায় প্রকাশ করার মতো নয়। আপনাদের ভালোবাসা, সমর্থন আর উৎসাহ আমাকে আরও স্বপ্ন দেখতে সাহস দেয়।' সবশেষে লেখেন, 'প্রতিটি হাততালি, প্রতিটি হাসি আর প্রতিটি সুন্দর কথার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনারাই এই মুহূর্তটাকে আমার জীবনের সবচেয়ে সুন্দর ও স্মরণীয় স্মৃতিগুলোর একটি করে তুলেছেন।' সান কমিউনিকেশনের ব্যানারে 'রকস্টার' পরিচালনা করছেন আজমান রুশো। এ সিনেমায় শাকিব খান, মিথিলা ছাড়াও অভিনয় করেছেন সাবিলা নূর, পান্থ কানাই, সুনিধি নায়েক প্রমুখ।

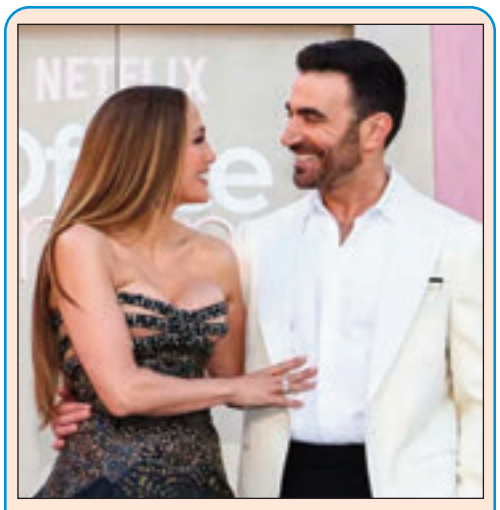

প্রেম করছেন না জেনিফার-ব্রেট

বিনোদন ডেস্ক : মার্কিন অভিনেতা বেন অ্যাফ্লেকের সঙ্গে বিচ্ছেদের পর থেকেই মার্কিন পপ তারকা ও অভিনেত্রী জেনিফার লোপেজের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে চর্চা তুঙ্গে। গত কয়েক সপ্তাহ ধরে শোবিজ পাড়ায় জোর গুঞ্জনতুলে প্রেমে মজেছেন এই গায়িকা। 'অফিস রোমান্স' সিনেমার সহ-অভিনেতা ব্রেট গোল্ডস্টেইনের সঙ্গেই নাকি লোপেজের 'অন-স্ক্রিন' রসায়ন এবার বাস্তবে রূপ নিয়েছে। তবে সব জল্পনা-কল্পনাকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে অবশেষে বিষয়টি নিয়ে নিজেই মুখ খুললেন জেনিফার। সম্প্রতি নিজেদের নতুন সিনেমার প্রচারণায় একটি আন্তর্জাতিক টেলিভিশন টক শো-তে হাজির হয়েছিলেন জেনিফার লোপেজ ও ব্রেট গোল্ডস্টেইন। সেখানে সঞ্চালক কোনো ভূমিকা ছাড়াই সরাসরি তাদের সম্পর্কের বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। অনুষ্ঠানে হাসিমুখে জেনিফার বলেন,'আমি যখনই নতুন কারও সঙ্গে ক্যামেরার সামনে দাঁড়াই বা কাজ করি, তখনই মানুষ আমাকে সেই ব্যক্তির সঙ্গে জড়িয়ে নানা গল্প বানাতে শুরু করে। কিন্তু সাধারণ মানুষের ভাবনার সেই গল্পগুলো তো আর সত্যি হয়ে যায় না।'

সরাসরি তারা ডেট করছেন কি নাড়এমন প্রশ্নে জেনিফার বলেন, 'না, আমরা মোটেও প্রেম করছি না।' জেনিফারের এই মন্তব্যে সহমত পোষণ করে ব্রেটও হাসিমুখে বলেন, 'একদম ঠিক কথা।' এর আগে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে দাবি করা হয়েছিল যে, শুটিং চলাকালীন ব্রেট ও জেনিফারের মধ্যে সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল। তবে এর সপক্ষে কোনো জোরালো প্রমাণ মেলেনি। টক শো-তে দুই তারকার এমন সোজাসাপ্টা জবাবে আপাতত সেই গুঞ্জনে জল পড়ল। উল্লেখ্য, অভিনেতা বেন অ্যাফ্লেকের সঙ্গে দীর্ঘ টানাপোড়েনের পর জেনিফার লোপেজের আইনি বিচ্ছেদ চূড়ান্ত হয়। এরপর থেকে নিজের ব্যক্তিগত জীবনকে লাইমলাইটের আড়ালেই রেখেছেন তিনি। সাম্প্রতিক একাধিক সাক্ষাৎকারে এই তারকা স্পষ্ট জানিয়েছেন, আপাতত প্রেম বা নতুন কোনো সম্পর্কে জড়ানোর কোনো ইচ্ছে তার নেই। নিজের কাজ, পরিবার এবং এই সিঙ্গেল লাইফটাকেই তিনি এখন দারুণ উপভোগ করছেন।

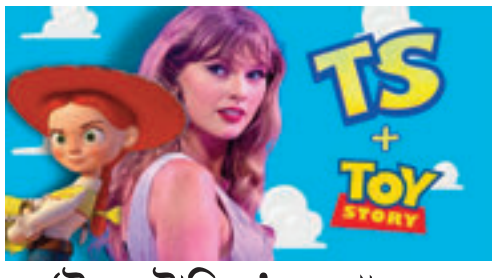

'টয় স্টোরি ৫'- এ থাকছে টেইলর সুইফটের চমক

বিনোদন ডেস্ক : জনপ্রিয় অ্যানিমেশন ফ্র্যাঞ্চাইজি 'টয় স্টোরি'র পঞ্চম কিস্তিকে ঘিরে দর্শকদের আগ্রহ যখন তুঙ্গে, তখন নতুন এক ঘোষণায় উচ্ছ্বসিত হয়েছেন ভক্তরা। জানা গেছে, ছবিটিতে কণ্ঠ দেবেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন গায়িকা টেইলর সুইফট। শুধু তাই নয়, নতুন এই সিনেমায় আধুনিক সময়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক বিষয়দ্রুশিশুদের অতিরিক্ত স্ক্রিনটাইমের প্রবণতাও তুলে ধরা হবে। গত এপ্রিল থেকেই টেইলর সুইফটের ওয়েবসাইটে রহস্যময় কাউন্টডাউন এবং বিভিন্ন প্রচারণামূলক ইঙ্গিত দেখে ভক্তদের মধ্যে নানা জল্পনা তৈরি হয়। অবশেষে ডিজনি নিশ্চিত করেছে, 'আই নিউ ইট, আই নিউ ইউ' শিরোনামের একটি নতুন গান নিয়ে সিনেমাটির সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন এই তারকা। সিনেমা মুক্তির প্রায় দুই সপ্তাহ আগে, আগামী ১৯ জুন গানটি প্রকাশ করা হবে। ডিজনির ভাষ্য অনুযায়ী, এই গানের মাধ্যমে সুইফট তার সংগীতজীবনের শুরুর দিকের কান্ট্রি ঘরানায় ফিরে যাচ্ছেন। গানটির অনুপ্রেরণা এসেছে 'টয় স্টোরি'র পরিচিত চরিত্র জেসির জীবনযাত্রা থেকে। ছবিটির নির্মাতা অ্যান্ড্রু স্ট্যান্টন বলেন, টেইলর সুইফটের মতো একজন শিল্পীকে এই প্রকল্পে পাওয়া তাদের জন্য বিশেষ আনন্দের বিষয়। তার মতে, গানটি শুনলে মনে হয় এটি যেন শুরু থেকেই 'টয় স্টোরি'র অংশ ছিল। অন্যদিকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে টেইলর সুইফট জানান, শৈশব থেকেই তিনি 'টয় স্টোরি'র ভক্ত। ছবিটির একটি প্রাথমিক প্রদর্শনী দেখার পরই তিনি অনুপ্রাণিত হয়ে গানটি লিখে ফেলেন। নিজের দীর্ঘদিনের স্বপ্ন পূরণের অনুভূতিও প্রকাশ করেন তিনি। গানটির সহ-প্রযোজনায় রয়েছেন তার দীর্ঘদিনের সহযোগী জ্যাক অ্যান্টনফ।

NY HOME CARE

আপনার বিশ্বস্ত হোম কেয়ার এজেন্সী

Head Office: 37-18, 73 Street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372
718-874-0047
Email: aziz@nyhcs.org
www.nyhcs.org

Contact with us
718-874-0047

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

প্রতি সোম, বুধ ও শুক্রবার বাসা ভাড়া, মেডিকেইড ও ফুড স্ট্যাম্পের আবেদনে আমরা সহায়তা করি।

আমরা **HHA/PCA** সার্টিফিকেটসহ এইডস প্রশিক্ষণ ও নিয়োগ দিচ্ছি

We Hire & Train HHA/PCA Certificate Holders AIDES

বাড়ীভাড়া বাবদ ৮০০ ডলার বা তার অধিক পেতে সহায়তা করি

এ কাজের জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নাই।
●
আমরা কোনো ফি নেই না।
●
আপনার প্রিয়জনের সমস্ত খরচ মেডিকেইড বহন করবে এবং এটি সম্পূর্ণ আইনসম্মত।
●
কেইস ট্রান্সফারের মাধ্যমে বেশি অর্থ উপার্জন করুন।

পারিবারিক স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন

Head Office
37-18, 73 Street, Suite # 402
Jackson Heights, NY 11372
(718) 874-0047, 917-560-0129

Jamaica Office:
168-47 Hillside Ave, 2nd Floor
Jamaica, NY 11432
(929) 400-4785, (718)874-0047

Sutphin Branch
Mohammad Khair(Director)
97-01 Sutphin, Blvd
Jamaica NY 11435
(929)-225-0746, (718) 755-0153
(718) 718-874-0047

Ozone Park Office
7721-101 Ave. Ozone Park
New York 11416
(718) 874-0047, 347-771-0115

Ozone Park Office
720 Liberty Ave, Brooklyn NY 11208
(646) 500-1657, (718)874-0047

1088 Liberty Avenue,
Brooklyn NY 11208
(929) 283-8432

Fulton Office:
584 Nostrand Ave. NY 11216
(646) 5001657

Bronx Office
2140 Starling Ave.
Bronx, NY 10462
917-391-4841, 718-874-0047 (Office)
Fax 718-874-0069

Bangladesh Plaza
3105 Bally Ave. Buffalo NY 14215
(347) 357-4252, (347) 520-9699

Buffalo Office:
1155 Broadway Buffalo, NY 14212
(347) 335-3617, (718) 874-0047

1299 Harlam Road
Buffalo, NY 14094
(716) 400 1446

Albany Office
114 Quail St. Albany, NY 12203
518-379-5496, 518-243-9096
718-864-2061

M AZIZ
CEO & President
NY Home Care
Ex-President & Chairman
Board of Trustee
Bangladesh Society Inc. USA

জ্যামাইকা হিলসাইড এভিন্যুতে
বাংলাদেশী মালিকাধীন

স্টার কেয়ার ফার্মেসী

Star Care Pharmacy

175-20 Hillside Ave. Jamaica, NY-11432

Tel : 718-262-8789, Fax: 718-262-9083, Email: StarCarePharmacy@gmail.com

EXPERIENCE THE PERSONAL CARE YOU CAN ONLY GET FROM YOUR NEIGHBORHOOD PHARMACY

আমাদের ফার্মেসী থেকে উন্নততর ব্যক্তিগত সেবার অনন্য অভিজ্ঞতার সুযোগ নিন।

আমরা প্রায় সবধরণের ইন্সুরেন্স প্ল্যান গ্রহণ করে থাকি

আমাদের সেবা সমূহ:

- ফ্রী কো-পেমেন্ট সহযোগিতা
- পিএ সহায়তা ও ঔষধ থেরাপি ব্যবস্থাপনা
- ফ্লু-শট ও টিকা দানের ব্যবস্থা
- এটিএম বুথ
- ওটিসি নেটওয়ার্ক
- পাসপোর্ট ফটো
- ডিএমভি'র জন্য দৃষ্টিশক্তি পরীক্ষা
- মেট্রোকার্ড।

একই দিনে ফ্রি ডেলিভারি

SAME DAY FREE DELIVERY

We accept Most Insurance plans!

Ask your doctor to E-Script your prescription

OUR SERVICES

- Free Copay Assistance
- Free Special packaging for adherence & Compliance
- Free App & online refill reminder
- Free Loyalty Card for Savings on OTC medicaitons
- PA Assistance & Medication Therapy Mgmt. (MTM)
- Flu shots & immunizations
- ATM
- OTC Network
- Passport Photos
- DMV Vision test
- Metrocards

আপনার ডাক্তারকে বলুন ই-মেইল প্রেসক্রিপশন পাঠাতে
অথবা আজই আমাদেরকে ফোন করুন

Tel : 718-262-8789

Email: StarCarePharmacy@gmail.com

www.StarCarePharmacy.com

Call us today and start saving!

TOLL FREE:

888-216-STAR (7827)

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

মেসি-রোনালদো-নেইমারদের ‘শেষ বিশ্বকাপে’ নজর কাড়তে পারেন যে ১০ তারকা

স্পোর্টস ডেস্ক : ২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপে ফুটবলবিশ্বের অন্যতম দুই প্রধান তারকা ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো ও লিওনেল মেসি দুজনেই নিজেদের ষষ্ঠ বিশ্বকাপ খেলতে নামবেন। উভয়েরই বিশ্বকাপ অভিষেক হয়েছিল ২০০৬ সালে জার্মানিতে। এরপর থেকে প্রতিটি বিশ্বকাপেই তারা নিজেদের আলো ছড়িয়েছেন। ফুটবলের সর্বোচ্চ মঞ্চে এটাই সম্ভবত শেষ উপস্থিতি হতে যাচ্ছে মেসি-রোনালদোর। জীবনের শেষ বিশ্বকাপ হতে যাচ্ছে ব্রাজিলিয়ান তারকা নেইমারেরও। তাদের বিদায়ী আসরে রঙ ছড়াতে পারেন বেশকিছু উদীয়মান ফুটবলার। রোনালদোর বয়স এখন ৪১, আর মেসি আগামী ২৪ জুন ৩৯ বছরে পা দেবেন। গত ফেব্রুয়ারীতে ৩৪ বছরে পা রাখা নেইমারের বিশ্বকাপ স্কোয়াডে জায়গা পাওয়াটা ছিল এবার বেশ আলোচিত। তাই স্বাভাবিকভাবেই তাদের প্রতিটি পদক্ষেপের দিকে নজর থাকবে বিশ্বজুড়ে ফুটবলপ্রেমীদের। একইসঙ্গে আরেকটি প্রশ্নও আলোচনায় থাকবে কারা হবেন আগামী দিনের তারকা, যারা আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু দখল করবেন? সেই সম্ভাবনাময় ফুটবলারদের ওপরই আলো ফেলা যাক

কেনান ইলদিজ (তুরস্ক) : তুরস্ক সর্বশেষ যখন বিশ্বকাপে খেলেছিল, তখন কেনান ইলদিজের জন্মই হয়নি। দীর্ঘ ২৪ বছর পর বিশ্বকাপে ফেরা তুরস্কের কোটি সমর্থকের প্রত্যাশার বড় অংশ এখন এই তরুণ তারকার কাঁধে। জার্মানিতে জন্ম নেওয়া ইলদিজ ইতোমধ্যেই ইউরোপীয় ফুটবলে নিজের সামর্থ্যের প্রমাণ দিয়েছেন। ২০২৩-২৪ মৌসুমে জুভেন্তাসের হয়ে কোপা ইতালিয়া জিতেছেন এবং পরের মৌসুমে জায়গা করে নিয়েছেন সিরি ‘আ’র বর্ষসেরা একাদশে। আক্রমণভাগে মিডফিল্ডার কিংবা উইঙ্গার দুই ভূমিকাতেই খেলতে পারেন ইলদিজ। ২১ বছর বয়সী এই ফুটবলারকে তুরস্কের আক্রমণভাগের অন্যতম রোমাঞ্চকর প্রতিভা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। সতীর্থ আর্দা গুলারের সঙ্গে আলোর রেখাটা ভাগাভাগি করলেও এবার বিশ্বমঞ্চে নিজস্ব পরিচয়ে উজ্জ্বল হতে চাইবেন ইলদিজ।

নিকো পাজ (আর্জেন্টিনা) : অনেকেই বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক লিওনেল মেসির সম্ভাব্য উত্তরসূরি হিসেবে দেখছেন ২১ বছর বয়সী এই আক্রমণাত্মক মিডফিল্ডার নিকো পাজকে। ইতালিয়ান সিরি ‘আ’র সদ্য সমাপ্ত কোমোর হয়ে ১২ গোল ও ৭ অ্যাসিস্ট করেছেন। তার দুর্দান্ত পারফরম্যান্সে ক্লাবটি দ্বিতীয় বিভাগে খেলার মাত্র দুই মৌসুম পর প্রথমবারের মতো চ্যাম্পিয়ন্স লিগে উঠেছে। আক্রমণাত্মক মিডফিল্ডার হিসেবে খেললেও নিকো প্রয়োজনে নিচে নেমে কিংবা সামনে উঠে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারেন সমানভাবে। কোমোর কোচ সেস্ক ফ্যাব্রেগাসও তার এই বহুমুখী সামর্থ্যের প্রশংসা করেছেন।

রায়ান (ব্রাজিল) : ব্রাজিলিয়ান ফুটবলের নতুন রত্ন রায়ান। গত মার্চে ১৯ বছর বয়সী এই উইঙ্গার প্রথমবার কার্লো আনচেলত্তির ডাকে জাতীয় দলে যুক্ত হয়েছিলেন, এবার চোটগ্রস্ত তরুণ সেনসেশন এস্তেভাওয়ের অনুপস্থিতি তাকে বিশ্বকাপ দলেও জায়গা করে দিয়েছে। বিশ্বকাপ-পূর্ব প্রস্তুতি ম্যাচে পানামার বিপক্ষে ব্রাজিলের ৬-২ গোলের জয়ে নিজের প্রথম আন্তর্জাতিক গোলটি করেছেন রায়ান। সাবেক কোচ ফার্নান্দো দিনিজের আস্থায় গত বছর ভাস্কো দা গামায় দুর্দান্ত মৌসুম কাটান তিনি। সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে তার ২০ গোলের সুবাদে ক্লাবটি কোপা দো ব্রাজিলের ফাইনালে ওঠে। যার পুরস্কার হিসেবে চলতি বছর তিনি ইংলিশ ক্লাব বোর্নমাউথে যোগ দেন এবং দ্রুতই মানিয়ে নেন ইংলিশ ফুটবলের সঙ্গে। প্রিমিয়ার লিগের ১৫ ম্যাচে ৫ গোল ও ২ অ্যাসিস্ট করে রায়ান বোর্নমাউথকে ইতিহাসে প্রথমবারের মতো ইউরোপীয় প্রতিযোগিতায় তুলতে ভূমিকা রেখেছেন।

গিলবার্তো মোরা (মেক্সিকো) : যে বয়সে পড়াশোনায় মনোযোগী থাকার কথা, সেই বয়সেই মেক্সিকান সংবাদমাধ্যমের শিরোনাম হয়ে ওঠেন গিলবার্তো মোরা। ২০২৪ সালে তিজুয়ানার এই আক্রমণাত্মক মিডফিল্ডার মাত্র ১৫ বছর বয়সে মেক্সিকোর শীর্ষ লিগে গোল করে ইতিহাস গড়েন। এর আগে তিনি ক্লাবটির সর্বকনিষ্ঠ অভিষিক্ত খেলোয়াড়ও হন। পাঁচ মাসের ব্যবধানে মেক্সিকো জাতীয় দলে ডাক এবং ১৬ বছর ৯ মাস ১৪ দিন বয়সে দেশটির সর্বকনিষ্ঠ আন্তর্জাতিক অভিষিক্ত খেলোয়াড়ের রেকর্ড গড়েন মোরা। এই কিশোর আরও আলোচনায় আসেন গত বছরের জুলাইয়ে, যখন তিনি মেক্সিকোর হয়ে কনকাকাফ গোল্ড কাপ জিতে সিনিয়র আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টজয়ী সর্বকনিষ্ঠ ফুটবলার হন। বল নিয়ন্ত্রণে দক্ষতা এবং গোলের প্রতি তীক্ষ্ণ নজর থাকা মোরা ২০২৫ অনূর্ধ্ব-২০ বিশ্বকাপে খেলেছেন। এবার সিনিয়র বিশ্বমঞ্চে নিজের সামর্থ্য দেখাতে মুখিয়ে।

ইয়ান দিয়োমান্দে (আইভরি কোস্ট) : লেগানেস থেকে আরবি লাইপজিগে যোগ দেওয়ার পর থেকেই ইউরোপীয় ফুটবলে ঝড় তুলেছেন ইয়ান দিয়োমান্দে। মাত্র এক বছরেরও কম সময়ে তার মূল্য ১০০ মিলিয়ন ইউরো (প্রায় ১১৬.৫ মিলিয়ন ডলার) নির্ধারণ করেছে জার্মান ক্লাবটি। দুর্দান্ত গতি, চমৎকার ড্রিবলিং এবং শারীরিক সক্ষমতার জন্য পরিচিত ১.৮ মিটার উচ্চতার এই উইঙ্গারের গোল করার ক্ষমতাও অসাধারণ। ১৯ বছর বয়সী এই ফুটবলার সর্বশেষ বুন্দেসলিগায় ১২ গোল ও ৮ অ্যাসিস্ট করেছেন। যা লাইপজিগকে তৃতীয় স্থানে থেকে আগামী মৌসুমের চ্যাম্পিয়ন্স লিগ নিশ্চিত করায় ভূমিকা রেখেছে। ২০২৫-২৬ মৌসুমে বুন্দেসলিগা ‘রুকি অব দ্য সিজন’ পুরস্কার জয় ছাড়াও আফ্রিকা কাপ অব নেশনসে কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠা ও আইভরি কোস্টের বিশ্বকাপ নিশ্চিত করতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন দিয়োমান্দে।

নিকো ও’রাইলি (ইংল্যান্ড) : ম্যানচেস্টার সিটির একাডেমি থেকে উঠে আসা নিকো ও’রাইলি ২০২৪-২৫ মৌসুমে সিনিয়র দলে অভিষেক করেন। সদ্য সমাপ্ত মৌসুমটা তার খারাপ কাটেনি। যেখানে পেপ গার্দিওলার অধীনে তিনি লেফট-ব্যাক ও আক্রমণাত্মক মিডফিল্ডার দুই ভূমিকাতেই ছিলেন সফল। সবমিলিয়ে ৫০টির বেশি ম্যাচ খেলে নিকো ৯ গোল ও ৬ অ্যাসিস্ট করেছেন। ২১ বছর বয়সী এই ফুটবলার দ্রুতই ইংলিশ ফুটবলের অন্যতম উজ্জ্বল প্রতিভা হিসেবে আবির্ভূত হতে শুরু করেছেন। তার বহুমুখী দক্ষতা কোচ থমাস টুখেলের বিশ্বকাপ দলে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ হয়ে উঠতে পারে, বিশেষ করে যখন ইংল্যান্ডকে টুর্নামেন্টের অন্যতম ফেভারিট হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে।

লেনার্ট কার্ল (জার্মানি) : অনূর্ধ্ব-১৫ দল থেকে শুরু করে জার্মানির বিভিন্ন বয়সভিত্তিক দলে খেলা লেনার্ট কার্ল মার্চে প্রথমবারের মতো সিনিয়র জাতীয় দলে ডাক পান। বায়ার্ন মিউনিখের হয়ে অভিষেক মৌসুমেই সবমিলিয়ে ৯ গোল ও ৮ অ্যাসিস্ট করে দ্রুতই বুন্দেসলিগার নতুন সেনসেশনে পরিণত হন কার্ল। ১৮ বছর বয়সী এই আক্রমণাত্মক মিডফিল্ডার প্রয়োজনে উইংয়েও খেলতে পারেন। দ্রুতগতি, কারিকুরি ও গোল করার দক্ষতা জুলিয়ান নাগালসম্যানের জার্মান স্কোয়াডে আকর্ষণীয় বিকল্পে পরিণত করেছে কার্লকে।

লুকা ভুস্কোভিচ (ক্রোয়েশিয়া) : চারবার বুন্দেসলিগার ‘রুকি অব দ্য মান্থ’ নির্বাচিত হওয়া ১৯ বছর বয়সী লুকা ভুস্কোভিচ দ্রুতই লিগের অন্যতম সেরা তরুণ ডিফেন্ডার হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। টটেনহ্যাম হটস্পার তার সঙ্গে চুক্তি করলেও তাৎক্ষণিকভাবে হামবুর্গারে ধারে পাঠানো হলে তিনি ২৭ ম্যাচে নিয়মিত খেলেছেন এবং সেন্টারব্যাক হওয়া সত্ত্বেও করেছেন ৬ গোল। সেট-পিসে দক্ষতার প্রমাণ দেওয়া ভুস্কোভিচকে ইউরোপের সবচেয়ে সম্ভাবনাময় সেন্টারব্যাকদের একজন মনে করা হচ্ছে। গুঞ্জন রয়েছে তার প্রতি আগ্রহ দেখিয়েছে বায়ার্ন মিউনিখও।

কেইসুকে গোটো (জাপান) : জাপানের প্রতিভাবান বিশ্বকাপ দলে সবচেয়ে কমবয়সী সদস্য ২০ বছর বয়সী স্ট্রাইকার কেইসুকে গোটো। নভেম্বরে আন্তর্জাতিক অভিষেক হওয়ার পর এখন পর্যন্ত মাত্র তিনটি ম্যাচ খেলেছেন তিনি। তাই কোচ হাজিমে মোরিয়াসু তাকে বিশ্বকাপ দলে রাখবেন কি না, তা নিয়ে নিজেও নিশ্চিত ছিলেন না। তবে ক্লাব ফুটবলের সর্বশেষ মৌসুমে সব মিলিয়ে ১৩ গোল ও ৮ অ্যাসিস্ট করা ১.৯১ মিটার (৬ ফুট ৩ ইঞ্চি) উচ্চতার এই স্ট্রাইকার জাপানের আক্রমণভাগে গোপন অস্ত্র হয়ে উঠতে পারেন।

আলি জসিম (ইরাক) : ইরাকের নতুন প্রজন্মের ফুটবলারদের অন্যতম প্রতিনিধি আলি জসিম নিজের প্রথম আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট খেলতে প্রস্তুত। দুই বছর আগে অনূর্ধ্ব-২৩ এশিয়ান কাপে সর্বোচ্চ গোলদাতা ছিলেন ২২ বছর বয়সী এই ফুটবলার। এবার বিশ্বকাপে আসছেন সৌদি প্রো লিগে ভালো একটি মৌসুম কাটিয়ে। যেখানে ২৪ ম্যাচের মধ্যে ১৯টিতে ছিলেন শুরুর একাদশে। বাঁ-প্রান্তের উইঙ্গার হলেও তিনি আক্রমণাত্মক মিডফিল্ডার ও সেন্টার ফরোয়ার্ড হিসেবেও খেলতে পারেন। মৌসুমে তার গোল ৪টি। এর আগে অনূর্ধ্ব-২০ বিশ্বকাপ এবং প্যারিস অলিম্পিক ২০২৪-এ খেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে।

পরিসংখ্যানে ২০২৬ বিশ্বকাপের অন্য রূপ

স্পোর্টস ডেস্ক : আর মাত্র কয়েক দিনের অপেক্ষা। তারপরেই উত্তর আমেরিকায় পর্দা উঠছে ফুটবল বিশ্বের সবচেয়ে বড় মহোৎসব ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬ আসরের। চূড়ান্ত হয়ে গেছে দলগুলোর স্কোয়াড। আর এই দল ঘোষণার পর বিশ্ব ফুটবলের সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রক সংস্থা ফিফা চমৎকার কিছু পরিসংখ্যান প্রকাশ করেছে। বয়স, উচ্চতা, ক্লাবের প্রতিনিধিত্ব আর গোলের হিসেবে এবারের বিশ্বকাপ যেন ভাঙা-গড়ার এক নতুন মঞ্চ। মানবজমিন পাঠকদের জন্য ফিফার সেই বিশেষ পরিসংখ্যান তুলে ধরা হলো।

প্রিমিয়ার লীগের জয়জয়কার ও ক্লাবের লড়াই : এবারের বিশ্বকাপে ক্লাব ফুটবলের রাজত্ব ধরে রেখেছে ইংল্যান্ড। টুর্নামেন্টের সর্বোচ্চ ২০০ জন খেলোয়াড়ই খেলেন ইংলিশ ক্লাবগুলোতে। এরপর যথাক্রমে আছে জার্মানি (১০৯) ও ফ্রান্স (৮৬)। ক্লাব হিসেবে সবচেয়ে বেশি খেলোয়াড় ম্যানচেস্টার সিটির। আলজেরিয়া, বেলজিয়াম, ইংল্যান্ড থেকে শুরু করে উজবেকিস্তান পর্যন্ত দলগুলোতে সিটির মোট ১৯ জন তারকা খেলছেন। ১৮ জন খেলোয়াড় নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে বায়ার্ন মিউনিখ।

৪১-এর রোনালদো ও ‘ছক্কার’ রেকর্ড : টুর্নামেন্ট শুরুর দিন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর বয়স হবে ৪১ বছর ১২৬ দিন। বিশ্বকাপে মাঠে নামলেই রজার মিলা, ফারহাদ মজ্রাগন ও এসাম এল হাদারির পর তিনি হবেন ইতিহাসের চতুর্থ প্রবীণতম খেলোয়াড়। পর্তুগিজ মহাতারকার পরেই আছেন মেক্সিকোর ওচোয়া (৪০) ও ক্রোয়েশিয়ার লুকা মদরিচ (৪০)। অন্যদিকে, লিওনেল মেসি, রোনালদো এবং গিলের্মো ওচোয়াড়এই তিন মহাতারকা নিজেদের ষষ্ঠ বিশ্বকাপে অংশ নিয়ে ইতিহাস গড়তে যাচ্ছেন। তবে ওচোয়া প্রথম দুই বিশ্বকাপে বেঞ্চে থাকায় মেসি ও রোনালদোই হতে যাচ্ছেন ইতিহাসের প্রথম দুই ফুটবলার, যারা মাঠের লড়াইয়ে নামবেন টানা ছয়টি বিশ্বকাপে!

এবারের বিশ্বকাপের সর্বকনিষ্ঠ খেলোয়াড় মেক্সিকোর ১৭ বছর বয়সী বিস্ময়বালক জিলবার্তো মোরা। মেক্সিকোর উদ্বোধনী ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে মাঠে নামলেই পেলে, স্যামুয়েল ইতোর পাশে ইতিহাসের ষষ্ঠ কনিষ্ঠতম খেলোয়াড় হিসেবে নাম লেখাবেন এই মিডফিল্ডার। মজার ব্যাপার হলো, তার সতীর্থ গোলকিপার ওচোয়া যখন নিজের প্রথম বিশ্বকাপে ব্যাক-আপ হিসেবে ছিলেন, তখন মোরার জন্মই হয়নি!

মেসি-এমবাপ্পের গোলের লড়াই : আসন্ন বিশ্বকাপের খেলোয়াড়দের মধ্যে সর্বোচ্চ ১৩টি বিশ্বকাপ গোল নিয়ে শীর্ষে আছেন আর্জেন্টিনার অধিনায়ক লিওনেল মেসি। তার ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলছেন ফ্রান্সের কিলিয়ান এমবাপ্পে (১২)। এরপরই আছেন হ্যারি কেইন ও নেইমার (৮)। তবে ১৬ গোল নিয়ে সর্বকালের সেরা গোলদাতার রেকর্ডটি এখনো জার্মানির মিরোস্লাভ ক্লোসার দখলে।

উচ্চতার আকাশ-পাতাল ফারাক : বিশ্বকাপ ইতিহাসের সবচেয়ে লম্বা খেলোয়াড় হিসেবে রেকর্ড বইয়ে নাম লেখাতে যাচ্ছেন অস্ট্রিয়ার ২.০৫ মিটার (প্রায় ৬ ফুট ৯ ইঞ্চি) লম্বা গোলকিপার ফ্লোরিয়ান উইগেল। অন্যদিকে, এবারের আসরের সবচেয়ে খাটো খেলোয়াড় পানামার সিজার ইয়ানিস, যার উচ্চতা মাত্র ১.৬০ মিটার (৫ ফুট ৩ ইঞ্চি)। গ্রুপ পর্বে যখন পানামা ও ইংল্যান্ড মুখোমুখি হবে, তখন মাঠের লড়াইয়ে ফুটবলের পাশাপাশি এই উচ্চতার বৈচিত্র্যও দেখার মতো এক দৃশ্য হবে!

অনিশ্চয়তার মধ্যেই বিশ্বকাপের পূর্ণাঙ্গ স্কোয়াড ঘোষণা করল ইরান

স্পোর্টস ডেস্ক : গ্রুপ পর্বে দলের সব খেলা যুক্তরাষ্ট্রে। সেই দেশের ভিসা এখনও পায়নি দলের কোনো ফুটবলার। ফলে ২০২৬ বিশ্বকাপে ইরান কীভাবে খেলবে, তা নিয়ে আছে অনিশ্চয়তা। তবে এর মধ্যেই ইরান তাদের দল ঘোষণা করেছে সোমবার। ইরানের কোচ আমির ঘালেনোই ঘোষিত ২৬ জনের বিশ্বকাপ দলে জায়গা পেয়েছেন অভিজ্ঞ মেহদি তারেমি ও আলিরেজা জাহানবাখশ। তবে দলে রাখা হয়নি সারদার আজমুনকে। আজমুন আন্তর্জাতিক ফুটবলে ৯১টি ম্যাচে ৫৭টি গোল করেছেন। তিনি প্রাথমিক দলেও ছিলেন না। চূড়ান্ত দলেও তার জায়গা হয়নি। এমনকি ইরানের ভাইস প্রেসিডেন্ট আবদুলকারিম হোসেইনজাদেহ তাকে দলে ফেরানোর আহ্বান জানিয়েছিলেন। তবু তাকে রাখা হয়নি। আজমুন সংযুক্ত আরব আমিরাতের ক্লাব শাবাব আল-আহলিতে খেলেন। এর আগে মার্চ মাসেও তাকে ইরান দল থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল।

স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, সরকারের প্রতি ‘আনুগত্যহীনতা’র অভিযোগে তাকে জাতীয় দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। ৩৩ বছর বয়সী তারেমি এখন অলিম্পিয়াকোসে খেলছেন। সাবেক ব্রাইটন উইঙ্গার জাহানবাখশও এবার আক্রমণভাগে নেতৃত্ব দেবেন। এ বিশ্বকাপ যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোতে ১১ জুন থেকে ১৯ জুলাই পর্যন্ত চলবে। ইরান কয়েক মাস ধরেই বিশ্বকাপে যাতায়াত ও নিরাপত্তা নিয়ে অনিশ্চয়তায় ছিল। ফিফা শুরুতে অ্যারিজোনায় প্রশিক্ষণ শিবির নির্ধারণ করেছিল। পরে ইরানের আবেদনের পর ফিফা তা পরিবর্তন করে দেয়। এখন দলটি মেক্সিকোর সীমান্ত শহর তিহুয়ানায় ঘাঁটি গাড়বে। গ্রুপ পর্বের তিনটি ম্যাচই ইরান যুক্তরাষ্ট্রে খেলবে। ১৫ জুন লস অ্যাঞ্জেলেসে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে প্রথম ম্যাচ। ২১ জুন একই শহরে বেলজিয়ামের মুখোমুখি হবে তারা। এরপর ২৬ জুন সিয়াটলে মিশরের বিরুদ্ধে মাঠে নামবে ইরান।

নেপালকে হারিয়ে টানা তৃতীয়বার সাফের ফাইনালে বাংলাদেশ

স্পোর্টস ডেস্ক : নেপালকে ১-২ গোলে হারিয়ে সাফ উইমেনস চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে উঠেছে বাংলাদেশ নারী দল। এ নিয়ে টানা তৃতীয়বার সাফের ফাইনালে নাম লেখাল বাংলাদেশ। বুধবার ভারতের গোয়ায় অনুষ্ঠিত ম্যাচে বাংলাদেশের হয়ে দু’টি গোল করেছেন ঋতুপর্ণা চাকমা ও সাগরিকা। ফাইনালের লক্ষ্যে মাঠে নেমে বাংলাদেশের শুরুটা ছিল একেবারেই ছন্নছাড়া। রক্ষণভাগ বেশ কিছুক্ষণ চাপ সামাল দিলেও শেষ রক্ষা হয়নি। ম্যাচের ২৩তম মিনিটে কাঙ্ক্ষিত লিড পেয়ে যায় নেপাল। বাংলাদেশের ডি-বক্সের ভেতর তৈরি হওয়া জটলা থেকে বল ক্লিয়ার করতে পুরোপুরি ব্যর্থ হন ডিফেন্ডাররা। সেই সুযোগ কাজে লাগিয়ে বক্সের ডান প্রান্ত থেকে নেওয়া দারুণ এক কোনাকুনি শটে বল জালে জড়ান নেপালের গিতা রানা। ১-০ গোলে পিছিয়ে পড়ার পর ম্যাচে ফিরতে মরিয়া হয়ে ওঠে বাংলাদেশ। মাঝমাঠের বদলে দুই উইং ব্যবহার করে প্রতিপক্ষের রক্ষণে চিড় ধরানোর চেষ্টা করতে থাকে তারা। তবে নেপালের সুসংগঠিত রক্ষণভাগ ভাঙতে বেশ বেগ পেতে হচ্ছিল ফরোয়ার্ডদের। অবশেষে প্রথমার্ধের একেবারে শেষ মিনিটে আসে সেই জাদুকরী মুহূর্ত। দুর্দান্ত এক ‘অলিম্পিক গোলে’ (সরাসরি কর্নার থেকে গোল) নেপালের জালে বল জড়িয়ে দলকে উচ্ছ্বাসে ভাসান ঋতুপর্ণা চাকমা। তার এই অবিশ্বাস্য গোলে সমতায় ফিরে নতুন আত্মবিশ্বাস নিয়ে ড্রেসিংরুমে ফেরে বাংলাদেশ।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

প্রবাসীদের রেমিট্যান্সই দেশের অর্থনীতির বড় ভরসা

(প্রথম পাতার পর)

উন্নীত করার উচ্চাভিলাষী লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে সরকার। লক্ষ্যটি অর্জিত হলে দেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ রিজার্ভের নতুন রেকর্ড সৃষ্টি হবে। তবে অর্থনীতিবিদরা বলছেন, এই লক্ষ্য অর্জনের পথ মোটেও সহজ নয়। কারণ রিজার্ভ বাড়ানোর পাশাপাশি বিনিয়োগ, শিল্পায়ন, কর্মসংস্থান ও প্রবৃদ্ধির গতিও ধরে রাখতে হবে।

পাঁচ বছর পর নতুন রেকর্ডের স্বপ্ন : বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, দেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ছিল ২০২১ সালের ২৪ আগস্ট। সেদিন মোট (গ্রস) রিজার্ভ দাঁড়িয়েছিল ৪৮ দশমিক ০৯ বিলিয়ন ডলার। করোনা মহামারির সময় আমদানি ব্যয় উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যায়। একইসময়ে প্রবাসী আয় রেকর্ড মাত্রায় বৃদ্ধি পায়। ফলে রিজার্ভ দ্রুত বাড়তে থাকে এবং ইতিহাসের সর্বোচ্চ অবস্থানে পৌঁছে। কিন্তু মহামারির পর বিশ্ববাজারে জ্বালানি, খাদ্য ও পণ্যমূল্য বৃদ্ধির কারণে আমদানি ব্যয় হঠাৎ বেড়ে যায়। একই সময়ে রফতানি ও রেমিট্যান্স প্রবাহে অস্থিরতা দেখা দেয়। ফলে কয়েক বছরের ব্যবধানে রিজার্ভ প্রায় অর্ধেকে নেমে আসে। এখন সরকার সেই পুরোনো রেকর্ড ছাড়িয়ে ৫১ বিলিয়ন ডলারের নতুন মাইলফলক স্পর্শ করতে চায়। অর্থ মন্ত্রণালয়ের বাজেট-পূর্ব পূর্বাভাস অনুযায়ী, রফতানি আয় বৃদ্ধি, রেমিট্যান্সের শক্তিশালী প্রবাহ, ডলারের বাজারে স্থিতিশীলতা এবং বৈদেশিক সহায়তার প্রবাহ অব্যাহত থাকলে আগামী অর্থবছরে রিজার্ভ ধীরে ধীরে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যের দিকে এগোতে পারে।

রিজার্ভের অঙ্ক নিয়ে বিভ্রান্তি কেন : বাংলাদেশে রিজার্ভ নিয়ে আলোচনায় সবচেয়ে বেশি বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয় হিসাব পদ্ধতির পার্থক্যকে কেন্দ্র করে। বাংলাদেশ ব্যাংক যে গ্রস রিজার্ভ প্রকাশ করে, সেখানে নগদ বৈদেশিক মুদ্রার পাশাপাশি স্বর্ণ, বৈদেশিক বন্ড, ট্রেজারি বিল, আইএমএফের স্পেশাল ড্রয়িং রাইটস (এসডিআর), এক্সপোর্ট ডেভেলপমেন্ট ফান্ড (ইডিএফ) এবং অন্যান্য কিছু সম্পদও অন্তর্ভুক্ত থাকে। অন্যদিকে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) বিএপিএম-৬ (ব্যালেন্স অব পেমেন্টস ম্যানুয়াল-৬) পদ্ধতিতে রিজার্ভ হিসাব করে। এই পদ্ধতিতে শুধু সহজে ব্যবহারযোগ্য ও তরল বৈদেশিক সম্পদকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। ফলে দুই হিসাবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যবধান তৈরি হয়। সর্বশেষ ২৩ মে পর্যন্ত বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাবে মোট রিজার্ভ ছিল ৩৪ দশমিক ৫৭ বিলিয়ন ডলার। কিন্তু আইএমএফের বিএপিএম-৬ পদ্ধতিতে একই সময়ের রিজার্ভ ছিল মাত্র ২৯ দশমিক ৯১ বিলিয়ন ডলার। অর্থাৎ সরকারের ৫১ বিলিয়ন ডলারের লক্ষ্য মূলত বাংলাদেশ ব্যাংকের গ্রস রিজার্ভের হিসাব অনুযায়ী নির্ধারণ করা হয়েছে।

রেমিট্যান্স এখন অর্থনীতির সবচেয়ে বড় ভরসা : চলতি অর্থবছরে অর্থনীতির সবচেয়ে ইতিবাচক দিকগুলোর একটি হলোড়রেমিট্যান্স প্রবাহের শক্তিশালী উত্থান। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, চলতি মে মাসের প্রথম ২৩ দিনেই দেশে প্রায় ২ দশমিক ৯৮ বিলিয়ন ডলার রেমিট্যান্স এসেছে। গত বছরের একই সময়ে এই পরিমাণ ছিল ২ দশমিক ১১ বিলিয়ন ডলার। অর্থাৎ মাত্র এক বছরের ব্যবধানে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৪১ দশমিক ৩১ শতাংশ। ২৩ মে একদিনেই দেশে এসেছে ১৭৩ দশমিক ৬৪ মিলিয়ন ডলার রেমিট্যান্স। চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরের শুরু থেকে ২৩ মে পর্যন্ত মোট রেমিট্যান্সের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩২ দশমিক ৩১ বিলিয়ন ডলার। গত অর্থবছরের একই সময়ে যা ছিল ২৬ দশমিক ৬৪ বিলিয়ন ডলার। ফলে প্রায় ১১ মাসে রেমিট্যান্সে প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ২১ দশমিক ২৬ শতাংশ। অর্থনীতিবিদদের মতে, বাজারভিত্তিক বিনিময় হার, হুন্ডি নিয়ন্ত্রণে কঠোর নজরদারি, ব্যাংকিং চ্যানেলে অর্থ পাঠানো সহজ হওয়া এবং বিদেশে কর্মী পাঠানোর হার বৃদ্ধিড়এই চারটি কারণে রেমিট্যান্সে শক্তিশালী প্রবৃদ্ধি দেখা যাচ্ছে।

বিদেশে কর্মী যাওয়া বাড়ছে : রেমিট্যান্স বৃদ্ধির পেছনে বিদেশগামী কর্মীর সংখ্যাও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। চলতি অর্থবছরের প্রথম ৯ মাসে প্রতি মাসে গড়ে প্রায় ৮৯ হাজার ৮৭০ জন কর্মী বিদেশে গেছেন। আগের অর্থবছরে এই সংখ্যা ছিল প্রায় ৮৫ হাজার ৩৪০ জন। নতুন শ্রমবাজার উন্মুক্ত হওয়া এবং মধ্যপ্রাচ্য, মালয়েশিয়া ও অন্যান্য দেশে কর্মী নিয়োগ বাড়ায় আগামী বছরগুলোতেও রেমিট্যান্স প্রবাহ শক্তিশালী থাকার আশা করা হচ্ছে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক এখন ডলার কিনছে : একসময় বাজারে ডলার সংকট সামাল দিতে রিজার্ভ থেকে ডলার বিক্রি করতে হয়েছিল বাংলাদেশ ব্যাংককে। এখন পরিস্থিতি কিছুটা বদলেছে। ২৩ মে বাংলাদেশ ব্যাংক ৬টি বাণিজ্যিক ব্যাংকের কাছ থেকে ১২২ টাকা ৭৫ পয়সা বিনিময় হারে ৬ কোটি ডলার কিনেছে। শুধু মে মাসেই কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মোট ডলার ক্রয় দাঁড়িয়েছে ৬২৫ মিলিয়ন ডলার। আর চলতি অর্থবছরে মোট ডলার ক্রয়ের পরিমাণ বেড়ে হয়েছে প্রায় ৬ দশমিক ৩০ বিলিয়ন ডলার। অর্থনীতিবিদদের মতে, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ডলার কেনার অর্থ হচ্ছে বাজারে ডলারের সরবরাহ আগের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে অতিরিক্ত ডলার সংগ্রহ করে রিজার্ভ পুনর্গঠনের সুযোগ তৈরি হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন রয়ে গেছেড়রিজার্ভ বাড়বে নাকি বিনিয়োগ? রিজার্ভ বৃদ্ধির লক্ষ্যকে স্বাগত জানালেও অর্থনীতিবিদরা একটি মৌলিক প্রশ্ন তুলছেন। তাদের মতে, অর্থনীতি কি শুধু রিজার্ভ বাড়ানোর জন্য পরিচালিত হবে, নাকি বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান বাড়ানোর দিকেও সমান গুরুত্ব দেওয়া হবে? সিপিডির সম্মানীয় ফেলো ড. মোস্তাফিজুর রহমানের মতে, রিজার্ভ বাড়াতে হলে রেমিট্যান্স এবং বৈদেশিক সহায়তার প্রবাহ শক্তিশালী রাখতে হবে। কিন্তু একই সময়ে যদি বিনিয়োগ ও শিল্পায়ন বাড়ানো হয়, তাহলে মূলধনি যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল ও মধ্যবর্তী পণ্যের আমদানিও বাড়বে। আর আমদানি বাড়লে ডলারের চাহিদা বাড়বে, যা রিজার্ভ বৃদ্ধির গতি কমিয়ে দিতে পারে। অর্থাৎ সরকারের সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হবে রিজার্ভ বৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক সম্প্রসারণের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা।

আমদানি-রফতানির চিত্র এখনও পুরোপুরি স্বস্তিদায়ক নয় : চলতি অর্থবছরের প্রথম ৯ মাসে আমদানি বেড়েছে ৪ দশমিক ৫৫ শতাংশ। অন্যদিকে একই সময়ে রফতানি আয় কমেছে ৪ দশমিক ৩৮ শতাংশ। এ অবস্থায় বহিঃখাতের সামগ্রিক চিত্রকে পুরোপুরি শক্তিশালী বলা যাচ্ছে না। রফতানি প্রবৃদ্ধি প্রত্যাশিত মাত্রায় না বাড়লে দীর্ঘমেয়াদে শুধু রেমিট্যান্সের ওপর নির্ভর করে রিজার্ভ ধরে রাখা কঠিন হবে। তাই আগামী অর্থবছরের জন্য সরকার আমদানি প্রবৃদ্ধি ৮ দশমিক ৮ শতাংশ, রফতানি প্রবৃদ্ধি ৮ শতাংশ এবং রেমিট্যান্স প্রবৃদ্ধি ১৫ শতাংশ ধরা হয়েছে।

আইএমএফ ও উন্নয়ন সহযোগীদের অর্থ বড় ভূমিকা রাখবে : রিজার্ভ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগীদের অর্থায়নও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। সরকারি কর্মকর্তাদের মতে, বর্তমানে আইএমএফের সঙ্গে নতুন ঋণ কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা ইতিবাচক পর্যায়ে রয়েছে। বিদ্যমান ৫ দশমিক ৫ বিলিয়ন ডলারের কর্মসূচির পরিবর্তে ৫ থেকে ৬ বিলিয়ন ডলারের নতুন কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা চলছে। চুক্তি সম্পন্ন হলে আগামী অর্থবছরে আইএমএফ থেকে এক বিলিয়ন ডলারেরও বেশি বাজেট সহায়তা পাওয়া যেতে পারে। এ ছাড়া বিশ্বব্যাংক, এডিবি এবং অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগীদের কাছ থেকে আরও কয়েক বিলিয়ন ডলার সহায়তা আসার সম্ভাবনা রয়েছে। এসব অর্থ সরাসরি রিজার্ভ বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে। তবে একইসঙ্গে ভবিষ্যতে ঋণ পরিশোধ ও সুদের চাপও বাড়াবে।

সামনে যে ঝুঁকিগুলো রয়েছে : রিজার্ভ বৃদ্ধির পথে কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঝুঁকিও রয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যে সংঘাত দীর্ঘস্থায়ী হলে জ্বালানি আমদানির ব্যয় বাড়তে পারে। বৈশ্বিক অর্থনীতিতে মন্দা দেখা দিলে রফতানি আয় কমে যেতে পারে। শ্রমবাজার সংকুচিত হলে রেমিট্যান্সে ধাক্কা লাগতে পারে। অন্যদিকে অর্থনীতি চাঙা হলে বিনিয়োগ ও শিল্প উৎপাদন বাড়বে, যার ফলে আমদানি ব্যয়ও দ্রুত বাড়তে পারে। এ ছাড়া বৈদেশিক ঋণের ওপর অতি নির্ভরতা ভবিষ্যতে ঋণঝুঁকিও তৈরি করতে পারে।

ভারসাম্যের পরীক্ষায় সরকার : অর্থনীতির বাস্তবতা হলো, শুধু বড় অঙ্কের রিজার্ভ থাকলেই অর্থনীতি শক্তিশালী হয় না। একটি দেশের প্রকৃত শক্তি নির্ভর করে বিনিয়োগ, উৎপাদন, কর্মসংস্থান, রফতানি সক্ষমতা এবং টেকসই প্রবৃদ্ধির ওপর। বাংলাদেশ এখন এমন এক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছে, যেখানে একদিকে ডলার সংকট কাটিয়ে উঠতে হচ্ছে, অন্যদিকে অর্থনীতিকে নতুন করে গতি দিতে হচ্ছে। তাই আগামী অর্থবছরে ৫১ বিলিয়ন ডলারের রিজার্ভ অর্জনের লক্ষ্য নিঃসন্দেহে উচ্চাভিলাষী এবং ইতিবাচক। তবে সেই লক্ষ্য অর্জনের পাশাপাশি বিনিয়োগ, শিল্পায়ন ও কর্মসংস্থানের গতি ধরে রাখা আরও বড় চ্যালেঞ্জ। রেমিট্যান্স, রফতানি, বৈদেশিক সহায়তা এবং নতুন বিনিয়োগড়এই চারটি খাত একসঙ্গে শক্তিশালী থাকলে বাংলাদেশ শুধু রিজার্ভের নতুন রেকর্ডই গড়বে না, বরং আরও টেকসই ও শক্তিশালী অর্থনীতির ভিত্তিও তৈরি করতে পারবে।

টানা ছয় মাসে দেশে তিন বিলিয়নের বেশি প্রবাসী আয় : সদ্য বিদায়ী মে মাসেও দেশে প্রবাসী আয়ে (রেমিট্যান্স) বড় ধরনের ইতিবাচক ধারা বজায় রয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, গত মাসে দেশে প্রবাসী আয় এসেছে ৩৪২ কোটি ৫০ লাখ ৩০ হাজার মার্কিন ডলার। সোমবার বাংলাদেশ ব্যাংক মে মাসের প্রবাসী আয়ের তথ্য প্রকাশ করেছে।বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্যে দেখা যায়, সর্বশেষ গত মাসে যে পরিমাণ প্রবাসী আয় এসেছে তা গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ১৫ দশমিক ৩৪ শতাংশ বেশি। গত বছরের মে মাসে ২৯৬ কোটি ৯৪ লাখ ৬০ হাজার ডলার প্রবাসী আয় এসেছিল।বাংলাদেশ ব্যাংক জানিয়েছে, গত এপ্রিলে ৩১২ কোটি ৭০ লাখ ও মার্চে প্রায় ৩৭৫ কোটি ডলারের প্রবাসী আয় দেশে এসেছিল। এর আগে গত ফেব্রুয়ারিতে ৩০২ কোটি, জানুয়ারিতে ৩১৭ কোটি ও গত ডিসেম্বরে ৩২২ কোটি ডলার প্রবাসী আয় দেশে এসেছিল। ফলে গত ডিসেম্বর থেকে টানা ছয় মাস ধরে তিন বিলিয়ন বা তিন শ কোটি ডলারের বেশি প্রবাসী আয় দেশে এসেছে। প্রবাসী আয় সংগ্রহে শীর্ষে রয়েছে ইসলামী ব্যাংক। এরপরই প্রবাসী আয় বেশি এসেছে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের মাধ্যমে।

ব্যাংক খাতসংশ্লিষ্টরা বলছেন, পবিত্র ঈদুল ফিতর ও মধ্যপ্রাচ্যে ইরানের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের যুদ্ধের কারণে বাংলাদেশের প্রবাসী বাংলাদেশিরা মার্চ ও এপ্রিল মাসে বেশি অর্থ দেশে পাঠিয়েছেন। পবিত্র ঈদুল আজহা সামনে রেখে মে মাসেও সেই ধারা অব্যাহত ছিল। এ ছাড়া মধ্যপ্রাচ্য সংকটের কারণে প্রবাসী আয়ে ডলারের দাম বেশি পাওয়া যাচ্ছে। কারণ, দেশে ডলারের বিপরীতে টাকার মান কিছুটা কমেছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্যে দেখা যায়, ২০২৫-২৬ অর্থবছরের জুলাই থেকে মে পর্যন্ত ১১ মাসে দেশে মোট ৩ হাজার ২৭৫ কোটি ৬৮ লাখ ডলার প্রবাসী আয় এসেছে, যা আগের অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ১৯ শতাংশের বেশি। গত অর্থবছরের প্রথম ১১ মাসে ২ হাজার ৭৫০ কোটি ৬৯ লাখ ডলার প্রবাসী আয় এসেছিল।

কোন ব্যাংকে কত প্রবাসী আয় : দেশের বেসরকারি ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে সবচেয়ে বেশি প্রবাসী আয় দেশে এসেছে। মে মাসে প্রবাসীরা বেসরকারি ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে পাঠিয়েছেন প্রায় ২৩৮ কোটি ৬৭ লাখ ডলার। বেসরকারি ব্যাংকের মধ্যে এককভাবে সবচেয়ে বেশি প্রবাসী আয় এসেছে ইসলামী ব্যাংকের মাধ্যমে। মে মাসে ব্যাংকটির মাধ্যমে এসেছে প্রায় ৫৯ কোটি ২১ লাখ ডলার। আর বেসরকারি মালিকানাধীন ব্যাংকের মধ্যে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ প্রবাসী আয় এসেছে ব্র্যাক ব্যাংকের মাধ্যমে, প্রায় ৪১ কোটি ডলার। এ ছাড়া রাষ্ট্রায়ত্ত ছয় ব্যাংকের মাধ্যমে গত মাসে প্রায় ৫৬ কোটি ৬৫ লাখ ডলার প্রবাসী আয় এসেছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি এসেছে অগ্রণী ব্যাংকের মাধ্যমে, প্রায় সোয়া ২৪ কোটি ডলার। আর বিশেষায়িত কৃষি ব্যাংকের মাধ্যমে এসেছে প্রায় ৪৭ কোটি ডলার। সার্বিকভাবে প্রবাসী আয় আসার দিক থেকে কৃষি ব্যাংক দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, সোমবার দেশের মোট (গ্রস) বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩ হাজার ৪৭৭ কোটি বা ৩৪ দশমিক ৭৭ বিলিয়ন ডলার। আর আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) হিসাবপদ্ধতি বা বিপিএম-৬ অনুযায়ী রিজার্ভের পরিমাণ ৩ হাজার ১১ কোটি বা ৩০ দশমিক ১১ বিলিয়ন ডলার।

বিশ্বজুড়ে এল নিনোর আশঙ্কা

বাংলাদেশ ডেস্ক : বিশ্বজুড়ে জলবায়ু পরিস্থিতি আবারও এক অনিশ্চিত মোড়ে দাঁড়িয়ে। আন্তর্জাতিক আবহাওয়া বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করছেন, চলতি মাস থেকে আগস্টের মধ্যে তাপমাত্রা বাড়ানো জলবায়ুগত ঘটনা 'এল নিনো' তৈরি হওয়ার আশঙ্কা ৮০ শতাংশ। এর ফলে বিশ্বজুড়ে চরম আবহাওয়ার ঝুঁকি আরও বাড়তে পারে বলে জানিয়েছে বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থা (ডব্লিউএমও)। মঙ্গলবার এই পূর্বাভাস দিয়েছে সংস্থাটি। ডব্লিউএমও জানিয়েছে, আগামী কয়েক মাসের মধ্যে এল নিনো তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা প্রায় ৮০ শতাংশ। নভেম্বর নাগাদ এটি পূর্ণাঙ্গ রূপ নেওয়ার সম্ভাবনা ৯০ শতাংশেরও বেশি। উষ্ণমণ্ডলীয় প্রশান্ত মহাসাগরের পানির তাপমাত্রা অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে এল নিনো পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে বলে জানিয়েছে ডব্লিউএমও।

এটি বিশ্বজুড়ে তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাতের স্বাভাবিক নিয়মে বড় ধরনের প্রভাব ফেলতে যাচ্ছে। জুন থেকে আগস্ট মাসের পূর্বাভাসের ভিত্তিতে ডব্লিউএমও জানিয়েছে, বিশ্বের প্রায় সব প্রান্তেই স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি তাপমাত্রা বজায় থাকার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। এর ফলে কিছু অঞ্চলে একের পর এক প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকি তৈরি হতে পারে। আঞ্চলিক জলবায়ু কেন্দ্রগুলোর পূর্বাভাস অনুযায়ী, দক্ষিণ এশিয়ায় গড় বৃষ্টিপাতের চেয়ে কম মৌসুমি বৃষ্টিপাতের আশঙ্কা আছে। এর ফলে দীর্ঘস্থায়ী তাপপ্রবাহ, বনভূমিতে অগ্নিকাণ্ড এবং স্বাস্থ্যঝুঁকি বাড়তে পারে। এল নিনো হলো একটি প্রাকৃতিক জলবায়ুগত ঘটনা, যা ঘটে যখন মধ্য ও পূর্ব নিরক্ষীয় প্রশান্ত মহাসাগরের পানির তাপমাত্রা স্বাভাবিকের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে যায়।

দিল্লির হোটেল ভবনে ভয়াবহ আগুনে নিহত ২১, ছিলেন বিদেশিরাও

বাংলাদেশ ডেস্ক : ভারতের দিল্লির মালব্য নগরের একটি ভবনে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ২১ জন নিহত হয়েছে। ভবনটিতে একটি রেস্তোরাঁ ও একটি হোটেল আছে। পুলিশ বলেছে, নিহতদের মধ্যে আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের কয়েকজন নাগরিকও আছেন। সূত্র বলছে, ভবনটিতে লেমন গ্রিন নামের একটি রেস্তোরাঁ এবং ফ্লোরিশ স্টে বি নামের একটি হোটেল ছিল। সাকেত এলাকার ম্যাক্স হাসপাতালের কাছে ওই ভবনের অবস্থান। ঘটনাস্থল থেকে পাওয়া ভিডিওতে দেখা গেছে, ভবন থেকে ঘন ধোঁয়া ও আগুনের বিশাল শিখা বের হয়ে আসছে। পুলিশের সূত্রগুলো বলেছে, মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে। কারণ, আগুন লাগার সময় হোটেলের অনেক অতিথি ঘুমিয়ে ছিলেন। দিল্লির উপ-পুলিশ কমিশনার অনন্ত মিত্তাল বলেন, সকাল ৮টা ৪৮ মিনিটের দিকে মালব্য নগরের ফ্লোরিশ স্টেতে আগুন লাগার খবর পাওয়া যায়। স্থানীয় পুলিশ সদস্যরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার কাজ চালান, লোকজনকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেন এবং ত্রাণ কার্যক্রম শুরু করেন।

তিনি আরও বলেন, আগুন সফলভাবে নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে। পুলিশ, ফায়ার সার্ভিস এবং অন্যান্য জরুরি সেবাদানকারী সংস্থার সমন্বিত প্রচেষ্টায় ৪০ জনেরও বেশি মানুষকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য কাছাকাছি হাসপাতালগুলোতে পাঠানো হয়েছে।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

গ্রিনকার্ডের জন্য সবাইকে দেশে ফিরতে হবে না

(প্রথম পাতার পর)

অবস্থান পরিবর্তন করেছে। গত ২৯ মে সংস্থাটি জানায়, গ্রিনকার্ডের জন্য আবেদন করা সব অভিবাসীকেই নিজ দেশে ফিরে গিয়ে আবেদন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে না; বরং প্রতিটি আবেদন পৃথকভাবে মূল্যায়ন করে সিদ্ধান্ত নেবেন অভিবাসন কর্মকর্তারা। প্রতিবেদন নিউইয়র্ক টাইমস ও মিন্ট নিউজের।

আগের নির্দেশনায় কী ছিল : বিতর্কের সূত্রপাত হয় গত সপ্তাহে মার্কিন নাগরিকত্ব ও অভিবাসন সেবা সংস্থা (ইউএসসিসআইএস) প্রকাশিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিকে কেন্দ্র করে। ওই বিজ্ঞপ্তিতে এমন ইঙ্গিত দেয়া হয়েছিল যে, দীর্ঘদিনের প্রচলিত নীতি পরিবর্তন করে গ্রিনকার্ড আবেদনকারীদের যুক্তরাষ্ট্র ছেড়ে নিজ দেশে গিয়ে আবেদন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে।বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছিল, শুধুমাত্র 'বিশেষ পরিস্থিতি' ব্যতীত আবেদনকারীদের দেশত্যাগ করতে হবে। এই ঘোষণার পরপরই অভিবাসন আইনজীবী, ব্যবসায়ী সংগঠন এবং সম্ভাব্য গ্রিনকার্ড আবেদনকারীদের মধ্যে ব্যাপক উদ্বেগ ছড়িয়ে পড়ে।বিশেষজ্ঞদের মতে, এই নীতি কার্যকর হলে প্রতিবছর 'অ্যাডজাস্টমেন্ট অব স্ট্যাটাস' প্রক্রিয়ার মাধ্যমে গ্রিনকার্ডের আবেদন করা প্রায় ৮ লাখ ২০ হাজার মানুষ সরাসরি ভুক্তভোগী হতেন। ২০২৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রে মোট প্রায় ১৪ লাখ গ্রিনকার্ড অনুমোদন করা হয়েছিল।

নতুন ব্যাখ্যায় কী বলছে ডিএইচএস : গত ২৯ মে প্রকাশিত নতুন ব্যাখ্যায় ডিএইচএস জানায়, এটি কোনো নতুন নীতি নয়; বরং অভিবাসন কর্মকর্তাদের দীর্ঘদিনের বিদ্যমান বিবেচনামূলক ক্ষমতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। দুটি শ্রেণির অভিবাসী এই নীতির আওতায় বেশি প্রভাবিত হতে পারেন, যারা ভিসার মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়ার পরও যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করছেন এবং যেসব দেশের নাগরিকরা সরকারি সামাজিক সহায়তা কর্মসূচির ওপর তুলনামূলকভাবে বেশি নির্ভরশীল বলে বিবেচিত হন।হোয়াইট হাউজের এক জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা জানান, মূল নির্দেশনাটি বড় কোনো নীতিগত পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে নয়, বরং প্রশাসনিক প্রক্রিয়া হালনাগাদের অংশ হিসেবে জারি করা হয়েছিল। তবে প্রাথমিক বিজ্ঞপ্তিতে এ বিষয়ে কোনো স্পষ্ট ব্যাখ্যা ছিল না। এমনকি সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, নির্দেশনা প্রকাশের পর স্বরাষ্ট্র নিরাপত্তা বিভাগের কিছু কর্মকর্তাও এর প্রকৃত পরিধি সম্পর্কে নিশ্চিত ছিলেন না। সাবেক ইউএসসিআইএস কর্মকর্তা ও বর্তমানে থিংক ট্যাংক থার্ড ওয়ের সামাজিক নীতি বিভাগের প্রধান সারাহ পিয়ার্স বলেন, 'জনমতের তীব্র প্রতিক্রিয়ার মুখে প্রশাসন এখন নিজেদের তৈরি করা জটিলতা সামাল দেয়ার চেষ্টা করছে।' তার ভাষায়, বর্তমান প্রশাসনের অভিবাসন নীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো 'দেশের জন্য সর্বোত্তম কী হবে– তা বিবেচনা না করে চমক সৃষ্টি করাকে অগ্রাধিকার দেয়া।'

পারিবারিক গ্রিনকার্ড আবেদনকারীদের ঝুঁকি : আইন বিশেষজ্ঞদের মতে, যদি প্রাথমিক নির্দেশনাটি কঠোরভাবে কার্যকর করা হতো, তাহলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হতেন সেইসব অভিবাসী, যারা অস্থায়ী ভিসায় যুক্তরাষ্ট্রে এসে পরে মার্কিন নাগরিককে বিয়ে করেছেন এবং দীর্ঘদিনের প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রে থেকেই গ্রিনকার্ডের আবেদন করছিলেন। কারণ তারা দেশ ছেড়ে গেলে অনেক ক্ষেত্রে পুনরায় যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের ওপর কয়েক বছরের নিষেধাজ্ঞার মুখে পড়তে পারেন।

এখনও রয়ে গেছে অনেক প্রশ্ন : নতুন ব্যাখ্যার পরও বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অস্পষ্ট রয়ে গেছে। যুক্তরাষ্ট্রের নির্দেশনায় স্পষ্ট করা হয়নি, যেসব দেশের জন্য বর্তমানে অভিবাসী ভিসা প্রক্রিয়াকরণ স্থগিত রয়েছে, সেসব দেশের আবেদনকারীদেরও বিদেশে গিয়ে আবেদন করতে হবে কিনা। এছাড়া 'জাতীয় স্বার্থ' বিবেচনায় কারা ছাড় পাবেন, তারও কোনো নির্দিষ্ট সংজ্ঞা বা মানদণ্ড এখন পর্যন্ত প্রকাশ করা হয়নি। ফলে নতুন ব্যাখ্যা কিছুটা স্বস্তি দিলেও গ্রিনকার্ড প্রত্যাশী হাজারো অভিবাসী ও তাদের পরিবারের মধ্যে অনিশ্চয়তা এখনও পুরোপুরি কাটেনি।

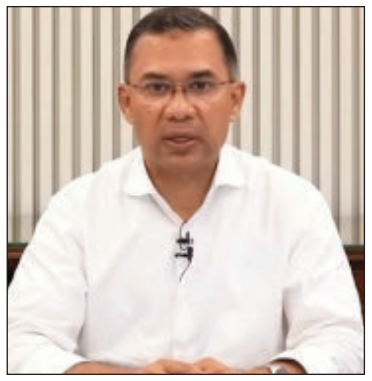

প্রতিষ্ঠানটির নাম পাল্টে মায়ের নামে করতে রাজি হলেন না প্রধানমন্ত্রী

ঢাকা : ঢাকার কেরানীগঞ্জ কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের নাম পরিবর্তন করতে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে প্রস্তাব পাঠিয়েছিল প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়; কিন্তু প্রস্তাবে সম্মত হননি প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। কেরানীগঞ্জ কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি ২০০৬ সালে ঢাকার কেরানীগঞ্জের হযরতপুরে প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর (বিএমইটি) অধীন পরিচালিত কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের একটি সূত্রে জানা গেছে, প্রবাসীকল্যাণ মন্ত্রণালয় ঈদুল আজহার আগে কেরানীগঞ্জ কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের নাম পরিবর্তন করে সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার নামে করার প্রস্তাব পাঠায়। ওই সূত্রের দাবি, মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রী প্রবাসীকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাব অনুমোদন করেননি। সূত্রটি আরও জানিয়েছে, মায়ের নামে নামকরণের প্রস্তাব অনুমোদন না করে উল্টো এ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী নতুন প্রতিষ্ঠান গড়ে নামকরণ করার অনুশাসন দেন।

বিষয়টিকে দেশের ক্ষমতাকেন্দ্রিক রাজনীতিতে নাম পরিবর্তনের ধারার বিপরীতে একটি দৃষ্টান্তমূলক অনুশাসন বলছেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাবের নোটে এই বলে অনুশাসন দিয়েছেন যে যদি নতুন নামকরণ করতে হয়, তাহলে নতুন প্রতিষ্ঠান গড়তে হবে। এর আগে মশা নিধনের উদ্ভাবনী কার্যক্রম দেখার জন্য চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের মেয়র শাহাদাত হোসেনসহ পাঁচ কর্মকর্তার যুক্তরাষ্ট্র সফরে যাওয়ার প্রস্তাব অনুমোদন দেননি প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। সোমবার প্রধানমন্ত্রীর প্রেস উইং জানায়, মশা নিধন শেখা বা দেখার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডায় যাওয়ার দরকার নেই, দেশেই সন্ধ্যার পর কোনো ডোবার পাশে অবস্থান করলে মশা নিধনের উদ্ভাবনী পদ্ধতি বের করা সম্ভব বলে অভিমত দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।

যশোরে নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর গাড়িবহরে হামলা, আহত ৪

ঢাকা : যশোরের বেনাপোল বাজার এলাকায় জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর গাড়িবহরে হামলার ঘটনা ঘটেছে। বুধবার (৩ জুন) দুপুর সোয়া ১টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। হামলায় অন্তত চারজন আহত হয়েছেন বলে জানিয়েছে দলটি। এনসিপির পক্ষ থেকে জানানো হয়, বেনাপোল বাজারে পৌঁছালে নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর গাড়িবহরকে লক্ষ্য করে চোরাগোপ্তা হামলা চালানো হয়। এতে ছাত্রশক্তি নেতা খান মিফতাহুল মোস্তাফিজ অমিত, তাসকিন আহমেদ তাজিম এবং যুবশক্তি নেতা রুপম আহসান অর্নবসহ চারজন আহত হন। তবে হামলার সময় গাড়িতে থাকা এনসিপির মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী, যুগ্ম সদস্য সচিব ফরিদুল হক এবং দলের অন্যান্য শীর্ষ নেতারা নিরাপদে রয়েছেন বলে নিশ্চিত করেছে দলটি।

হামলার পর আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তবে তাদের বর্তমান শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানা যায়নি। এ ঘটনায় কারা জড়িত ছিল এবং কী কারণে হামলা চালানো হয়েছে, সে বিষয়ে তাৎক্ষণিকভাবে কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি।

হজ ব্যবস্থাপনায় পরিবর্তন আসছে

(প্রথম পাতার পর)

হজ কার্যক্রমের তদারকি জোরদার করার লক্ষ্যে একগুচ্ছ সংস্কার আনতে যাচ্ছে সৌদি আরব। এসব সংস্কার বাস্তবায়নসহ আগামী বছরের হজ মৌসুমের প্রস্তুতি শুরু করেছে দেশটি। মক্কায় হজ ও ওমরাহবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক সমাপনী অনুষ্ঠানে হজ ও ওমরাহবিষয়ক মন্ত্রী তৌফিক আল রাবিয়াহ এসব পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করেন। সেখানে কর্মকর্তারা আগামী হজ মৌসুমের আগে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের হজবিষয়ক কার্যালয়গুলোর সঙ্গে সমন্বয় সাধনের প্রাথমিক রূপরেখা উপস্থাপন করেছেন। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনগুলোর একটি হচ্ছে সমন্বিত সেবা মডেল প্রবর্তন। এর আওতায় একটি একক বা ইউনিফাইড প্যাকেজের অধীন মক্কা ও মদিনার আবাসনের সঙ্গে পরিবহন ও খাবারের সেবাকে যুক্ত করা হয়েছে। সৌদি কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, সৌদি আরবে অবস্থানকালে এসব সেবা হজযাত্রীদের ভ্রমণ কর্মসূচির বাধ্যতামূলক অংশ হয়ে উঠবে।

মন্ত্রণালয় হজ প্যাকেজ পুনর্গঠনেরও ঘোষণা দিয়েছে। বিদ্যমান অফারগুলো কমিয়ে তিনটি শ্রেণিতে নামিয়ে আনা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হলো হজযাত্রীদের চাহিদা ও পছন্দের সঙ্গে আরও ভালোভাবে সামঞ্জস্য রেখে অধিকতর সেবা দেওয়া। নতুন এই ব্যবস্থায় বর্তমান প্যাকেজগুলোর মধ্যে থাকা 'প্যাকেজ ডি' বন্ধ করে দেওয়া হবে। কার্যক্রমের মান উন্নত করার লক্ষ্যে আরও একটি পদক্ষেপ হিসেবে সৌদি কর্তৃপক্ষ হজবিষয়ক কার্যালয়গুলোয় কর্মরত কর্মীদের জন্য বাধ্যতামূলক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চালু করবে। হজ কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত প্রয়োজনীয় ভিসা ও অনুমতিপত্র (পারমিট) পাওয়ার ক্ষেত্রে এ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি সম্পন্ন করা পূর্বশর্ত হিসেবে গণ্য হবে। মন্ত্রণালয় ১৪৪৮ হিজরির (২০২৭ সাল) হজ মৌসুমের প্রস্তুতির সময়সূচিও নির্ধারণ করেছে। চলতি মাসের ৩০ জুন থেকে হজবিষয়ক কার্যালয় এবং আন্তর্জাতিক হজসেবা প্রদানকারীরা মক্কা ও মদিনায় আবাসনের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বুকিং বা সংরক্ষণ নিশ্চিত করতে পারবেন। মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, যেসব সংস্থা পবিত্র স্থানগুলোয় (মিনা-আরাফাহ) তাদের বিদ্যমান অবস্থান বা জায়গা ধরে রাখতে চায়, নতুন সমন্বিত সেবা প্যাকেজে চুক্তি করার সময় তাদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। এই বুকিংয়ের সময়সীমা চলতি বছরের ১৩ আগস্ট পর্যন্ত চলবে। বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম এই বার্ষিক ধর্মীয় সমাবেশ ব্যবস্থাপনাকে আধুনিকায়নের অংশ হিসেবে সৌদি আরব হজযাত্রীদের অভিজ্ঞতা উন্নত করতে, কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করতে এবং সেবার মান শক্তিশালী করতে নানামুখী প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে; এসব পদক্ষেপ তারই অংশ।

পবিত্র ওমরাহর ভিসা আবেদন শুরু কবে

নতুন মৌসুমে পবিত্র ওমরাহ পালনে ইচ্ছুক মুসল্লিরা আগামী বছরের ২৩ মার্চ পর্যন্ত সৌদি আরবে প্রবেশ করতে পারবেন। সৌদি আরবের 'জেনারেল অথরিটি ফর দ্য অ্যাফেয়ার্স অব দ্য টু হোলি মস্ক' এ তথ্য জানিয়েছে। এ বছরের হজ মৌসুম শেষ হওয়ার পর ১৪৪৮ হিজরি সনের ওমরাহ মৌসুমের প্রস্তুতির অংশ হিসেবে সৌদি আরব সোমবার থেকে নতুন ওমরাহ মৌসুমের জন্য ভিসা দেওয়া শুরু করছে। সৌদি আরবের হজ ও ওমরাহ মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, নতুন ওমরাহ মৌসুমের জন্য ভিসা প্রদান ও আন্তর্জাতিক ওমরাহযাত্রীদের সৌদি আরবে আগমন সোমবার শুরু হচ্ছে, যা ২৩ মার্চ ২০২৭ পর্যন্ত চলবে।

এখন থেকে ওমরাহযাত্রীরা পবিত্র মক্কায় প্রবেশ করতে পারবেন এবং সরকারের নুসুক অ্যাপের মাধ্যমে ওমরাহর অনুমতিপত্র সংগ্রহ করতে পারবেন। এ প্ল্যাটফর্ম পারমিট, বুকিং ও হজ-ওমরাহসংক্রান্ত সেবা দেওয়ার জন্য সৌদি আরবের একক ডিজিটাল সেবা-প্রবেশদ্বার হিসেবে কাজ করে। মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, ১৪৪৮ হিজরি সনের ১ শাওয়াল, অর্থাৎ আগামী বছরের ৯ মার্চ হবে ওমরাহ ভিসা দেওয়ার শেষ দিন। ওমরাহযাত্রীদের সৌদি আরবে প্রবেশের শেষ সময়সীমা ২৩ মার্চ ২০২৭। এ ছাড়া সব ওমরাহযাত্রীকে একই বছরের ৭ এপ্রিলের মধ্যে সৌদি আরব ছাড়তে হবে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে নুসুক প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ওমরাহ সেবার ডিজিটাল রূপান্তর ত্বরান্বিত করেছে সৌদি আরব। এর অংশ হিসেবে চালু করা হয়েছে ইলেকট্রনিক পারমিট, স্বয়ংক্রিয় চুক্তিপ্রক্রিয়া ও কিউআর কোডভিত্তিক যাচাই ব্যবস্থা। এ ছাড়া 'ভিশন ২০৩০'এর আওতায় আরও বেশিসংখ্যক হজ ও ওমরাহযাত্রীকে সেবা দিতে পরিবহন ও আতিথেয়তা খাতের অবকাঠামো সম্প্রসারণ করছে সৌদি আরব।

যুক্তরাষ্ট্রে তিন বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ মূল্যস্ফীতি

বাংলাদেশ ডেস্ক : গত মাসে গ্যাসের দাম আবারও বেড়ে যাওয়ায় যুক্তরাষ্ট্রে মূল্যস্ফীতি ঊর্ধ্বমুখী হয়েছে এবং সাধারণ মানুষের আর্থিক চাপ আরও বেড়েছে। নতুন এক প্রতিবেদনে দেখা গেছে, যুক্তরাষ্ট্রের পারিবারিক সঞ্চয় চার বছরের মধ্যে এপ্রিলেই হয়েছে সবচেয়ে কম। ইরান যুদ্ধের কারণে তেলের দাম যে হারে বেড়েছে, তার প্রভাবে এপ্রিল মাসে ফেডারেল রিজার্ভের পছন্দের মূল্যসূচক (পিসিই) বেড়ে হয়েছে ৩ দশমিক ৮ শতাংশ, মার্চে যা ছিল ৩ দশমিক ৫ শতাংশ। মার্কিন বাণিজ্য বিভাগের তথ্য অনুযায়ী, মাসিক ভিত্তিতে এপ্রিলে ব্যক্তিগত ভোগব্যয় সূচক বেড়েছে শূন্য দশমিক ৪ শতাংশ, মার্চে যা ছিল শূন্য দশমিক ৭ শতাংশ, অর্থাৎ মার্চের তুলনায় কিছুটা ধীর। অর্থনীতির প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ ভোক্তা ব্যয়ের ওপর নির্ভরশীল, এপ্রিলে তা বেড়েছে শূন্য দশমিক ৫ শতাংশ। তবে মার্চে প্রবৃদ্ধি ছিল ১ শতাংশ, সেখানে এই গতি তুলনামূলকভাবে কম। মূল্যস্ফীতি সমন্বয় করে হিসাব করলে দেখা যায়, প্রকৃত ব্যয় বেড়েছে মাত্র শূন্য দশমিক ১ শতাংশ। কর ফেরতের কারণে সাময়িকভাবে কিছুটা স্বস্তি পাওয়া অনেক পরিবার জ্বালানি দামের ধাক্কা সামাল দিতে পেরেছে। তবে অর্থনীতিবিদেরা সতর্ক করে বলেছেন, ক্রমবর্ধমান ব্যয়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এই সক্ষমতা দীর্ঘদিন ধরে রাখা কঠিন হবে।

নেশনওয়াইড মিউচুয়ালের প্রধান অর্থনীতিবিদ ক্যাথি বোস্টজ্যানসিক বলেন, পরিবারগুলো এখন উচ্চ মূল্যস্ফীতির চাপ স্পষ্টভাবে অনুভব করছে। এক মাসে ভোক্তাদের আয় ছিল প্রায় স্থির। কর-পরবর্তী আয় কমেছে শূন্য দশমিক ১ শতাংশ, মূল্যস্ফীতি সমন্বয় করার পর প্রকৃত আয় কমেছে শূন্য দশমিক ৫ শতাংশ। এই অবস্থায় মানুষ সঞ্চয় ভাঙিয়ে খরচ চালাচ্ছে। এপ্রিলে ব্যক্তিগত সঞ্চয়ের হার নেমে এসেছে ২ দশমিক ৬ শতাংশে, ২০২২ সালের জুনের পর যা সর্বনিম্ন। চলতি বছরের শুরুতে এই হার ছিল ৪ দশমিক ৩ শতাংশ। ন্যাভি ফেডারেল ক্রেডিট ইউনিয়নের প্রধান অর্থনীতিবিদ হিদার লং লিখেছেন, আমেরিকানরা এখন আর্থিকভাবে চাপে আছে। মূল্যস্ফীতি ৩ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ পর্যায়ে এবং ব্যক্তিগত সঞ্চয় গত ২০ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন পর্যায়ের কাছাকাছি নেমে এসেছে। অনেকেই এখন আয় থেকে বেশি ব্যয় করছেন, বিষয়টি টেকসই নয়, বিশেষ করে নিম্ন ও মধ্যবিত্তদের জন্য। মূল্যস্ফীতির আবারও উল্টো পথে : ফ্যাক্টসেটের পূর্বাভাসে বলা হয়েছিল, এপ্রিলে মাসিক মূল্যস্ফীতি শূন্য দশমিক ৫ শতাংশ এবং বার্ষিক ভিত্তিতে ৩ দশমিক ৯ শতাংশ হতে পারে। ব্যয় বৃদ্ধিও শূন্য দশমিক ৩ শতাংশে নামতে পারে। গত মাসে ব্যয়ের বড় অংশই গেছে গ্যাস ও নিত্যপ্রয়োজনীয় খাতে, জ্বালানি, বিদ্যুৎ, বাসস্থান ও খাদ্য মিলিয়ে মোট ব্যয় বৃদ্ধির প্রায় অর্ধেক এসেছে এসব খাত থেকে। তবে মানুষ এখনো ঐচ্ছিক খাতে ব্যয় কমায়নি; বিনোদন ও রেস্তোরাঁয় খরচ বরং বেড়েছে।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

নিউইয়র্কে জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান

নিউইয়র্ক : সিলেট জেলা পরিষদের প্রশাসক আবুল কাহের চৌধুরী শামীমের যুক্তরাষ্ট্র আগমন উপলক্ষে প্রবাসী জালালাবাদবাসীর পক্ষ থেকে সংবর্ধনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনকের উদ্যোগে গত ৩১ মে দুপুর ২টায় ওজোন পার্কের মোম'স পার্টি হলে এ অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। এতে সিলেট বিভাগের বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষসহ বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশি অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনকের সভাপতি বদরুল খান। ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক রোকন হাকিম অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন। শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত ও দোয়া করেন সংগঠনের সাবেক সহ-সভাপতি মাওলানা সাইফুল আলম সিদ্দিকী। স্বাগত বক্তব্য রাখেন কোষাধ্যক্ষ মুহাম্মদ আলিম। এছাড়া শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন সহ-সভাপতি মো. শফিউদ্দিন তালুকদার, বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ আতিকুল হক আহাদ, সিলেট সদরের রাজনীতিবিদ মাহবুব রহমান চৌধুরী, সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক মানিক আহমেদ, কমিউনিটি এক্টিভিস্ট খলিলুর রহমান ও সদস্য মো. দেলোয়ার হোসেন মানকি।

অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বোর্ড অব ট্রাস্ট্রির সদস্য ছদরুন নূর, বাংলাদেশ সোসাইটির ট্রাস্টি সদস্য আজিমুর রহমান বুরহান ও ফকরুল ইসলাম দেলোয়ার, সাবেক ট্রাস্টি এডভোকেট নাসির উদ্দিন, মকবুল রাহিম চুনই, সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার সালেহ আহমেদ চৌধুরী এবং বাংলাদেশ সোসাইটির প্রধান নির্বাচন কমিশনার আবু নাসের প্রমুখ। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সাবেক সহ-সভাপতি সাব্বির হোসেন, লাখাই ইউনিয়নের চেয়ারম্যান তাজুল ইসলাম তালুকদার, চেয়ারম্যান লিয়াকত আলী, হবিগঞ্জ জেলা কল্যাণ সদস্য কবি আবু তাহের, বাংলাদেশ সোসাইটির প্রচার ও গণসংযোগ সম্পাদক রিজু মোহাম্মদ, সদস্য হাসান খান, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মিসবা আবিদীন, ছমির উদ্দিন, গওহর চৌধুরী কিনু, বিনানিবাজার সমিতির প্রধান নির্বাচন কমিশনার আজিজুর রহমান পাখি, মো. শামসুল আলম, শাহ স্বপন, আব্দুস শহীদ, মাহবুব আহমেদসহ আরও অনেকে।

বক্তারা প্রবাসীদের দীর্ঘদিনের বিভিন্ন দাবি ও সমস্যার কথা তুলে ধরেন। এর মধ্যে রয়েছে প্রবাসীদের জন্য সহজ ও কার্যকর ভোটাধিকার নিশ্চিত করা, নিবন্ধন প্রক্রিয়ার জটিলতা দূর করা, সিলেট অঞ্চলের উন্নয়নে অবকাঠামোগত বিনিয়োগ বৃদ্ধি, প্রবাসীদের জন্য নিরাপদ আবাসন প্রকল্প 'প্রবাসী পল্লি' গড়ে তোলা, বিদেশফেরতদের জন্য সহায়তা বৃদ্ধি, বিমান যোগাযোগ সহজ করা এবং ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের আধুনিকায়ন ও আন্তর্জাতিক ফ্লাইট সম্প্রসারণ। এছাড়া সিলেটের গ্যাস সম্পদের ন্যায্য ব্যবহার এবং বন্যা সমস্যার স্থায়ী সমাধানের দাবিও জানানো হয়।

শেষে অতিথিদের হাতে সংগঠনের পক্ষ থেকে সম্মাননা স্মারক তুলে দেওয়া হয়।

নিউইয়র্ক গ্লোবাল শর্ট ফিল্ম ফেস্ট ৮ আগস্ট

নিউইয়র্ক: আন্তর্জাতিক অঙ্গনে নতুন মাত্রা যোগ করতে যাচ্ছে নিউইয়র্ক গ্লোবাল শর্ট ফিল্ম ফেস্ট ২০২৬ 'সিজন ওয়ান'।

আগামী ৮ আগস্ট শনিবার দিনব্যাপী এই চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হবে নিউইয়র্কে। প্রথমবারের মতো আয়োজিত হতে যাওয়া এই উৎসব চলচ্চিত্রপ্রেমী ও নির্মাতাদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফর্ম হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। উৎসবের আয়োজন করছে অলাভজনক সংস্থা নিউইয়র্ক ফিল্ম ফাউন্ডেশন। এবারের সিজনের প্রধান পার্টনার হিসেবে থাকছে ডায়াসপোরা ইউএসএ। প্রথম সিজনে মোট ১১টি ক্যাটাগরিতে স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র এবং প্রামাণ্যচিত্র জমা নেয়া চলছে। সাবমিশন ওপেন হওয়ার এক মাসের মধ্যেই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে ২৬৫টি চলচ্চিত্র জমা পড়েছে। আগামী ৫ জুলাই পর্যন্ত এই উৎসবে চলচ্চিত্র জমা দেয়া যাবে।

উৎসবের অন্যতম সহযোগী আন্তর্জাতিক প্লাটফর্ম ফিল্মফ্রিওয়ের মাধ্যমে চলচ্চিত্র জমা নেয়া হচ্ছে। এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি চলচ্চিত্র জমা পড়েছে যুক্তরাষ্ট্র থেকে। এ ছাড়া বাংলাদেশ, ভারত, এশিয়ার বিভিন্ন দেশ, মধ্যপ্রাচ্য, ইউরোপ, আফ্রিকা, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন দেশ থেকে চলচ্চিত্র জমা পড়েছে। এই বিপুল সাড়ায় মুগ্ধ আয়োজকরা। বিশেষ করে ফিল্মফ্রিওয়ে এই উৎসবকে 'বেস্ট সেলার' হিসেবে ঘোষণা দিয়েছে। উৎসব পরিচালক ও নিউইয়র্ক ফিল্ম ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা শামীম আল আমিন জানান, আগামী ৮ আগস্ট শনিবার আয়োজনটি চলবে সকাল ১১টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত, দুটি আলাদা ভেন্যুতে। উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান, সেমিনার, ওয়ার্কশপ এবং চলচ্চিত্র প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হবে সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত জ্যামাইকার কুইন্স লাইব্রেরী সেন্ট্রালের মিলনায়তনে। এরপর বিকেল ৫টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত দ্বিতীয় ভেন্যু জ্যামাইকা সেন্টার ফর আর্টস এন্ড লার্নিং (ঔঈঅখ)-এ অনুষ্ঠিত হবে চলচ্চিত্র প্রদর্শনী, আলোচনা এবং পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান।

আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এবারের উৎসবে মোট ১১টি ক্যাটাগরিতে পুরস্কার দেয়া হবে। গত তিন বছরের মধ্যে নির্মিত স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র ও ডকুমেন্টারি জমা দেওয়ার সুযোগ থাকছে। একইসঙ্গে শিক্ষার্থী ও নবীন নির্মাতাদের জন্য আলাদা বিভাগ রাখা হয়েছে। অংশগ্রহণকারীরা একাধিক ক্যাটাগরিতে চলচ্চিত্র জমা দিতে পারছেন। আমেরিকার খ্যাতিমান চলচ্চিত্র নির্মাতা লিয়ার লেভিন এবারের উৎসবের জুরি বোর্ডের প্রধান হিসেবে থাকছেন। তার নেতৃত্বে বেশ কয়েকজন চলচ্চিত্র সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিত্ব থাকবেন জুরি বোর্ডে। শামীম আল আমিন আরও জানিয়েছেন, এই চলচ্চিত্র উৎসবটি প্রতিবছর অনুষ্ঠিত হবে।

চলচ্চিত্রের মাধ্যমে সমাজ সচেতনার বার্তা ছড়িয়ে দেয়া, চলচ্চিত্রের প্রতি মানুষকে আকৃষ্ট করা, নবীনদের সহায়তা, ওয়ার্কশপ, সেমিনার ইত্যাদি আয়োজনের মাধ্যমে কাজ করতে গড়ে তোলা হয়েছে নিউইয়র্ক ফিল্ম ফাউন্ডেশন। চলচ্চিত্রের পাশাপাশি ফটোগ্রাফি নিয়েও করার করার পরিকল্পণা রয়েছে সংগঠনের। এরিমধ্যে চলচ্চিত্র ও ফটোগ্রাফি সংশ্লিষ্ট একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব যুক্ত হয়েছেন এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে।

এবারের উৎসবের আহবায়ক ও বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ডা. প্রতাপ দাস। তিনি আশা প্রকাশ করেন, বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে অংশ নেয়া মানসম্মত চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর মধ্য দিয়ে সবার মন জয় করবে এই উৎসব। তিনি বলেন, নিউইয়র্কের দর্শকদের জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক আয়োজন হতে যাচ্ছে।

ডিসেম্বরেই বিএনপির জাতীয় কাউন্সিল

ঢাকা : প্রায় ৯ বছর পর জাতীয় কাউন্সিল আয়োজনের প্রস্তুতি নিচ্ছে ক্ষমতাসীন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)। আগামী ডিসেম্বরে দলের সপ্তম জাতীয় কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হতে পারে বলে জানিয়েছেন দলটির নেতারা। কাউন্সিল সামনে রেখে সারা দেশের জেলা ও ইউনিট কমিটি পুনর্গঠনের কাজও শুরু হয়েছে। ঈদুল আজহার পর এ কার্যক্রম আরও জোরদার হবে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা। বিএনপি নেতারা বলছেন, এবারের কাউন্সিলকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। নতুন নেতৃত্ব নির্বাচন, সাংগঠনিক পুনর্গঠন এবং রাজপথে আন্দোলন-সংগ্রামে সক্রিয় নেতাদের মূল্যায়নের মাধ্যমে দলকে আরও কার্যকরভাবে গড়ে তোলাই হবে মূল লক্ষ্য। বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান এমন নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চান, যারা রাজনৈতিকভাবে প্রতিপক্ষকে মোকাবিলায় রাজপথে কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবেন। দলীয় সূত্র জানায়, কাউন্সিলের আগে ঢাকা মহানগর উত্তর ও দক্ষিণ বিএনপিসহ বিভিন্ন অঙ্গসংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটিও ঘোষণা করা হতে পারে। ইতোমধ্যে এসব কমিটির খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে এবং যাচাই-বাছাই চলছে। বিএনপি নেতাদের ভাষ্য, দীর্ঘদিন রাজনৈতিক প্রতিকূলতা, হামলা-মামলা ও সাংগঠনিক সীমাবদ্ধতার কারণে দলীয় সর্বোচ্চ এ আয়োজন অনেকটাই সীমিত ছিল। তবে বর্তমান রাজনৈতিক বাস্তবতায় এবার উৎসবমুখর পরিবেশে বড় পরিসরে কাউন্সিল আয়োজনের পরিকল্পনা রয়েছে। বিএনপির সর্বশেষ জাতীয় কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়েছিল ২০১৬ সালের ১৯ মার্চ ঢাকার ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনে। ওই কাউন্সিল উদ্বোধন করেছিলেন দলীয় চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া। গঠনতন্ত্র অনুযায়ী প্রতি তিন বছর পর কাউন্সিল হওয়ার কথা থাকলেও রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে হামলা-মামলার কারণে দীর্ঘকাল তা সম্ভব হয়নি। এর আগে ২০০৯ সালে দলের পঞ্চম কাউন্সিল হয়েছিল। আগামী কাউন্সিল হবে সরকারে থেকে দলের দ্বিতীয় কাউন্সিল। বিএনপি ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় দলের চতুর্থ কাউন্সিল করেছিল ১৯৯৩ সালে। ২০১১ সাল থেকে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত মহাসচিবের দায়িত্ব পালন করছিলেন মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। সর্বশেষ কাউন্সিলের পর ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব থেকে ভারমুক্ত হন তিনি। খালেদা জিয়া কারাগারে যাওয়ার পর গঠনতন্ত্রের ৭(গ) ধারা অনুযায়ী প্রায় আট বছর ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন তারেক রহমান। পরে গত ৩০ ডিসেম্বর খালেদা জিয়ার মৃত্যুর পর ৯ জানুয়ারি স্থায়ী কমিটির বৈঠকে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে চেয়ারম্যানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তার নেতৃত্বেই এবার প্রথম জাতীয় কাউন্সিল হতে যাচ্ছে। দলের মহাসচিবের পদ নিয়েও আলোচনা চলছে। দীর্ঘদিন ধরে দলের মহাসচিবের দায়িত্ব পালন করা মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এবার অবসরে যাওয়ার কথা জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, বয়স ও শারীরিক অসুস্থতার কারণে আগামী কাউন্সিলের পর দায়িত্ব ছাড়তে চান। এ কারণে নতুন মহাসচিব কে হচ্ছেন, তা নিয়েও দলীয় নেতাকর্মীদের মধ্যে আলোচনা শুরু হয়েছে। তবে এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন দলের চেয়ারম্যান। ঢাকা বিভাগীয় সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক নজরুল ইসলাম আজাদ বলেন, চলতি বছরের মধ্যেই জাতীয় কাউন্সিল আয়োজনের নির্দেশনা দিয়েছে দলীয় হাইকমান্ড। একই সঙ্গে সারা দেশের সাংগঠনিক জেলা ও ইউনিট কমিটিগুলোর পুনর্গঠনের কাজ শেষ করার নির্দেশনাও দেওয়া হয়েছে। ঈদের পর এ কার্যক্রমে আরও গতি পাবে। বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব সৈয়দ এমরান সালেহ প্রিন্সও জানিয়েছেন, চলতি বছরের ডিসেম্বরের দিকে দলের সপ্তম কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হতে পারে। আর মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর দলের স্থায়ী কমিটির সর্বশেষ বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের বলেছেন, কাউন্সিলের সব প্রস্তুতি সম্পন্ন করতে কয়েক মাস সময় লাগবে এবং খুব দ্রুত দলকে কাউন্সিলের দিকে এগিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। দলের রেগুলার কাজকর্ম চালু রাখার জন্য চেয়ারম্যান তারেক রহমান এই বৈঠক ডেকেছিলেন। তিনি আরও বলেছেন, দল সরকার গঠনের পর যে কর্মসূচি নিয়েছে, সেগুলো সম্পর্কে তিনি দলের মতামত অর্থাৎ স্থায়ী কমিটির মতামত নিয়েছেন। সেই সঙ্গে অনেক সদস্য তাদের কিছু কিছু পরামর্শ দিয়েছেন।

জনগণ যখন ঘুমিয়ে যান, তখন তেলের দাম বাড়ানো হচ্ছে : বিরোধীদলীয় নেতা

ঢাকা : বিরোধীদলীয় নেতা ও বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমান বলেছেন, জনগণ যখন ঘুমিয়ে যান, তখন তেলের দাম বাড়ানো হচ্ছে। এক মাসের ব্যবধানে আবার পাঁচ টাকা বাড়ানো হয়েছে। এটা জনগণের ওপর জুলুম। সামনে বাজেট অধিবেশন ছিল, সেখানে আলোচনা করে ব্যবস্থা নেওয়া যেত। তার কিছুই সরকার না করে তড়িঘড়ি করে পাশ কাটিয়ে এই কাজ করেছে, এটা জনগণের সঙ্গে প্রতারণা। মঙ্গলবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে সিলেট সদরে ধর্ষণচেষ্টার পর হত্যার শিকার চার বছরের শিশুর বাড়িতে গিয়ে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করেন শফিকুর রহমান। পরে তিনি সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন তিনি। দেশ ভালো নেই মন্তব্য করে শফিকুর রহমান বলেন, দেশের এতগুলো মানুষ জীবন দেওয়ার পর যে প্রত্যাশার সৃষ্টি হয়েছিল, সে প্রত্যাশার বিপরীতে এখন দেশ। তবে ওই স্রোত যতই ভয়াবহ হোক, সেই স্রোতের বিরুদ্ধে তাঁরা লড়াই করে যাবেন।
ওই শিশুর বাড়িতে বিরোধীদলীয় নেতা বলেন, ধর্ষণচেষ্টার পর চার বছরের শিশুকে হত্যার ২৮ দিন পার হলেও বিচারপ্রক্রিয়া দৃশ্যমানভাবে এগোয়নি। তিনি দ্রুত অভিযোগপত্র দাখিল ও বিচারকাজ সম্পন্নের দাবি জানান। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান পল্লবীতে ধর্ষণের পর হত্যার শিকার শিশুটির বিচারের ব্যাপারে যেমন ঘোষণা দিয়েছিলেন, এই শিশুর ক্ষেত্রেও এমন ঘোষণা দাবি করেন। বিরোধীদলীয় নেতা শিশুটির পরিবারের পাশে থাকার জন্য তাদের প্রতিবেশীদের প্রতি আহ্বান জানান। বলেন, 'আমাদের সংগঠনও তাদের পাশে থাকবে। আমরা বিপদে পাশে দাঁড়ানোর দায়িত্ব পালন করতে পারি। আমরা লোকদেখানো কোনো কিছু করতে চাই না। বাংলাদেশের যেখানে এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে, আমরা সীমিত সামর্থ্যের ভেতরে মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে বলছি, আমি আপনার বিপদ দূর করতে পারব না, কিন্তু কষ্টের ভাগ নিতে এসেছি।' যেখানেই মানুষ নির্যাতনের শিকার হবে, সেখানেই জামায়াতে ইসলামী পাশে দাঁড়াবে জানিয়ে শফিকুর রহমান বলেন, 'নির্যাতিত ব্যক্তি কোন দল, মত বা ধর্মেরড়সেটি আমাদের বিবেচ্য নয়, আমরা তাকে মানুষ হিসেবেই দেখি।' তিনি সমাজের লম্পটদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করার দাবি জানান। নইলে তাদের দৌরাত্ম্য বেড়ে যাবে। সরকার জনগণের পাহারাদার মন্তব্য করে বিরোধীদলীয় নেতা বলেন, 'কেউ ক্ষমতায় গেলে তার বিনয়ী হওয়া উচিত। কারণ, সরকার হচ্ছে জনগণের পাহারাদার। অথচ তারা দেশবাসীকে তাদের ভাড়াটিয়া মনে করেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্ব দুষ্কৃতকারীদের খুঁজে বের করা এবং আইনমন্ত্রীর দায়িত্ব বিচার নিশ্চিত করা। সিলেটের শিশুটির সঙ্গে অপকর্ম অপরাধী একা করেননি, তাঁর পরিবারের লোকজনও জড়িত বলে সবাই বলেছেন। তাঁদেরও আইনের আওতায় নিয়ে আসতে হবে।' এ সময় জামায়াতের কেন্দ্রীয় সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল ও প্রচার সেক্রেটারি এহসানুল মাহবুব জুবায়ের, কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য ও সিলেট মহানগর আমির মুহাম্মদ ফখরুল ইসলাম, জেলা আমির হাবিবুর রহমান, মহানগর নায়েবে আমির নুরুল ইসলাম বাবুল, জেলা নায়েবে আমির আবদুল হান্নান, মহানগর সেক্রেটারি মোহাম্মদ শাহজাহান আলীসহ দলীয় নেতারা উপস্থিত ছিলেন। সিলেটের চার বছরের শিশুটি গত ৬ মে নিখোঁজ হয়। দুদিন পর ৮ মে বাড়ির কাছে ডোবার পাশ থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনায় শিশুটির মা হত্যা ও লাশ গুমের অভিযোগে মামলা করেন। সেই মামলায় ১১ মে রাতে জাকির হোসেন (৩০) নামে একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। তিনি আদালতে স্বীকারোক্তি দিয়েছেন, ধর্ষণচেষ্টা করলে শিশুটি অজ্ঞান হয়ে যায়; পরে তাকে শ্বাসরোধে হত্যা করে স্যুটকেসে করে লাশ খাটের নিচে লুকিয়ে রেখেছিলেন তিনি।

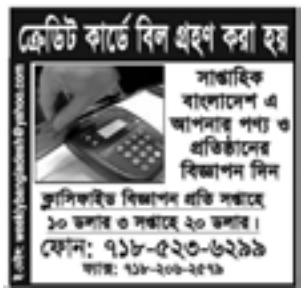

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

আমার বিচিত্র জীবন–১৩

(শেষ পাতার পর)

ইউকেলিপটাস গাছ জমজ দুই ভাইয়ের মত পরস্পর জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে আছে। মাঝে মাঝে উঁকি দিয়ে ওরা আকাশের মেঘ ছুঁতে চাইছে। ইউকেলিপটাসের ডালে বসে কোকিল ডাকছে। গ্রামে আমি কোকিলের ডাকের মধ্যে বিরহ শুনেছি কিন্তু জিয়াউদ্দিনের কোকিল মিলনের সুরে ডাকছে। একটি নয়, দুটি কোকিল পাশাপাশি বসে আছে। এর আগে আমি কখনো জোড়া কোকিল দেখিনি। বড়ো টিনশেডের সঙ্গে লাগানো একটি ছোট্ট এক্সটেনশন, যেটির ওপরে একচালা টিনের চাল। একদিকের দেয়াল তো মূল ঘরের দেয়াল দিয়েই তৈরি হয়ে গেছে, অন্য তিনদিকের দেয়ালের নিচের অর্ধেকটা ইটের, ওপরের অর্ধেকাংশে বাঁশের বেড়া। এটি হলো ডাক্তার জিয়ার বৈঠকখানা। জিয়াউদ্দিন সাহেব নিজের নাম রেখেছেন রামবুদ্ধু, এই বৈঠকখানাকে তিনি বলেন, রামবুদ্ধুর বৈঠকখানা। এই নামে তিনি একটা ধারাবাহিক রম্য রচনাও লিখতে শুরু করেন।

রামবুদ্ধুর বৈঠকখানায় বাড্ডার সুশীল সমাজের মানুষেরা আড্ডা দিতে আসেন। এখানে গিয়ে বাড্ডার কিছু আলোকিত মানুষের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। যাদের দেখা পেয়েছি তাদের সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিই। কালো, লম্বা, মফিজ উদ্দিন সাহেব পরবর্তীতে দৈনিক ইনকিলাব পত্রিকা বের হলে সহকারী সম্পাদক হিসেবে যোগ দেন, তার উপসম্পাদকীয় কলাম 'লাল কার্পেট' বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল। মোটাসোটা, দন্তবিহীন মহাতাবউদ্দিন আহমদ ভুল ছন্দে কবিতা লিখতেন, যদিও তিনি তা স্বীকার করতেন না, তিনি বলতেন, এটা মহ-াতাবীয় ছন্দ। তার কবিতায় রগরগে যৌনতা থাকত, খোলামেলা নারীদেহের বর্ণনা থাকত। তিনি ৪টি বিয়ে করেছিলেন, এর মধ্যে একজন সনাতন ধর্মের মেয়ে, এইসব কথা তিনি বেশ গর্ব করেই বলতেন। বাড্ডার ময়নার টেকে বাড়ি করে দুই স্ত্রী নিয়ে বসবাস করতেন। তিনি ছিলেন বাংলাদেশ ফর্মস অ্যান্ড পাবলিকেশন্স বিভাগের একজন গেজেটেড অফিসার এবং আমিনুল হক আনওয়ারের বস। কিন্তু এই বৈঠকখানায় কেউ কারো বস না, কেউ কারো চেয়ে বয়সে বড়ো না, এখানে সবাই সমান এবং এখানে ঢোকার পর সকলেই বুদ্ধু, কেউ পণ্ডিত নন। কাজেই বয়স, শিক্ষা নির্বিশেষে সকলেই সকলের ভুল ধরতে পারেন, সকলেই সকলকে শেখাতে পারেন। যদিও শেখানোর চেয়ে সকলের মধ্যে শেখার আগ্রহই প্রবল। ডাক্তার জিয়া ষাটোর্ধ শশ্রুমণ্ডিত মানুষ কিন্তু যখন আমার মত তরুণের সঙ্গে কথা বলেন তার বিনয় দেখে লজ্জা পাই। তিনি নিজেই আমাদের জন্য বাড়ির ভেতর থেকে ট্রে ভর্তি করে চা নিয়ে আসেন, বিস্কুট নিয়ে আসেন।

একদিন এক হ্যাংলা পাতলা মিশমিশে কালো কিশোরকে দেখি, ওর নাম আলাউদ্দিন, অসম্ভব মিষ্টি গানের গলা। সবাই বলাবলি করত এই ছেলে একদিন খুব বড়ো শিল্পী হবে। আলাউদ্দিন আহমদ পরবর্তীতে ছায়ানটের গ্রাজুয়েট হয় এবং একজন পরিপূর্ণ শিল্পী হয়ে ওঠে। মুনীর হাসান চৌধুরী তাঁরা ভালো কবিতা লিখতেন, পরবর্তীতে বাংলাদেশ টেলিভিশনে যুক্ত হন এবং দীর্ঘদিন আব্দুল্লাহ আল মামুনের সঙ্গে কাজ করেন, পরে তারই সহযোগিতায় হুমায়ূন আহমদ নাটক-সিনেমা বানাতে শুরু করেন। সাইদুর রহমান কামরুজ ছিলেন বাড্ডার যুবনেতা, একজন তরুণ আইনজীবী, তিনি ভালো গল্প লিখতেন, 'অসময়ের ট্রেন' নামে তার একটি গল্পের বইও বেরিয়েছিল। লেখালেখিতে লেগে থাকলে বড়ো কথাসাহিত্যিক হতে পারতেন। পরবর্তীতে তিনি দৈনিক নিউ নেশনের সার্কুলেশন ম্যানেজার হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন কিন্তু বেশিদিন সেই চাকরি তিনি করেননি। জয়নুল আবেদীনকে সবাই বলত মোহিত লাল মজুমদার।তিনি সাহিত্যের একজন তুখোড় সমালোচক ছিলেন। নিজে কিছুই লিখতেন না কিন্তু পড়তেন প্রচুর। গুলশানে তার ফার্নিচারের দোকান ছিল, আমাদের মধ্যে তিনি বেশ বিত্তশালী ছিলেন। ভালো কথা, যাদের সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি তারা সবাই একটি সাহিত্য সংগঠনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন, সেই সংগঠনের নাম কবি জসীম উদদীন পরিষদ। রামবুদ্ধুর বৈঠকখানাতেই পরিষদের সকল সাংগঠনিক কার্যক্রম সংগঠিত হত, যদিও আমাদের পাক্ষিক সাহিত্যসভাগুলো হত একটু দূরে, সবুজসেনা কিন্ডারগার্টেনের একটি ঘরে। সেই স্কুলের মালিক ছিলেন কামরুজ ভাইয়ের ছোটো ভাই কায়েস।

কবি জসীম উদদীন পরিষদ প্রতীষ্ঠা করেন এস এম রাহী। ফরিদপুরের এই ভদ্রলোক কবি জসীম উদদীনকে ভীষণ ওন করতেন এবং তাকে জাতীয়ভাবে প্রতীষ্ঠা করা, তার প্রতি জাতীয় গুরুত্ব তৈরি করা এইসব নিয়ে সারাক্ষণ ভাবতেন। সেই ভাবনা থেকেই বাড্ডায় তৈরি হয় কবি জসীম উদদীন পরিষদ। রাহী সাহেব ছিলেন কামরুজ ভাইয়ের খালু, সেই সুবাদে জিয়াউদ্দিন সাহেবকেও কামরুজ ভাই খালুজান ডাকতেন। আমি কাকে কী ডাকবো ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলাম না। কামরুজ ভাইকেই অনুসরণ করতে শুরু করি, তিনি যাকে যা ডাকেন আমিও তাকে তাই ডাকতে শুরু করি। তবে সামনা-সামনি কামরুজ ভাইয়ের মত আমিনুল হক আনওয়ারকে কখনোই হক সাহেব বলিনি, মন থেকে তো তাকে গুরুর আসনে বসিয়েছি, তাকে এমন কিছু সম্বোধন করতে চাই না যাতে তার অসম্মান হয়। তার সঙ্গে কথা বলতাম ভাববাচ্যে, কোনো কিছু সম্বোধন না করে।

রামবুদ্ধুর বৈঠকখানায় মাঝে মাঝে পাশের বাড়ির এক সুদর্শন যুবক আসতেন। খুব হাসিখুশি এবং অমায়িক ব্যবহার যুবকের। জিয়াউদ্দিন সাহেব যাকে পেতেন তার হাতেই কলম ধরিয়ে দিতেন কিন্তু এই যুবককে দিয়ে কিছুই লেখাতে পারেননি। লেখাতে না পারলেও তাকে রাজনীতিতে ঢুকিয়ে দেন। জিয়াউদ্দিন সাহেব খন্দকার মোশতাকের সঙ্গে ডেমোক্রেটিক লীগ করতেন। পরবর্তীতে জিয়াউর রহমান বিএনপি গঠন করলে বিএনপিতে যোগ দেন। তবে রাজনীতি নিয়ে তার কোনো উচ্চাশা ছিল না। এরশাদের পুরো শাসনামলে তিনি গুলশান থানা বিএনপির সভাপতি ছিলেন। তখনকার গুলশান থানা কিন্তু অনেক বড়ো ছিল, বাড্ডা, উত্তরা, কাফরুল এগুলো সব গুলশান থানার অধীনে ছিল। এরশাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন-সংগ্রাম করলেন কিন্তু ১৯৯১ সালে বিএনপি ক্ষমতায় আসার সঙ্গে সঙ্গে তিনি বিএনপি থেকে পদত্যাগ করেন। বলেন, ক্ষমতার রাজ-নীতি আমার জন্য না। তিনি যতদিন সভাপতি ছিলেন সেই প্রতিবেশি যুবককে সেক্রেটারি করে রেখেছিলেন এবং তাকে বিএনপির রাজনীতিতে প্রতীষ্ঠা করার জন্য সব সময় নিজে পেছনে থেকে তাকে সামনে ঠেলে দিতেন। সেই যুবকের নাম এম এ কাইয়ুম। এখন তিনি বিএনপির অনেক বড়ো নেতা। শুনেছি ঢাকার অনেকটাই নাকি এখন তার নিয়ন্ত্রণে। খালেদা জিয়া যতবার বাড্ডায় এসেছেন, তার গাড়িতে, পাশের সিটে, জিয়াউদ্দিন সাহেবই বসতেন। আমরা খালুজানকে ক্ষেপানোর জন্য বলতাম, বিষয় কী, ম্যাডাম শুধু আপনাকেই পাশে বসায় কেন? তিনি বুঝতেন আমরা কী ধরণের রসিকতা করছি। একটা হাসি দিয়ে বলতেন, 'নামের প্রভাব হয়ত'। শুনেছি তাকে দু'বার প্রতিমন্ত্রী হতে বলা হয়েছিল, তিনি বিনয়ের সঙ্গে তা প্রত্যাখ্যান করেছেন। জিয়াউদ্দিন সাহেব আমৃত্যু খুব সাদামাটা জীবন-যাপন করেছেন। ৭৮ বছর বয়সে তিনি ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। আমি নিজেই সাক্ষী, একই দিনে থানা বিএনপির সভা এবং কবি জসীম উদদীন পরিষদের সাহিত্যসভা পড়ল। তিনি কাইয়ুম ভাইকে ডেকে বলেন, কাইয়ুম তুমি ম্যানেজ করে নাও, আমি পরিষদের সভা ফেলে তো যেতে পারি না। অথচ তিনি থানা কমিটির সভাপতি। আমরা অবাক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালে তিনি বলেন, বাদ দেও তো। আমি তো ছেড়েই দিতেই চাই, সাহিত্যের চেয়ে কি রাজ-নীতি বড়ো? আমারে হেরা ছাড়ে না আমি কী করুম, এইভাবে ছোটা যায় কী-না দেখি না। কাইয়ুম ভাই কিন্তু আমার খুব প্রিয় একজন মানুষ। আমি তার চেয়ে বয়সে অল্প ছোটো হলেও কবি হিসেবে অন্যরকম একটা সম্মান করতেন এবং কখনোই আমাকে কবি ছাড়া অন্য কোনো সম্বোধনে ডাকেননি। ২০০৭ সালে ফখরুদ্দিন আহমদের তত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হলে প্রথম যে ৫০ জনের তালিকা করা হয় গ্রেফতার করার জন্য তাদের মধ্যে কাইয়ুম ভাইয়ের নাম দেখে অবাক হয়েছি। বাড্ডার অনেক বন্ধুর মুখেই কাইয়ুম ভাই সম্পর্কে খারাপ কথা শুনেছি কিন্তু আমি এইসব বিশ্বাস করতে পারি না। এমন অমায়িক একজন মানুষ কী করে এইসব করেন। যাকে কোনো দিন কণ্ঠ চড়িয়ে কথা বলতে শুনিনি, মুরুব্বীদের চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে দেখিনি, সেই মানুষ কী করে এইসব করবেন! কিছু মানুষের প্রতি অন্ধ বিশ্বাস থাকে না মানুষের? কাইয়ুম ভাই আমার সেইরকম একটা অন্ধ বিশ্বাসের জায়গা। আমার সব সময় মনে হয় আমি যদি আগামীকাল কাইয়ুম ভাইয়ের সামনে দাঁড়িয়ে বলি, কাইয়ুম ভাই, মানুষ যা বলে এইসব কি ঠিক? তিনি একটা হাসি দিয়ে বলবেন, কবি তুমিও এইসব বিশ্বাস করো, তুমি আমাকে চেনো না? কাইয়ুম ভাই, আমি আপনাকে চিনি। আমি একটি সুন্দর বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখি। কদিন পরে আপনি ঢাকা উত্তরের মেয়র হবেন অথবা মন্ত্রী হবেন, আমি যে বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখি আপনি আমাকে সেই বাংলাদেশ উপহার দেবেন, এই স্বপ্নই তো আমরা একসঙ্গে দেখেছিলাম রামবুদ্ধুর বৈঠকখানায় বসে।

একই বয়সের আরো চার যুবক আসতেন রামবুদ্ধুর বৈঠকখানায়, তারা হলেন কবি সাঈদ আখন্দ, মুহাম্মদ ইউসুফ, গোলাম মোস্তফা তাপস, মুস্তফা ফারুক। সাঈদ আখন্দ শুদ্ধ অক্ষরবৃত্ত ছন্দে কবিতা লিখতে পারতেন, তিনিও আমার মত আমিনুল হক আনওয়ারকে গুরু মানতেন। গোপীবাগে তার একটি প্রেস ছিল, সুপার প্রিন্টার্স, জসীম উদদীন পরিষদের সব কাজ সেই প্রেস থেকেই হত, কখনো টাকা দিয়ে, কখনো বাকিতে, আবার কখনো ফ্রি। কয়েক বছর আগে সাঈদ আখন্দ সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যান। মুহাম্মদ ইউসুফ অসম্ভব মেধাবী ছিলেন, তিনি নিজে মেট্রিক পাশ হয়েও বিএসসির ছাত্র-ছাত্রীদের অংক শেখাতেন। অতি মেধাবী হবার কারণে অল্প বয়সেই তার মাথার তার ছিঁড়ে যায়। পরিষদের আরেক সদস্য বিলকিসকে বিয়ে করেছিলেন কিন্তু সংসার টেকেনি। বিলকিসের আব্বা ছিলেন ভেটেনারি সার্জন, ইউসুফের আব্বা ছিলেন এমবিবিএস ডাক্তার। দুজন যখন ঝগড়া করতেন তখন বিলকিস ভাবী বলতেন আমার আব্বাও ডাক্তার, ইউসুফ ভাই তখন তার শ্বশুরকে পশুর ডাক্তার বলে ছোটো করতেন। এইসব ঝগড়া আমরা বহুবার মেটানোর চেষ্টা করেছি। ইউসুফ ভাইও কয়েক বছর আগে মারা গেছেন। মুস্তফা ফারুক বাংলাদেশ টেলিভিশনে দীর্ঘদিন চাকরি করে এখন অবসরে গেছেন, তিনিও ভালো গল্প লিখতেন। পরে টিভি নাটকের নির্দেশনা দিতে শুরু করেন। প্যাকেজে ক্যামেরা-শিল্পী হিসেবেও বেশ কিছু কাজ করেন। গোলাম মোস্তফা তাপস এক পর্যায়ে খুব ধর্মানুরাগী হয়ে পড়েন। মাঝে মধ্যে কবিতা লিখতেন। এখন তিনি কোথায় আছেন, কেমন আছেন, জানি না। তাদের পৈত্রিক বাড়ি মগবাজারে, তাদের বাড়িতেই ঢাকার প্রথম চায়নিজ রেস্তোরা চাং পাই গড়ে ওঠে।কিছুকাল পরে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয় আমাদেরই স্কুলের দুই বন্ধু শামসুজ্জামান রিজভী এবং আহসান হাবীব পিয়াল। দুজনই ভালো কবিতা লিখত। পিয়াল গাঁজা খেতে খেতে পাগল হয়ে যায়। রিজভী ডলি সায়ন্তনীকে বিয়ে করে গীতিকার হয়, তখন তার নাম হয়ে যায় আহমেদ রিজভী। আরো পরে যুক্ত হয় অনিমেষ বড়াল, দুলাল খান, কবীর হোসেন। অনিমেষ বড়াল আন-সার ভিডিপির পত্রিকা 'প্রতিরোধ'-এ দীর্ঘদিন চাকরি করে অবসরে যান, দুলাল খান এখনো সাংবাদিকতা করেন, কবীর হোসেন কবিতা লেখেন এবং ঢাকাস্থ জাতিসংঘ অফিসের কোনো একটি প্রকল্পে কাজ করেন। এই ধারাবাহিকতায় জসীম উদদীন পরিষদে আরো অনেকেই যুক্ত হয়েছেন, আস্তে আস্তে তাদের কথাও বলব।

আব্দুল আলীম স্মৃতি পরিষদ'র অনুষ্ঠান

(শেষ পাতার পর)

রোববার (৩১ মে) সন্ধ্যায় সিটির জ ্যামাইকার হিলসাইড এভিনিউ-এর একটি মিলনায়তনে জমজমাট অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সংগঠনের কর্মকর্তাদের দাবী মরহুম আব্দুল আলীম বাংলাদেশের সঙ্গীত জগতের অনন্য ব্যক্তিত্ব। তাঁর গান ও জীবন কর্ম প্রবাসীসহ বাংলাদেশী-আমেরিকান নতুন প্রজন্মের মাঝে ছড়িয়ে দেয়ার লক্ষ্যে 'আব্দুল আলীম স্মৃতি পরিষদ যুক্তরাষ্ট্র' গঠন করা হয়েছে। খবর ইউএনএ'র। 'আব্দুল আলীম স্মৃতি পরিষদ যুক্তরাষ্ট্র'-এর সভাপতি বেলাল আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, শাহ নেওয়াজ গ্রুপের কর্ণধার লায়ন শাহ নেওয়াজ। বিশেষ অতিথি ছিলেন গোল্ডেন এজ হোম কেয়ারের ভাইস প্রেসিডেন্ট ও সঙ্গীত শিল্পী রানো নেওয়াজ। বিশিষ্ট আবৃত্তি শিল্পী ও কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট আহসান হাবীবের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মরহুম আব্দুল আলীম কন্যা জোহরা আলীম নুপুর সহ কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে প্রবীণ প্রবাসী নাসির খান পল, সিনিয়র সা-ংবাদিক আকবর হায়দার কিরণ, নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সভাপতি মনোয়ারুল ইসলাম, সঙ্গীত শিল্পী বিপ্লব প্রমুখ শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে সঙ্গীত শিল্পী জোহরা আলীম নুপুর ও শিমুল খান সঙ্গীত পরিবেশন করেন। এসময় জোহরা আলীম নুপুর তার বাবা আব্দুল আলীম এবং শিমুল খান তার মা জনপ্রিয় শিল্পী দিলরুবা খানের স্মৃতিচারণ করেন। শিল্পীদ্বয়ের গান উপস্থিত দর্শক-শ্রোতাদের মুগ্ধ করে। বিশেষ করে আব্দুল আলীমের জনপ্রিয় গানগুলো শ্রোতাদের নষ্টালজিক করে তুলে। মিলনায়তন ভর্তি বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশী অনুষ্ঠানটি উপভোগ করেন।

আইওয়ায় ৬ জনকে হত্যার পর বন্দুকধারীর আত্মহত্যা

বাংলাদেশ ডেস্ক : আইওয়া অঙ্গরাজ্যের মাসকাটিন শহরে পারিবারিক কলহের জেরে পরিবারের ছয়জনকে গুলি করে হত্যা করে পরে নিজে আত্মহত্যা করেছেন বন্দুকধারী।স্থানীয় সময় সোমবার দুপুরে এ ঘটনা ঘটে। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি এ খবর জানিয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, নিহত সন্দেহভাজন বন্দুকধারীর নাম রায়ান উইলিস ম্যাকফারল্যান্ড (৫২), তিনি আইওয়ার মাসকাটিন শহরের বাসিন্দা ছিলেন। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌছে সেখানে একই পরিবারের চারজনকে মৃত অবস্থায় উদ্ধার করে। পুলিশ পৌছানোর আগেই হামলাকারী সেখান থেকে পালিয়ে যান। পরে তদন্তের সূত্র ধরে পুলিশ আরও দুই স্থান থেকে আরও দুজন পুরুষের গুলিবিদ্ধ মরদেহ উদ্ধার করে। যাদের মধ্যে একজন অন্য একটি বাড়িতে এবং দ্বিতীয়জন কাছের একটি ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে মৃত অবস্থায় পড়েছিলেন।পরে শহরের নদীতীরের একটি পথের কাছে হামলাকারীকে পাওয়া যায়। তার শরীরে নিজের গুলির আঘাত ছিল। চিকিৎসা দেওয়ার চেষ্টা করা হলেও ঘটনাস্থলেই তাকে মৃত ঘোষণা করা হয়।

নিউইয়র্ক মহানগর (উত্তর) বিএনপির উদ্যোগে জিয়াউর রহমানের শাহাদাৎ বার্ষিকী পালিত

নিউইয়র্ক : বিএনপি জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও সিলেট জেলা পরিষদের প্রশাসক আবুল কাহের চৌধুরী শামীম বলেছেন শহিদ জিয়া বাংলাদেশের সঙ্গে মিশে থাকা অবিচ্ছেদ্য একটি নাম। জিয়াউর রহমানের ঘোষণার মধ্য দিয়ে ৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সূচনা হয়েছিল আর সেই মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়েই বাংলাদেশ একটি নতুন রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্ব মানচিত্রে স্থান পায়। ১৯৭১ থেকে ১৯৭৫ সালে আওয়ামী লীগের দুঃশাসনে অতিষ্ঠ জাতি যখন নতুন নেতৃত্ব খুঁজছিল, তখন একটি সিপাহি-জনতার বিপ্লবের মধ্য দিয়ে দেশের মানুষের সামনে আবির্ভূত হয়েছিলেন। শহিদ জিয়া ক্ষমতায় আরোহন করে বহুদলীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জাতিকে ঐক্যবদ্ধ ও অর্থনৈতিক সংস্কারসমূহ গ্রহণ করে দেশকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করে তুলেন। গণমুখী পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে জনগণের আস্থা অর্জনে সক্ষম হয়েছিলেন। জনাব শামীম গত ৩০ মে শনিবার শহিদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের ৪৫তম শাহাদতবার্ষিকী উপলক্ষে নিউইয়র্ক মহানগর (উত্তর) বিএনপি আয়োজিত আলোচনা সভা, দোয়া মাহফিল ও খাবার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছিলেন।

সংগঠনের সভাপতি আহবাব চৌধুরী খোকনের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক ফয়েজ চৌধুরীর সঞ্চালনায় গেস্ট অব অনার হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিএনপি জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য আব্দুল লতিফ সম্রাট, বিশেষ অতিথি ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির প্রাক্তন কোষাধ্যক্ষ জসিম উদ্দিন ভূইয়া, জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দলের কেন্দ্রীয় সহ-আন্তর্জাতিক সম্পাদক সাইফুর খান হারুন, বিএনপি নেতা এবাদ চৌধুরী, এজিএম জাহাঙ্গীর হাসাইন, আব্দুর রহিম, ইমরান শাহ রন, বিলাল চৌধুরী, শরিফুল খালিশদার।

কোরআন তেলওয়াত করেন আশিকুল হক। স্বাগত বক্তব্য রাখেন সিনিয়ার যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার জাহিদ, বক্তব্য রাখেন সোহেব আহমদ, সেবুল খান মাহবুব, মোহাম্মদ আলী রাজা, লিয়াকত আলী, অ্যাডভোকেট আতিকুর রহমান সেবু, সুলতান মাহমুদ সিদ্দিকি উল্লাস, ইমতেয়াজ বেলাল, শাহ কামাল উদ্দিন, দুলাল আহমদ, আব্দুল আহাদ হেলাল, মাহবুব আহমদ চৌধুরী, মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান, জিয়াউল আহমদ জামিল, শেখ আক্তার হোসেন নান্নু ও কবির ফারুক প্রমুখ। গেস্ট অব অনারের বক্তব্যে কেন্দ্রীয় বিএনপি নেতা আব্দুল লতিফ সম্রাট বলেন, জিয়াউর রহমান সুশাসনের মাধ্যমে জনগণের আস্থা অর্জনে সক্ষম হয়েছিলেন বলে শাহাদত বরণের ৪৫ বছর পরেও দেশে বিদেশ আজ মানুষ তার জন্য দোয়া করছে। তার সুপুত্র তারেক রহমান পিতার পদাঙ্ক অনুসরণের মাধ্যমে দেশ শাসন করে যাচ্ছেন। নিজের আরাম আয়াস ভুলে গিয়ে মানুষের জন্য কাজ করে যাচ্ছেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে শহিদ জিয়ার মাগফেরাত কামনায় দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এতে মোনাজাত পরিচালনা করেন বাংলাবাজার জামে মসজিদের ইমাম মাওলানা আলুল কাসেম এয়াহিয়া।

অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে উপস্থিতি ছিলেন বিএনপি নেতা সেলিমা আক্তার, আব্দুর রাজ্জাক মুন্না, মমতাজ উদ্দীন, খন্দকার মো. আব্দুল বাকী, শামীম মিয়া, আবুল আজাদ, তপদীর রায় বরুন, বেগ ইসলাম মিটু, ইস্কন্দর আলী মিন্টু, মোহাম্মদ বাদল ও আমিন জুহেল প্রমুখ। অনুষ্ঠান শেষে তিন শতাধিক মানুষের মাঝে খাবার বিতরণ করা হয়।

যুক্তরাষ্ট্রে দুই ঈদকে ফেডারেল ছুটি করতে কংগ্রেসে নতুন বিল

বাংলাদেশ ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রে দুই ঈদের দিনকে কেন্দ্রীয় সরকারি ছুটি ঘোষণার দাবিতে আবারও কংগ্রেসে বিল উত্থাপন করা হয়েছে। ডেমোক্র্যাট কংগ্রেস সদস্য গ্রেস মেং এবং আন্দ্রে কারসন গত ২৭ মে যৌথভাবে বিলটি উত্থাপন করেন। 'ঈদ ডে অ্যাক্ট' নামে পরিচিত এই প্রস্তাবের লক্ষ্য হলো ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহাকে যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে ফেডারেল ছুটির স্বীকৃতি দেয়া। নিউইয়র্কের কুইন্স এলাকার প্রতিনিধি গ্রেস মেং বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের উন্নয়নে অবদান রাখা লাখো মুসলমানের জন্য এই স্বীকৃতি অনেক আগেই প্রাপ্য ছিল। তিনি জানান, বিলটি আইনে পরিণত না হওয়া পর্যন্ত তারা এ বিষয়ে সোচ্চার থাকবেন। এর আগে ২০২৪ সালে এইচআর-৮৭৫৫ নম্বরের বিল হিসেবে একই ধরনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল, তবে তখন তা পর্যাপ্ত সমর্থন পায়নি। তবে গত কয়েক বছরে মার্কিন রাজনীতি ও প্রশাসনে মুসলিম-আমেরিকানদের প্রভাব দৃশ্যমানভাবে বেড়েছে। বিশেষ করে নিউইয়র্ক, মিশিগান, ভার্জিনিয়া ও পেনসিলভেনিয়ার মতো অঙ্গরাজ্যগুলোতে মুসলিম ভোটাররা এখন গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে বিবেচিত হচ্ছেন। পাশাপাশি বিভিন্ন স্টেট ও সিটিতে স্কুল-কলেজ এবং কর্মক্ষেত্রে ঈদের ছুটির বিধানও চালু হয়েছে।

নিউইয়র্ক সিরি পাবলিক স্কুলগুলোতে ২০১৫ সাল থেকেই দুই ঈদের দিন সরকারি ছুটি কার্যকর রয়েছে। এছাড়া মেরিল্যান্ড, ম্যাসাচুসেটস, মিশিগান, মিনেসোটা, ইলিনয় ও ভার্জিনিয়াসহ কয়েকটি অঙ্গরাজ্যে মুসলিম শিক্ষার্থী ও কর্মীরা ঈদের দিনে ছুটি নেয়ার সুযোগ পান। প্রস্তাবিত বিলটি পাস হলে যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় ৯০ লাখ মুসলমানের দীর্ঘদিনের দাবির বাস্তবায়ন হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
অনলাইনে পড়ুন
www.weeklybangladeshusa.com

Law Offices of
Nasrin A Moznu
All Immigration Matters, Appeal & Waiver

Mohammed N Mujumder
Master of Laws (NY)
Chief Paralegal
আপিল এবং ওয়েভারসহ
সকল প্রকার ইমিগ্রেশন
এসাইলাম ও
কনস্যুলার প্রসেসিং
এছাড়া সকল প্রকার দুর্ঘটনা, রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং ও বৈষম্যের (Discrimination) মামলায়ও কল দিতে পারেন। আমরা আপনাকে সঠিক আইনী নির্দেশনা দিতে পারি।

Nasrin A Moznu
Attorney at Law
New York
1222 white Plains Road, Bronx, NY 10472
Office Phone : 718-518-0470 (Office)
মি. মজুমদার : 917-597-6349
অ্যাটর্নি নাছরিন: 347-493-9906
E-mail: mujumderlaw@yahoo.com

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

কমার্শিয়াল পার্কিংয়ে বিপর্যস্ত জ্যাকসন হাইটস

(শেষ পাতার পর)

জন্য নতুন উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, সাধারণ ক্রেতারা পার্কিং সুবিধা হারানো এবং মোটা অঙ্কের জরিমানার আশঙ্কায় এ এলাকায় আসা কমিয়ে দিয়েছেন। ফলে বাংলাদেশি অধ্যুষিত এই বাণিজ্যিক এলাকার রেস্টুরেন্ট, গ্রোসারি ও অন্যান্য ক্ষুদ্র ব্যবসা উল্লেখযোগ্যভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ট্রাই-স্টেট এলাকার হাজারো মানুষ নিয়মিত জ্যাকসন হাইটসে কেনাকাটা, সামাজিক আড্ডা ও খাবারের জন্য আসেন। তবে প্রায় ছয় মাস আগে সিটি কর্তৃপক্ষ ৭৩ ও ৭৪ স্ট্রিটের বিস্তীর্ণ অংশকে শুধুমাত্র বাণিজ্যিক যানবাহনের পার্কিংয়ের জন্য নির্ধারণ করে। এর ফলে সাধারণ ব্যক্তিগত গাড়ির জন্য পার্কিংয়ের সুযোগ উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যায়।

স্থানীয় ব্যবসায়ীদের দাবি, ১১৫ ডলারের পার্কিং টিকিটের আশঙ্কায় অনেক ক্রেতা এখন এ এলাকায় গাড়ি নিয়ে আসতে নিরুৎসাহিত হচ্ছেন। ফলে রেস্টুরেন্টে খাবার খাওয়া, চা-নাস্তা করা কিংবা গ্রোসারির বাজার করতে আসা গ্রাহকের সংখ্যা কমে গেছে। এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে ব্যবসায়ীদের আয়ে।ব্যবসায়ী মহলের অভিযোগ, পরিস্থিতি অব্যাহত থাকলে অনেক প্রতিষ্ঠান টিকে থাকা কঠিন হয়ে পড়বে। ইতোমধ্যে কয়েকটি পরিচিত ব্যবসা প্রতিষ্ঠান লোকসান সামাল দিতে মালিকানা পরিবর্তন করেছে বলে স্থানীয়রা দাবি করছেন। এদিকে, জ্যাকসন হাইটসের বাসিন্দারাও এ পার্কিং নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন। গত ৩০ মে শনিবার প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের শাহাদাতবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত এক মিলাদ মাহফিল ও খাবার বিতরণ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীরা কমার্শিয়াল পার্কিংয়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান। এক পর্যায়ে তারা প্ল্যাকার্ড হাতে নিয়ে রাস্তায় অবস্থান নেন। প্ল্যাকার্ডে লেখা ছিল, "No Commercial Parking on 73rd Street"।

প্রতিবাদকারীরা স্থানীয় প্রশাসনের কাছে সাধারণ মানুষের জন্য পুনরায় পার্কিং সুবিধা চালুর দাবি জানান। তাদের মতে, এ সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করা হলে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো কিছুটা স্বস্তি ফিরে পাবে এবং এলাকার অর্থনৈতিক কার্যক্রম পুনরুজ্জীবিত হবে।অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন শাকিল মিয়া, মো. আলম নোমান, দেওয়ান মনির, সারওয়ার খান বাবু, এজাজুল ইসলাম নাঈম এবং আমানত হোসেন। অনুষ্ঠানে পৃষ্ঠপোষকতা করেন অ্যাটর্নি মঈন চৌধুরী ও আব্দুল আজিজ।

জ্যাকসন হাইটস সোসাইটি

(শেষ পাতার পর)

ডাইভারসিটি প্লাজায় অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্বে করেন সংগঠনের আহ্বায়ক দেওয়ান কাওছার এবং পরিচালনা করেন সদস্য সচিব মনিরুল ইসলাম মনির। অনুষ্ঠানে সূচিতে ছিল আলোচনা সভা, বিশেষ দোয়া ও তবারক বিতরণ। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বিএনপির কেন্দ্রীয় জাতীয় নির্বাহী কমিটির অন্যতম সদস্য গিয়াস আহমেদ। গেস্ট অব অর্নার ছিলেন বিশিষ্ট রিয়েলঅ্যাস্টেট ইনভেস্টর নূর আমিন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক কোষাধ্যক্ষ জসীম ভূইয়া, জাসাসের সাবেক সাধারণ সম্পাদক গোলাম ফারুক শাহীন, নিউ ইয়র্ক স্টেট বিএনপির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ভিপি জসীম, সাধারণ সম্পাদক সাঈদুর রহমান সাঈদ, নিউ ইয়র্ক দক্ষিণ বিএনপির সভাপতি হাবিবুর রহমান সেলিম রেজা, যুক্তরাষ্ট্র শ্রমিক দলের সভাপতি জাহাঙ্গীর এম আলম, স্বেচ্ছাসেব দলের কেন্দ্রীয় কমিটির আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক মাকসুদুল হক চৌধুরী, সহ-আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক খোরশেদ আলম, যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি নেতা এবাদ চৌধুরী, আব্দুস সবুর, যুক্তরাষ্ট্র জাসাসের সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর সরওয়ার্দী।

অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি নেত্রী সৈয়দা মাহমুদা শিরিন, বীর মুক্তিযোদ্ধা মীর মশিউর রহমান, মোস্তফা হোসেন মুকুল, যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক দফতর সম্পাদক সাইফুল ইসলাম লিটন, যুক্তরাষ্ট্র শ্রমিক দলের সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার হোসেন, স্টেট বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক বদরুল হক আজাদ, সিনিয়র সহ-সভাপতি মোস্তাক আহমেদ, সাংগঠনিক সম্পাদক আবুল কালাম, বিএনপি নেতা মোতাহার হোসেন, নাসিম আহমেদ, জাবেদ উদ্দিন, মোহাম্মদ আব্দুল করিম, মোহাম্মদ শাকিল প্রমুখ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে গিয়াস আহমেদ বলেন, শহিদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান শুধু স্বাধীনতার ঘোষণা করেননি, আমাদের একটি দেশ দিয়েছিলেন। আর বেগম খালেদা জিয়া আধুনিক বাংলাদেশ দিয়েছিলেন। তাদেরই সুযোগ্য সন্তান তারেক রহমান মানুষের ভোটে ক্ষমতায় এসেছেন। এখন জামাত এবং এনসিপি ষড়যন্ত্র শুরু করেছে। জামাত আগেও বিএনপির সঙ্গে বৈঈমানী করেছিল। এবারও এনসিপিকে নিয়ে ষড়যন্ত্র শুরু করেছে। তিনি বলেন, এনসিপির নেতারা হারুনের হোটেলে যেদিন ভাত খেয়েছিল, সেদিনই তাদের আন্দোলন শেষ হয়েছিল। তারা বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন করেছিল, আর তারেক রহমান ছাত্র-জনতার মাধ্যমে শেখ হাসিনার পতন আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং সে আন্দোলনে শেখ হাসিনা ভারত পালিয়ে গেছেন। প্রধান বক্তা নূর আমিন বলেন, শহিদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান এবং দেশপ্রেমিক ভালো মানুষ ছিলেন। আমাদের তার আদর্শ লালন এবং পালন করতে হবে।

আহ্বায়ক দেওয়ান কাওছার এবং সদস্য সচিব মনিরুল ইসলাম সবাইকে অনুষ্ঠান সফল করার জন্য ধন্যবাদ জানান এবং যারা সহযোগিতা করেছেন তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। অনুষ্ঠানে দোয়া পরিচালনা করেন জ্যাকসন হাইটস ইসলামিক সেন্টারের ইমাম মাওলানা আব্দুস সাদেক। শহিদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের পাশাপাশি বেগম খালেদা জিয়া ও আরাফাত রহমান কোকোর রুহের মাগফিরাত কামনা করা হয়। দোয়া শেষে তবারক বিতরণ করা হয়।

বিদ্যুৎ বিলে নিউইয়র্কের বড় সহায়তা কর্মসূচি

(শেষ পাতার পর)

কর্মসূচি ঘোষণা করেছে রাজ্য সরকার। নতুন বাজেট পরিকল্পনার অংশ হিসেবে মোট ১ বিলিয়ন ডলারের তহবিল বরাদ্দ করা হয়েছে, যার আওতায় যোগ্য বাসিন্দাদের এককালীন রিবেট চেক প্রদান করা হবে। রাজ্য সরকারের ঘোষিত "প্রটেক্টিং আওয়ার ওয়ালেটস এনার্জি রিবেট" বা পাওয়ার কর্মসূচির মাধ্যমে এই অর্থ সরাসরি ডাকযোগে পাঠানো হবে। এজন্য কোনো পৃথক আবেদন করার প্রয়োজন হবে না বলে জানিয়েছে প্রশাসন। ঘোষণা অনুযায়ী, যৌথভাবে কর রিটার্ন দাখিলকারী পরিবারগুলোর বার্ষিক আয় ১ লাখ ৫০ হাজার ডলারের নিচে হলে তারা ২০০ ডলার রিবেট পাবেন। যাদের আয় ১ লাখ ৫০ হাজার থেকে ৩ লাখ ডলারের মধ্যে, তারা পাবেন ১৫০ ডলার। অন্যদিকে, একক করদাতারা নির্ধারিত আয়ের শর্ত পূরণ করলে ১০০ ডলার রিবেট পাওয়ার যোগ্য হবেন।

রিবেট পাওয়ার জন্য কয়েকটি শর্ত নির্ধারণ করা হয়েছে। উপকারভোগীকে ২০২৪ করবর্ষে সময়মতো নিউইয়র্কের বাসিন্দা হিসেবে ট্যাক্স রিটার্ন দাখিল করতে হবে এবং ওই বছর পূর্ণকালীন বাসিন্দা থাকতে হবে। পাশাপাশি নির্ধারিত আয়ের সীমার মধ্যে থাকতে হবে এবং অন্য কোনো ব্যক্তির ট্যাক্স রিটার্নে নির্ভরশীল হিসেবে তালিকাভুক্ত থাকা যাবে না। রাজ্য প্রশাসন জানিয়েছে, ২০২৬ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে ধাপে ধাপে রিবেট চেক বিতরণ করা হবে। উচ্চ জ্বালানি ব্যয়ের প্রভাব মোকাবিলা করে বাসিন্দাদের আর্থিক স্বস্তি দিতে এই কর্মসূচি চালু করা হয়েছে।

জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশনের সাবেক সভাপতি আব্দুল বাছিতের ইন্তেকাল

(শেষ পাতার পর)

সভাপতি আব্দুল বাছিত (৮৫) ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।সিলেটের গোলাপগঞ্জ উপজেলার ভাদেশ্বর মাইজভাগ গ্রামের কৃতীসন্তান আব্দুল বাছিত গত ২৮ মে সকালে ব্রঙ্কসে তার মেয়ের বাসায় হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরে তাকে স্থানীয় একটি হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।মৃত্যুকালে তিনি দুই সন্তান, আত্মীয়স্বজন ও অসংখ্য শুভানুধ্যায়ী রেখে গেছেন। তিনি জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশন অব আমেরিকার নির্বাচিত সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন এবং কমিউনিটির বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন।

মরহুমের প্রথম নামাজে জানাজা ২৮ মে পার্কচেস্টার জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়। পরদিন ২৯ মে জুমার নামাজের পর দ্বিতীয় জানাজা অনুষ্ঠিত হয় এস্টোরিয়ার আল-আমিন জামে মসজিদে। পরে নিউ জার্সির টটোয়ার মুসলিম কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়।আব্দুল বাছিত গোলাপগঞ্জ অ্যাসোসিয়েশন অব আমেরিকার প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম ছিলেন। এছাড়া তিনি নিউইয়র্ক গোলাপগঞ্জ সোসাইটি ইনকের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছিলেন। পেশাগত জীবনে তিনি ভাদেশ্বর নাসির উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়ের একজন সুনামধন্য শিক্ষক ছিলেন। একজন আদর্শ শিক্ষক ও মানুষ গড়ার কারিগর হিসেবে তিনি শিক্ষার্থীদের মাঝে বিশেষভাবে সমাদৃত ছিলেন। তার বহু ছাত্রছাত্রী বর্তমানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সুনামের সঙ্গে কর্মরত রয়েছেন। তার মৃত্যুতে জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশন অব আমেরিকা, নিউইয়র্ক গোলাপগঞ্জ সোসাইটিসহ বিভিন্ন সামাজিক ও আঞ্চলিক সংগঠন গভীর শোক প্রকাশ করেছে। কমিউনিটির নেতৃবৃন্দ মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়েছেন। তার মৃত্যুতে নিউইয়র্কের বাংলাদেশি কমিউনিটি একজন নিবেদিতপ্রাণ সমাজসেবক, সংগঠক ও শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিত্বকে হারাল।

অক্টোবরে স্থানীয় সরকার নির্বাচন

ঢাকা : আগামী অক্টোবরে স্থানীয় সরকার নির্বাচন। বিদ্যমান পরিস্থিতিতে আইন-বিধি সংস্কার করে পাঁচ-ছয় মাসের মধ্যে কাজ শেষ করে ভোটে নামতে চায় নির্বাচন কমিশন (ইসি)। ইসি জানিয়েছে, স্থানীয় সরকারের ৪ হাজার ৫৮১টি ইউনিয়ন পরিষদ, পার্বত্য ছাড়া ৬১টি জেলা পরিষদ, ৪৯৫টি উপজেলা পরিষদ, ৩৩০টি পৌরসভা, ১৩টি সিটি করপোরেশনের বিভিন্ন পদে ভোটের প্রস্তুতি চলছে। প্রায় দুই বছর ধরে দেশের বেশির ভাগ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান জনপ্রতিনিধিশূন্য। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর থেকেই স্থানীয় সরকার নির্বাচন নিয়ে রাজনৈতিক মহলেও আলোচনা চলছে। নির্দলীয় স্থানীয় নির্বাচনে অনেক দল তাদের প্রার্থীর নামও ঘোষণা করেছে। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিয়ে ইসির আইন ও বিধি সংশোধন সংস্কার কমিটি এক দফা বৈঠকও করেছে।

এ কমিটির আহ্বায়ক নির্বাচন কমিশনার আবদুর রহমানেল মাছউদ বলেন, আমরা এক দফা বসেছি। কিছু তথ্য তাদের কাছে চেয়েছি। কিছু পেয়েছি, আরও কিছু তথ্য লাগবে। সামনে আবার বসব। এ বছরের শেষ দিকে স্থানীয় সরকারের নির্বাচন করার বিষয়ে স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরও আভাস দিয়েছেন। আবদুর রহমানেল মাছউদ আরও জানান, সামনে বর্ষা মৌসুম। অক্টোবর পর্যন্ত বৃষ্টির ধারা থাকে। কমিশন পরিস্থিতি বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেবে। তিনি বলেন, এখনো সিদ্ধান্ত হয়নি- কখন কোন নির্বাচন হবে। এ বছরের শেষের দিকে ভোট শুরু হয়ে যাবে। সিটি করপোরেশন, পৌরসভা, উপজেলা পরিষদ নাকি ইউনিয়ন পরিষদ কোন প্রতিষ্ঠানের নির্বাচন আগে হবে, তা নিয়ে অংশীজনদের সঙ্গে সংলাপে বসার পরিকল্পনা করছে ইসি। সম্প্রতি প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিন বলেছেন, অতীতে স্থানীয় সরকার নির্বাচনে সংঘাত ও প্রাণহানির ঘটনা ঘটেছে। রক্তপাতহীন স্থানীয় সরকার নির্বাচন আয়োজনই ইসির প্রধান লক্ষ্য। এজন্য সবার সহযোগিতা চেয়েছেন তিনি।

মন্ত্রীকে 'প্রিয় নবী' বলে ভাইরাল ফেনী জেলা পরিষদের প্রশাসক

ঢাকা : বন পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী আবদুল আউয়াল মিন্টুকে 'প্রিয় নবী' বলে বিতর্কের জন্ম দিয়েছেন ফেনী জেলা পরিষদের প্রশাসক ও জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক অধ্যাপক এম এ খালেক। এই ঘটনার একটি ভিডিও ইতোমধ্যে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। তবে তার দাবি, মুখ ফসকে কথাটি বেরিয়ে গেছে। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, গত শনিবার (৩০ মে) শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে ফেনীর দাগনভূঞা উপজেলা ও পৌর বিএনপির আয়োজনে আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথির বক্তব্যে জেলা পরিষদ প্রশাসক এম এ খালেক বক্তব্য দিতে গিয়ে এমন কথা বলেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া বক্তব্যে তাকে বলতে শোনা যায়, 'অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান বন পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী আবদুল আউয়াল মিন্টু আমার আপনার সবার প্রিয় নবী, প্রিয় মানুষ।'

বক্তব্যটির ছোট একটি অংশ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে (ভাইরাল)। নেটিজেনদের কেউ কেউ এমন বক্তব্যকে 'শিরক' বলে উল্লেখ করেছেন। অনেকেই আবার এটাকে অনাকাঙ্ক্ষিত ভুল বলছেন। এ বিষয়ে জানতে চাইলে এম এ খালেক বলেন, 'অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান বন পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী আবদুল আউয়াল মিন্টু আমার, আপনার সবার প্রিয় মানুষ কথাটি বলতে গিয়ে মুখ ফসকে এই কথাটি বের হয়ে যায়। সেটাকেই অনেকে ভুলভাবে প্রচার করছে।' তার দাবি, রাজনৈতিকভাবে তাকে হেয় প্রতিপন্ন করতে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে একটি মহল একটি অনাকাঙ্ক্ষিত ভুলকে মানুষের মাঝে প্রচার করছে।

সিটিতে বিনামূল্যে '২-কে' চাইল্ড কেয়ার কার্যক্রমের আবেদন শুরু

(শেষ পাতার পর)

কার্যক্রম '২-কে' (২-ক)-এর আবেদন প্রক্রিয়া ২৬ মে মঙ্গলবার আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়েছে।

মেয়র জোহরান মামদানির সাশ্রয়ী ও সর্বজনীন চাইল্ড কেয়ার নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতির অংশ হিসেবে চালু হওয়া এই কর্মসূচির আওতায় পরিবারের আয় নির্বিশেষে সব শ্রেণির পরিবারের দুই বছর বয়সী শিশুরা বিনামূল্যে শিশু যত্ন সুবিধা পাবে। নিউইয়র্ক সিটির ইতিহাসে এই ধরনের উদ্যোগ এবারই প্রথম।উল্লেখ্য, ২০২৪ সালে নিউইয়র্কে কেন্দ্রভিত্তিক চাইল্ড কেয়ার সেবার জন্য পরিবারগুলোকে গড়ে বছরে ২৩ হাজার ডলারেরও বেশি ব্যয় করতে হয়েছে। আগ্রহী পরিবারগুলো শিক্ষা বিভাগের অনলাইন পোর্টাল 'মাইস্কুলস' (MySchools)-এর মাধ্যমে আগামী ২৬ জুন পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। আবেদনকারীদের আসন বরাদ্দের ফলাফল ৪ আগস্টের মধ্যে জানানো হবে।

চলতি বছরের সেপ্টেম্বরে পাঁচটি বরোর উচ্চ-চাহিদাসম্পন্ন পাঁচটি স্কুল ডিস্ট্রিক্টে মোট ২ হাজার আসন নিয়ে কর্মসূচিটি চালু হবে। নির্বাচিত এলাকাগুলোর মধ্যে রয়েছে ম্যানহাটনের ওয়াশিংটন হাইটস ও ইনউড, ব্রুকলিনের ব্রাউনসভিল ও ক্যানার্সি, ব্রঙ্কসের ফোর্ডহ্যাম ও বেলমন্ট এবং কুইন্সের ওজোন পার্ক ও রকঅ্যাওয়েজ অঞ্চল। শহর কর্তৃপক্ষের পরিকল্পনা অনুযায়ী, আগামী বছর আসনসংখ্যা বাড়িয়ে ১২ হাজারে উন্নীত করা হবে। পাশাপাশি মেয়র মামদানি তাঁর প্রথম মেয়াদের শেষ নাগাদ পুরো নিউইয়র্ক সিটিতে এই সুবিধা সম্প্রসারণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

এই কর্মসূচির অন্যতম বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো এর দীর্ঘ সময়সীমা। বর্তমানে ৩-কে (৩-ক) ও প্রি-কে (পূর্ব-ক) কর্মসূচির অধিকাংশ আসন সকাল ৮টা থেকে বিকেল ২টা ২০ মিনিট পর্যন্ত এবং সেপ্টেম্বর থেকে জুন পর্যন্ত পরিচালিত হয়। কিন্তু ২-কে কর্মসূচির নির্ধারিত সময় হবে প্রতিদিন সকাল ৮টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত এবং এটি বছরজুড়ে ১২ মাস চালু থাকবে। ফলে কর্মজীবী পরিবারগুলোকে স্কুল-পরবর্তী ও গ্রীষ্মকালীন চাইল্ড কেয়ারের অতিরিক্ত খরচ বহন করতে হবে না, যা তাদের আর্থিক চাপ উল্লেখযোগ্যভাবে কমাবে। এই কর্মসূচি বাস্তবায়নে নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্য সরকার চলতি অর্থবছরের জন্য ৭৩ মিলিয়ন ডলার এবং আগামী অর্থবছরের জন্য ৪২৫ মিলিয়ন ডলার বরাদ্দের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

LAW OFFICES
OF
ANDREW MOULINOS
(Licensed Attorney)
মজিবুর রহমান
লাইসেন্সপ্রাপ্ত লিগ্যাল কনসালট্যান্ট

- Bankruptcy
- Divorce
- Major Accident Cases
- Business, Incorporation
- Investment
- Estate, Litigation
- Landlord & Tenant Commercial
- Real Estate Closing
- Trade Disputes

Trade Dispute and Investments Involve Bangladeshi Legal Matters

718-545-2600, 917-834-9269
30-05, 30th Avenue, 2Fl, Astoria, NY 11102

NYSADC
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE

NEW YORK SENIOR ADULT DAYCARE

নিউইয়র্ক সিনিয়র এডাল্ট ডে কেয়ার

WE HAVE MOST PROMINENT MLTC CONTACT

healthfirst Health Insurance for New Yorkers
elderplan a participating agency of MJHS Health System
Anthem
Hamaspik MANAGED CARE
RiverSpring Living
MetroPlus Health
SWH Senior Whole Health

SHAH NAWAZ MBA
PRESIDENT & CEO

FUHAD HUSSAIN
CCO

MOHAMMAD ZAHID ALAM
CFO

- We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
- Both Halal and Vegetarian Food Option

সর্বোচ্চ সেবার নিশ্চয়তা

CALL US NOW:
718-516-3425

A SISTER CONCERN OF SHAH NAWAZ GROUP
SNG SHAH NAWAZ GROUP

Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903

CONTACT US:

Off: 718-516-3424
FAX: 646-568-6474
newyorksadc.com
intake@ny-sadc.com
116-33 Queens Blvd
Forest Hills, NY 11375
86-11 101 Avenue,
Ozone Park, NY 11416

CHURCH MCDONALD 2005
MANCHESTER BUSINESS ASSOCIATION
CMBBA
CHURCH-MCDONALD BANGLADESHI BUSINESS ASSOCIATION INC.
চার্চ-ম্যাকডোনাল্ড বাংলাদেশী বিজনেস এসোসিয়েশন ইনক
(Little Bangladesh)
16th Brooklyn Street Fair
পথ মেলা -২০২৬
Saturday
June 6th, 2026
CMBBA
র‍্যাফল ড্রতে থাকছে গাড়ী সহ আকর্ষনীয় পুরস্কার
নর্থ আমেরিকার সর্ববৃহৎ ব্রুকলিন মেলা
McDonald Ave
(Between Church Ave & Ave C)
Brooklyn, NY 11218
Mamun Ur Rashid
Convener
(917) 476-8914
Abul H Mohiuddin
Chief Co-ordinator
(917) 627-1051
Rafiqul Islam Patwary
President
917-217-5040
স্টলের জন্য যোগাযোগ করুন
আনোয়ারুল আজিম
646-261-4386
Mehedi Hasan Symon
929-331-3565
Megazine
Chief Editor:
M Ali
Editor
Mir Kasham
Anowarul Azim
Member Secretary
(646) 261-4386
Mehedi Hasan Symon
Co-ordinator
(929) 331-3565
Moinul Alam Bappy
General Secretary
(347) 459-4538
সহযোগিতায়
BANGLADESHI AMERICAN FRIENDSHIP SOCIETY OF NEW YORK INC
বাংলাদেশী আমেরিকান ফ্রেন্ডশিপ সোসাইটি অব নিউইয়র্ক ইনক

জ্যাকসন হাইটস এলাকাবাসী

(শেষ পাতার পর)

এলাকাবাসী' প্রতি বছরের মতো এবারও দোয়া মাহফিল ও তবারক বিতরণ কর্মসূচির আয়োজন করে। গত ৩০ মে শনিবার বিকেল ৫টায় জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন রেস্টুরেন্টের সামনে অনুষ্ঠিত এ কর্মসূচিতে প্রায় ৫ হাজার মানুষের জন্য খাবার এবং ৫ হাজার জায়নামাজ বিতরণ করা হয় বলে আয়োজকরা জানান। অনুষ্ঠানে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত পরিচালনা করেন সদস্য সচিব আমানত হোসেন আমান। মোনাজাতে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান, সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া-সহ প্রয়াত জাতীয় নেতৃবৃন্দের রুহের মাগফিরাত কামনা করা হয়। একই সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করা হয়।

দোয়া মাহফিলের আগে শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সভাপতি ও ট্রাস্টিবোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান এম আজিজ, মূলধারার রাজনীতিক অ্যাটর্নি মঈন চৌধুরী, বীর মুক্তিযোদ্ধা মীর মশিউর রহমান, বিশিষ্ট রাজনীতিক আলাউদ্দিন বুলু, গিয়াস আহমেদ, জসিম ভূঁইয়া, গিয়াস উদ্দিন, আবু সাঈদ আহমদ, গোলাম ফারুক শাহীন, আমিনুল ইসলাম স্বপন, সৈয়দা মাহমুদা শিরীন, ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল খালেক, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ফাহাদ সোলায়মান, জ্যাকসন হাইটস এলাকাবাসীর সভাপতি শাকিল মিয়া, সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ নমী, প্রধান সমন্বয়কারী সারোয়ার খান বাবু, আহ্বায়ক দেওয়ান মনির, তত্ত্বাবধায়ক এজাজুল ইসলাম নাঈমসহ আরও অনেকে। বক্তারা তাদের বক্তব্যে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানকে একজন সৎ, দেশপ্রেমিক ও দূরদর্শী রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে উল্লেখ করেন এবং তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন। একই সঙ্গে জ্যাকসন হাইটস এলাকাবাসীর এ সর্বজনীন উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেন। অনুষ্ঠান শেষে দেশি-বিদেশি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে তবারক বিতরণ করা হয়। পাশাপাশি পৃথক বুথ থেকে আগ্রহীদের মাঝে জায়নামাজ বিতরণ করা হয়।

শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের ৪৫তম শাহাদাতবার্ষিকীর এই অনুষ্ঠানের প্রধান আহ্বায়ক ছিলেন দেওয়ান মনির আর সদস্যসচিব ছিলেন আমানত হোসেন আমান। যুগ্ম আহ্বায়ক ছিলেন শেখ নোমান পলাশ, শামস জনি, কাজী আমিনুল ইসলাম স্বপন, রন হক, সেলিম আহমেদ, মানিক বাবু, ইক্তারুজ্জামান রতন। যুগ্ম সদস্যসচিব ছিলেন আফতাব জনি, এ সিদ্দিক পাটওয়ারী, আল মামুন সবুজ, মনিরুল ইসলাম মনির, জাহাঙ্গীর আলম জয়, মোহাম্মদ রইচ উদ্দিন, ওয়াহিদুজ্জামান নিলু, নূর হোসেন। প্রধান সমন্বয়কারী ছিলেন সারওয়ার খান বাবু এবং সমন্বয়কারী ছিলেন রফিকুল ইসলাম ডালিম, শফিউদ্দিন মিয়া, আব্দুস সামাদ টিটু, মিজানুর রহমান মিজান, মো. মফিজুর রহমান, মিয়া মো. দুলাল, ফারুক হোসেন মজুমদার, সাঈদ এ আর ফারুক, জীবন শফিক। সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন এজাজুল ইসলাম নাঈম, মো. গিয়াস উদ্দিন, এ. জেড. এম জাহাঙ্গীর হাসাইন, শাহিন এইচ চৌধুরী, সুলতানা নাসির উদ্দিন রতন, জিয়াউর রহমান টিটু।

পৃষ্ঠপোষকতায় ছিলেন এনওয়াই হোম কেয়ারের প্রধান এম আজিজ, গোল্ডেন এজ হোম কেয়ারের প্রধান শাহ নেওয়াজ, গুড শেফার্ড হোম কেয়ারের গিয়াস আহমেদ, বারী হোম কেয়ারের আসেফ বারী টুটুল, এক্সিট রিয়েলটি কন্টিনেন্টালের জাকির এইচ চৌধুরী, ইন্টারনাল হোম কেয়ার সার্ভিস ইনকের আশরাফ চৌধুরী খোকন, ফিউমা ইনোভেটেডের ফাহাদ সোলায়মান, এ্যাম্পায়ার কেয়ার এজেন্সির নুরুল আজিম, ফাস্ট এইড হোম কেয়ারের ডা. শাহজাদী পারভিন, ডেরা রেস্টুরেন্ট, অ্যাটর্নি মঈন চৌধুরী, দুলাল বেহেদু, ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল খালেক, শাহ জে চৌধুরী, হারুন ভূইয়া, আব্দুর রহমান বিশ্বাস, তারেক আহমেদ চঞ্চল, রিয়েলটর বেলাল আহমেদ চৌধুরী, টপ টির সরদার হক রনি, লিটু চৌধুরী, ইশতিয়াক রুমি, সিগাল কর্পোরেশনের মোহাম্মদ আর হক, রাইজিং রিয়েলটির মনিরুল ইসলাম, মাকসুদ এইচ চৌধুরী, খামারবাড়ির কামরুজ্জামান কামরুল, বাংলা ট্রাভেলসের মোহাম্মদ বি হোসেন বেলাল, ডা. ওয়ালিউর রহমান খান, ডা. তৌহিদ শিবলী, মো. আলামীন, মির্জা এম জামান, মাসুদ রানা তপন প্রমুখ।

জ্যামাইকাবাসী

(শেষ পাতার পর)

বছরের মতো এবছরও কুইন্সের জ্যামাইকায় দোয়া মাহফিল ও তবারক হিসেবে খাবার বিতরণ করা হয়েছে। গত ২৯ মে শুক্রবার বাদ জুমা স্থানীয় হিলসাইড এভিনিউ ও ১৬৮ স্ট্রীটের কর্ণারে জ্যামাইকাবাসীর উদ্যোগে এই কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। এদিন ২ হাজারোধিক লোকের জন্য খাবার বিতরণ করা হয় বলে আয়োজকরা জানান। উল্লেখ্য, ১৯৮১ সালের এই দিনে রাষ্ট্রপতি জিয়া চট্টগ্রাম সার্কিট হাউজে *(বাকি অংশ ৪২ পাতায়)*

সুলভে অকশনের বাড়ী কিনে অধিক লাভবান হোন

AUCTION HOUSES FOR SALE

Auction Date: 17 June 2026, 11AM

Minimum Opening Bid: $640,000.00 Deposit Required: $64,000.00
59-42 58th Road Maspeth, NY 11378

Minimum Opening Bid: $1,155,000.00 Deposit Required: $115,500.00
148-02 87th Road Jamaica, NY 11435

Minimum Opening Bid: $840,000.00 Deposit Required: $84,000.00
148-12 87th Road Jamaica, NY 11435

Minimum Opening Bid: $620,000.00 Deposit Required: $62,000.00
114-23 178th Place St. Albans, NY 11434

Minimum Opening Bid: $925,000.00 Deposit Required: $92,500.00
23-40 205th Street Bayside, NY 11360

Minimum Opening Bid: $695,000.00 Deposit Required: $69,500.00
145-74 177th Place Springfield Gardens, NY 11434

Minimum Opening Bid: $660,000.00 Deposit Required: $66,000.00
61-20 165th Street Queens, NY 11365

Minimum Opening Bid: $715,000.00 Deposit Required: $71,500.00
87-42 116th Street Queens, NY 11418

Minimum Opening Bid: $995,000.00 Deposit Required: $99,500.00
42-22 Forley Street Flushing, NY 11373

কামরুজ্জামান বাচ্চু
KAMRUZ ZAMAN BACCU
Licensed Real Estate Salesperson

ISLAND ADVANTAGE REALTY

360 Motor Parkway Suite 200A
Hauppauge, NY 11788

347.465.3220
kamruzbaccu1@gmail.com

We have 200+Regular, HUD, Auction, Foreclosure, REO/Bank Own Properties

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

বেপরোয়া গাড়িচালনা রোধে নিউইয়র্কে নতুন আইন

(শেষ পাতার পর)

হয়েছে। গত ২৬ মে মঙ্গলবার নিউইয়র্ক স্টেটের বাজেটের অংশ হিসেবে অনুমোদিত এই আইনের অধীনে, সিটির সবচেয়ে বেশি আইন অমান্যকারী বা 'সুপার স্পিডার' চালকদের গাড়িতে বাধ্যতামূলকভাবে গতি নিয়ন্ত্রক ডিভাইস বা 'স্পিড-লিমিটিং ডিভাইস' বসানো হবে। কোনো চালক এক বছরে ১৬ বা ততধিক বার স্পিড ক্যামেরায় ধরা পড়লে তাকে জিপিএস প্রযুক্তিনির্ভর এই ডিভাইস গাড়িতে সংযুক্ত করতে হবে। এর ফলে চালকের পক্ষে যেখানে গাড়ির গতির যে স্পিড লিমিট রয়েছে তার চেয়ে বেশি গতিতে গাড়ি চালানো আর সম্ভব হবে না। স্টেট গভর্নর ক্যাথি হকুল বাজেটে স্বাক্ষরের এক বছর পর থেকে আইনটি কার্যকর হবে এবং এরপর থেকে আইন লঙ্ঘনের শাস্তি কার্যকর করা হবে।

সম্প্রতি এক সংবাদ সম্মেলনে গভর্নর ক্যাথি হকুল বেপরোয়া চালকদের কড়া সতর্কবার্তা দিয়ে বলেন, আপনারা আমাদের আইন অমান্য করতে পারবেন না এবং শিশু, পথচারী ও অন্যান্য চালকদের জীবন ঝুঁকিতে ফেলতে পারবেন না, কারণ তাদের নিরাপদে থাকার অধিকার রয়েছে। নতুন এই আইনটি মূলত সিটির স্কুল জোনগুলোর স্পিড ক্যামেরা কর্মসূচির ওপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে। নিউইয়র্ক সিটির ৭৫০টি স্কুল জোনের ক্যামেরায় কোনো গাড়ি নির্ধারিত সীমার চেয়ে ঘণ্টায় ১০ মাইলের বেশি গতিতে চালানো হলে মালিকের ঠিকানায় সাধারণত ৫০ ডলারের জরিমানার নোটিশ পাঠানো হয়। 'ট্রান্সপোর্টেশন অল্টারনেটিভস'-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, জরিমানা সত্ত্বেও প্রায় ১৪ হাজার ৬০০ চালক বারবার এই আইন ভঙ্গ করেন। দেখা গেছে, এই আইন ভঙ্গকারীদের বেশিরভাগই বিএমডব্লিউ, মার্সিডিজ-বেঞ্জ ও আইডির মতো বিলাসবহুল গাড়ি ব্যবহার করেন।

নতুন আইনে স্পিড লিমিট ভঙ্গকারীদের জন্য বর্ধিত হারে জরিমানার বিধান রাখা হয়েছে। গাড়িতে ডিভাইস যুক্ত করার নির্দেশ অমান্য করলে চালকদের ১,৫০০ ডলার থেকে ২,৫০০ ডলার পর্যন্ত জরিমানা দিতে হতে পারে। বেঁধে দেওয়া সময়ের ৪৫ দিনের মধ্যে ডিভাইসটি গাড়িতে লাগানো না হলে মোটর ভেহিকেল বিভাগ সংশ্লিষ্ট গাড়ির নিবন্ধন বাতিল করতে পারবে। এছাড়া ডিভাইসটি খোলার বা এর কার্যকারিতা নষ্ট করার চেষ্টা করলে জরিমানার পাশাপাশি এক বছরের জন্য গাড়ির নিবন্ধন স্থগিত রাখা হবে। নতুন এই আইনকে স্বাগত জানিয়েছেন ডার্নেল সিলি-ম্যাকক্রোরি নামের এক শোকাহত পিতা, যার ১৩ বছর বয়সী কন্যা নিয়েল ২০২৪ সালে এক বেপরোয়া চালকের গাড়ির ধাক্কায় নিহত হয়েছিল। তিনি স্বস্তি প্রকাশ করে বলেন, এই আইন কার্যকর করা হলে নিউইয়র্কের রাস্তা বেপরোয়া চালকদের হাত থেকে নিরাপদ হবে এবং তার মেয়ের মতো অন্য শিশুরা তাদের সুন্দর ভবিষ্যৎ উপভোগ করার সুযোগ পাবে।

সাবেক সংসদ সদস্য রহমতুল্লাহ মারা গেছেন

ঢাকা : সাবেক সংসদ সদস্য ও আওয়ামী লীগের (কার্যক্রম নিষিদ্ধ) প্রবীণ নেতা এ কে এম রহমতুল্লাহ মারা গেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। বুধবার ভোরে রাজধানীর স্কয়ার হাসপাতালে রহমতুল্লাহর মৃত্যু হয় বলে পারিবারিক সূত্র জানিয়েছে। মেয়ে মানসুরা রহমতুল্লাহ বলেন, 'ভোর ৪টা ৫ মিনিটে তিনি মারা যান। তাঁর মরদেহ বাড্ডার বেরাইদের নিজের বাসভবনে আনা হয়েছে।' রহমতুল্লাহর পারিবারিক সূত্র জানান, বেশ কয়েক দিন ধরে ঢাকার স্কয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন এই রাজনীতিবিদ। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৬ বছর। বীর মুক্তিযোদ্ধা রহমতুল্লাহ আমৃত্যু আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ছিলেন। তিনি পাঁচবার সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি ঢাকা মহানগর উত্তর আওয়ামী লীগের সভাপতির দায়িত্বও পালন করেছেন। ১৯৮৬ সালে তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তিনি ঢাকা-৫ আসনে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। এরপর ১৯৯৬, ২০০৮, ২০১৪, ২০১৮ সালে তিনি সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। রহমতুল্লাহর ভাগনে ফারুক আহমেদ জানান। রহমতুল্লাহ তিন মেয়ে ও দুই ছেলের বাবা।

ব্রঙ্কসের তরুণদের ভাড়া সংকটের কথা শুনলেন মেয়র মামদানি

(শেষ পাতার পর)

সংকট, লাগামহীন ভাড়া বৃদ্ধি এবং জীবনযাত্রার ব্যয় তরুণ প্রজন্মকে কীভাবে নিজ শহর থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছে, তার বাস্তব চিত্র উঠে এসেছে ব্রঙ্কসে আয়োজিত এক বিশেষ গণশুনানিতে। শিক্ষার্থী, ভাড়াটে ও কমিউনিটি নেতাদের সরাসরি বক্তব্য শুনে সিটির নতুন মেয়র জোহরান মামদানি আশ্বাস দিয়েছেন, নিউইয়র্ককে ভাড়াটেদের জন্য আরও বাসযোগ্য ও সাশ্রয়ী করতে তার প্রশাসন ইতিহাসের অন্যতম বৃহৎ আবাসন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করবে। ২৮ মে সন্ধ্যায় ব্রঙ্কসের হোসটোস কমিউনিটি কলেজের রেপার্টরি থিয়েটারে অনুষ্ঠিত 'স্টুডেন্টস রেন্টাল রিপঅফ হিয়ারিং'-এ কয়েকশ শিক্ষার্থী, ভাড়াটে, অ্যাক্টিভিস্ট এবং স্থানীয় বাসিন্দা সরাসরি সিটির নতুন মেয়র জোহরান মামদানির সামনে তাদের অভিজ্ঞতা, ক্ষোভ ও প্রত্যাশার কথা তুলে ধরেন। অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার ও নাগরিক অধিকার নিয়ে কাজ করা অলাভজনক মিডিয়া প্রতিষ্ঠান 'মোর পারফেক্ট ইউনিয়ন'-এর উচ্চশিক্ষাবিষয়ক উদ্যোগ 'মোর পারফেক্ট ইউ-

নিভার্সিটি' এবং নিউইয়র্ক সিটি মেয়রের কার্যালয়ের যৌথ আয়োজনে অনুষ্ঠিত এই গণশুনানি শুরু থেকেই ব্যাপক জনসমাগমে মুখর ছিল। মিলনায়তনে উপস্থিত বহু শিক্ষার্থীর মাথায় ছিল মেয়র মামদানির নির্বাচনী প্রচারণার জনপ্রিয় স্লোগানড়"ঞযব জবহঃ ওং ঞড়ড় উধসহ ঐরময" লেখা হলুদ ও লাল রঙের ক্যাপ।শুনানিতে একের পর এক শিক্ষার্থী ও তরুণ ভাড়াটে আবাসন সংকট, উচ্ছেদের ভয়, নিম্নমানের আবাসন ব্যবস্থা, নিরাপত্তাহীনতা এবং জীবনযাত্রার ব্যয়ের ঊর্ধ্বগতির কারণে তাদের জীবনে সৃষ্ট সংকটের কথা তুলে ধরেন। সাউথ ব্রঙ্কসে বেড়ে ওঠা এক কলেজ শিক্ষার্থী ও ভাড়াটে অধিকারকর্মী জানান, লাগামহীন ভাড়া বৃদ্ধির কারণে তার পরিবারকে বহু বছরের পরিচিত এলাকা ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে হয়েছে।ব্রঙ্কসের বাসিন্দা এবং 'সিইউএনওয়াই কেয়ার্স'-এর লিড অ্যাডভোকেট ব্রিটানি লাঞ্জানো বলেন, ব্রঙ্কসে একটি সাধারণ অ্যাপার্টমেন্টের ভাড়া ২ হাজার ৫০০ ডলারে পৌঁছে যাওয়ায় চার বছর আগে তিনি কুইন্সে চলে যেতে বাধ্য হন। তার ভাষায়, সে সময় কুইন্সে একই ধরনের বাসা ভাড়া ব্রঙ্কসের তুলনায় প্রায় এক হাজার ডলার কম ছিল।

অন্যদিকে ন্যাশনাল ক্লিন ওয়াটার কালেক্টিভ ইয়ুথ কাউন্সিলের প্রতিনিধিত্বকারী এক শিক্ষক প্রশ্ন তোলেন, নিউইয়র্কবাসী যখন ইতিহাসের সর্বোচ্চ ভাড়া পরিশোধ করছে, তখনও কেন অনেক এলাকায় নিরাপদ ও মানসম্মত পানীয় জলের মতো মৌলিক সেবা নিশ্চিত করা যাচ্ছে না।এই গণশুনানির মাত্র দুই দিন আগে মেয়র মামদানির প্রশাসন 'ব্লক বাই ব্লক: দ্য হাউজিং প্ল্যান ফর আ নিউ এরা' শীর্ষক একটি উচ্চাভিলাষী আবাসন পরিকল্পনা ঘোষণা করে। শুনানিতে মেয়র জানান, আগামী পাঁচ বছরে ২২ বিলিয়ন ডলারের ঐতিহাসিক মূলধনী বিনিয়োগের মাধ্যমে নিউইয়র্ক সিটিতে ২ লাখ নতুন সাশ্রয়ী ও স্থায়ী রেন্ট-স্ট্যাবিলাইজড (ভাড়া-নিয়ন্ত্রিত) আবাসন নির্মাণ করা হবে। একই সঙ্গে আরও ২ লাখ বিদ্যমান সাশ্রয়ী আবাসন সংরক্ষণের উদ্যোগ নেওয়া হবে।

মেয়র বলেন, আবাসন সংকট মোকাবিলায় শুধু নতুন বাড়ি নির্মাণই নয়, ভাড়াটেদের অধিকার রক্ষাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। এ লক্ষ্যে টেন্যান্ট ইউনিয়ন বা ভাড়াটে সংগঠনগুলোকে আরও শক্তিশালী করা হবে। কোনো ভবনের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভাড়াটে একত্রিত হয়ে অভিযোগ জানালে সিটি কর্তৃপক্ষ ভবনটির ছাদ থেকে বেসমেন্ট পর্যন্ত সমন্বিত পরিদর্শন ও তদন্ত পরিচালনা করবে।তিনি জানান, দায়িত্বজ্ঞানহীন ও অসাধু বাড়িওয়ালাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে "ফিক্স দ্য সিটি" নামে নতুন কর্মসূচি চালু করা হয়েছে। এই কর্মসূচির আওতায় ইতোমধ্যে বিভিন্ন ভবনের মালিকদের কাছ থেকে ৬৫ মিলিয়ন ডলারেরও বেশি জরিমানা আদায় করা হয়েছে।

শুনানিতে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থী ও তরুণদের উদ্দেশে মেয়র জোহরান মামদানি বলেন, "আমরা কখনোই চাই না আপনারা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছান যে বেঁচে থাকার জন্য নিউইয়র্ক সিটি ছেড়ে চলে যেতে হবে। আমরা চাই আপনারা এখানেই থাকুন, এখানেই শিক্ষা গ্রহণ করুন, কাজ করুন এবং নিজেদের ভবিষ্যৎ গড়ে তুলুন। আমাদের প্রশাসন সিটির ৭০ শতাংশ ভাড়াটেকে আর অবহেলার চোখে দেখবে না।" আবাসনের গুণগত মান প্রসঙ্গে তিনি স্বীকার করেন যে, আবাসন সংকটের অর্থ শুধু উচ্চ ভাড়া নয়; অনেক ক্ষেত্রে মানুষকে জরাজীর্ণ ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশেও বসবাস করতে হচ্ছে। এ সমস্যা মোকাবিলায় পরিদর্শক ও আইন প্রয়োগকারী কর্মীর সংখ্যা বাড়ানো হবে। পাশাপাশি বারবার আইন লঙ্ঘনকারী মালিকদের সম্পত্তি প্রয়োজন হলে অলাভজনক সংস্থা কিংবা ভাড়াটেদের নিয়ন্ত্রণে হস্তান্তরের আইনি প্রক্রিয়াও সহজ করা হবে।উল্লেখ্য, হোসটোস কমিউনিটি কলেজ দীর্ঘদিন ধরেই ব্রঙ্কসের সামাজিক ন্যায়বিচার ও নাগরিক অধিকার আন্দোলনের অন্যতম কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত। আগামী ৮ জুন কলেজ প্রাঙ্গণেই নিউইয়র্ক সিটি রেন্ট গাইডলাইনস বোর্ডের বার্ষিক ব্রঙ্কস পাবলিক হিয়ারিং অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে, যেখানে সাধারণ বাসিন্দারা ভাড়া বৃদ্ধি, আবাসন সংকট এবং ভাড়াটেদের অধিকার নিয়ে তাদের মতামত তুলে ধরার সুযোগ পাবেন।

আর্সেনাল জার্সির পাঞ্জাবি পরে ঈদের নামাজ আদায়

যুক্তরাজ্যের ঐতিহ্যবাহী ফুটবল ক্লাব আর্সেনালের থিমযুক্ত বিশেষ কুর্তি পরে পবিত্র ঈদুল আজহার নামাজ আদায় করেছেন নিউইয়র্ক সিটির মেয়র জোহরান মামদানি। গত ২৭ মে নিউইয়র্কের ব্রঙ্কস বরো এলাকায় স্থানীয় শত শত মুসলিম বাসিন্দাদের সঙ্গে তিনি ঈদের এই বার্ষিক জামাতে অংশ নেন বলে আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম খালিজ টাইমসের এক প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে।প্রতিবেদন অনুযায়ী, দক্ষিণ এশীয় বংশোদ্ভূত জোহরান মামদানি নিউইয়র্ক সিটির ইতিহাসে প্রথম মুসলিম মেয়র হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। ঈদের দিন তিনি আর্সেনাল ক্লাবের নীল রঙের অ্যাওয়ে জার্সির আদলে তৈরি একটি দীর্ঘ হাতার কুর্তি পরে নামাজে অংশ নিয়ে বিশ্বজুড়ে ফুটবলপ্রেমীদের মাঝে ব্যাপক সাড়া ফেলেছেন। গেলো মে মাসেই দীর্ঘ ২২ বছরের অপেক্ষা ফুরিয়ে আর্সেনাল প্রিমিয়ার লিগের শিরোপা জেতায় বিশ্বজুড়ে ক্লাবটির সমর্থকদের মাঝে এমনিতেই আনন্দের বন্যা বইছে।

ঈদের নামাজ শেষে মেয়র জোহরান মামদানি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ইনস্টাগ্রামে তার ২০ লক্ষাধিক অনুসারীর উদ্দেশ্যে দেয়া এক বার্তায় নিউইয়র্কবাসীকে ঈদের শুভেচ্ছা জানান। তিনি পত্রে উল্লেখ করেন, ইসলামের চিরন্তন আদর্শ অনুযায়ী কোরবানি বা আত্মত্যাগ কোনো বোঝা নয়, বরং এটি মানবজাতিকে বৃহত্তর কল্যাণের অংশ হতে এবং অভাবী মানুষের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে উদ্বুদ্ধ করে।

জ্যামাইকাবাসী

(৪০ পাতার পর)

অবস্থানকালে কতিপয় বিপথগামী সেনা কর্মকর্তার ব্রশফায়ারে নিহত হন।

ব্যতিক্রমী এই অনুষ্ঠানে বিশেষ দোয়া মুনাজাত পরিচালনা করেন জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার (জেএমসি)-এর খতিব ও ইমাম মাওলানা মির্জা আবু জাফর বেগ। দোয়া ও মুনাজাতে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা এবং প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং দেশ ও জাতির কল্যান কামনা করা হয়। এছাড়াও বড় পর্দার মাধ্যমে ভিডিও স্লাইডে শহীদ জিয়ার সংক্ষিপ্ত জীবনী সম্প্রচার করা হয়। অনুষ্ঠানের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন কমিউনিটি নেতা ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার ও মোহাম্মদ কাশেম। দোয়ার আগে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় বিএনপি'র জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য আবাদুল লতিফ সম্রাট ও গিয়াস আহমেদ, ডা. ওয়াদুদ ভূইয়া, সাপ্তাহিক বাংলাদেশ সম্পাদক ওয়াজেদ এ খান, বিশিষ্ট রাজনীতিক জসিম ভূইয়া, ফয়েজ চৌধুরী, আশা হোম কেয়ারের কর্ণধার আকাশ রহমান, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী তোফায়েল চৌধুরী লিটন, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট আনিসুল কবীর জাসীর, ফারুক হোসেন মজুমদার, অনুষ্ঠান আয়োজক কমিটির আহ্বায়ক বেলাল চৌধুরী, চেয়ারম্যান আল আমীন সুমন, সদস্য সচিব ফারুক হোসেন রনি, প্রধান সমন্বয়কারী মোহাম্মদ খলকুর রহমান।

অনুষ্ঠানে বক্তারা শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে বক্তারা তাঁকে একজন সৎ, দেশপ্রেমিক ও বিশ্বের অন্যতম নন্দিত রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে উল্লেখ করেন। বক্তারা বলেন, যতদিন বাংলাদেশ থাকবে ততদিন জিয়াউর রহমান মানুষের মাঝে বেঁচে থাকবেন। পাশাপাশি জ্যামাইকাবাসীদের সর্বজনীন উদ্যোগের প্রশংসা করেন। বক্তারা এই আয়োজন সফল করতে যারা সহযোগিতা করেছেন তাদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা জানান। এছাড়াও আয়োজক কমিটির কর্মকর্তারা আগামী দিনে আরো বৃহৎ পরিসরে অনুষ্ঠান আয়োজনের কথা জানান। অনুষ্ঠানে দেশী-বিদেশী সর্বস্তরের মানুষের মাঝে তবারক বিতরণ করা হয়। তারা লাইন দাঁড়িয়ে খাবার সংগ্রহ করেন এবং স্থানীয় একটি মিলনায়তনে বসে খাবার গ্রহণ করেন। বাদ জুম্মা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত এই কর্মসূচী চলে। অনুষ্ঠানে কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে জেএমসি'র সাবেক সেক্রেটারী আফতাব মান্নান, যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি নেতা আব্দুস সবুর, ভিপি জসিম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

জ্যামাইকাবাসী আয়োজিত শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের শাহাদৎ বার্ষিকী স্মরণ অনুষ্ঠান সফল করতে আরো যারা বিশেষ ভূমিকা পালন করেন তাদের মধ্যে রয়েছেন- আয়োজক কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক যথাক্রমে আশরাফুজ্জামান আশরাফ, মোহাম্মদ আই খান সুলতান, এসএম ফরমান হোসেন, আমিরুল ইসলাম আমির, মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম, রিপন মিয়া ও আলম সরকার, কো চেয়ারম্যান আকিব হোসেন ও মনিরুল ইসলাম মনির, যুগ্ম সদস্য সচিব যথাক্রমে সাইদুল ইসলাম রিয়াদ, মুন্সী জুলফিকার উদ্দিন রুবায়েত, জাকির হোসেন সরদার ও ওয়াহিদ উজ্জল, সমন্বয়কারী যথাক্রমে ইঞ্জিনিয়ার মাইনুদ্দীন মিয়াজী, মিজানুল রহমান রুবেল, খাদেমুল ইসলাম রুবেল ও মোস্তাক আহমেদ।

দেশে বিদ্যুতের দাম বাড়ল ১৬.৬৮ শতাংশ

ঢাকা : তাড়াহুড়া করে দ্রুততম সময়ের মধ্যে বাড়ানো হলো বিদ্যুতের দাম। পাইকারি পর্যায়ে বিদ্যুতের দাম ১৯ দশমিক ৮৫ শতাংশ হারে বাড়ানো হয়েছে। আর গ্রাহক পর্যায়ে বিদ্যুতের দাম গড়ে ১৬ দশমিক ৬৮ শতাংশ ও সঞ্চালন চার্জ ২৩ দশমিক ৯৬ শতাংশ বাড়ানো হয়েছে। বুধবার এক সংবাদ সম্মেলনে নতুন দাম ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (বিইআরসি)। এতে বলা হয়, বিভিন্ন ধাপের (স্লাব) গ্রাহকদের মধ্যে সবচেয়ে কম ১৫ শতাংশ ও সর্বোচ্চ ১৯ দশমিক ৯৪ শতাংশ দাম বাড়ানো হয়েছে এবার। নতুন এ দাম জুন থেকেই কার্যকর হচ্ছে। তাড়াহুড়া করে মূল্যবৃদ্ধির বিষয়ে এক প্রশ্নের জবাবে বি-ইআরসির চেয়ারম্যান জালাল আহমেদ বলেন, কোনো চাপ ছিল না। বাজেট মাথায় রেখে দ্রুত করা হয়েছে। আরেক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, দাম বাড়ানোর ফলে মানুষের ব্যয় বাড়বে, তবে অর্থনৈতিক মূল্যায়ন করা হয়নি। এটা করার সুযোগ আছে।

দেশে ঈদের ছুটিতে ৯৯৯-এ ১০ হাজারের বেশি অভিযোগ

ঢাকা : ঈদুল আজহা উপলক্ষ্যে দীর্ঘ ছুটিতে রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি মোটামুটি নিয়ন্ত্রণে থাকলেও উদ্বেগ বাড়িয়েছে মারামারির ঘটনা। জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯-এ ছুটির সাত দিনে আসা অভিযোগের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ছিল মারামারি সংক্রান্ত কল। একই সময়ে চুরি-ছিনতাই ও অন্য অপরাধ তুলনামূলকভাবে নিয়ন্ত্রণে ছিল বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা। জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯-এর তথ্য অনুযায়ী, গত ২৫ মে থেকে ৩১ মে পর্যন্ত সাত দিনে সহায়তা চেয়ে মোট ১০ হাজার ৭৮টি কল আসে। এর মধ্যে সর্বাধিক ১ হাজার ৯৭৪টি কল ছিল মারামারির ঘটনায়। এছাড়া জিম্মি করে রাখা সংক্রান্ত ৮৭১টি, অ্যাম্বুলেন্স চেয়ে ৮০২টি, নারী ও শিশু নির্যাতনের ৬৬৩টি, সড়ক দুর্ঘটনার ৫৮৩টি, পারিবারিক সমস্যার ৫৩০টি এবং অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ফায়ার সার্ভিসের সহায়তা চেয়ে ৫১২টি কল আসে। এছাড়া শব্দদূষণের ঘটনায় ৩৬৬টি, বাসের অতিরিক্ত ভাড়া আদায়সহ বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগে ৩০৫টি এবং ঈদের পশুর হাটে চাঁদাবাজি ও এক বাজারের গরু অন্য বাজারে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগে ৩০২টি কল পাওয়া যায়। অন্যান্য বিষয়ে আরও ৩ হাজার ১৭০টি কল আসে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সংশ্লিষ্ট থানা ও সংস্থার মাধ্যমে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। তবে সবক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত সেবা না পাওয়ার অভিযোগও রয়েছে। চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলার বারোঘরিয়া লক্ষীপুর খোনাপাড়ার বাসিন্দা শামীমা আক্তার অভিযোগ করেন, গত ২৭ মে প্রতিবেশীদের হামলার শিকার হয়ে তিনি ৯৯৯-এ কল করেন। পুলিশ ঘটনাস্থলে গেলেও কার্যকর কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। তিনি বলেন, প্রতিবেশীর কাছ থেকে তার মেয়ে কিছু আসবাবপত্র কেনার পর তা ফেরত নেওয়া নিয়ে বিরোধের সৃষ্টি হয়। একপর্যায়ে একদল লোক তাদের বাড়িতে হামলা চালায়। পুলিশ ঘটনাস্থলে এলেও কাউকে আটক বা আইনগত ব্যবস্থা নেয়নি। ফলে ঈদের সময় মেয়ে ও জামাই বাড়িতে এসেও স্বাভাবিকভাবে উৎসব পালন করতে পারেননি। এ বিষয়ে চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) একরাম হুসাইন বলেন, ৯৯৯ থেকে প্রতিদিন অসংখ্য কল আসে। নির্দিষ্ট ওই অভিযোগটি মনে করতে পারছি না। ভুক্তভোগীকে থানায় যোগাযোগ করতে বলুন, বিষয়টি দেখা হবে। ভুক্তভোগীদের অনেকে জানান, সরাসরি থানায় যোগাযোগ করলে অনেক সময় গড়িমসি করতে দেখা যায়। কিন্তু ৯৯৯-এ কল করলে দ্রুত সাড়া পাওয়া যায় এবং পুলিশও দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায়। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক তরুণী জানান, ঈদের পরদিন পারিবারিক বিরোধের জেরে তার ভাইয়ের ওপর হামলা হলে তিনি ৯৯৯-এ কল করেন। পরে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। পুলিশের এক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা জানান, প্রতি বছরই ঈদে প্রচুর মারামারির অভিযোগ আসে। তবে এবার ওই সংখ্যা তুলনামূলক বেশি। জমিজমা, পারিবারিক বিরোধ, গ্রুপভিত্তিক দ্বন্দ্ব ও স্থানীয় বিরোধ থেকেই অধিকাংশ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। সাধারণত পরিবারের সদস্যরা একত্রিত হলে পুরোনো বিরোধ সামনে চলে আসে, তাই ঈদের সময় এ ধরনের ঘটনা বাড়ে।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

হাম ও উপসর্গে দেশে আড়াই মাসে ৫৮৫ শিশুর মৃত্যু

ঢাকা : হামের উপসর্গে দেশে আরও দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে গত ১৫ মার্চ থেকে হামের উপসর্গে দেশে ৪৯৫ শিশুর মৃত্যু হয়েছে। এ সময়ে হাম শনাক্তের পর মারা গেছে ৯০ শিশু। এ পর্যন্ত মারা গেছে ৫৮৫ শিশু। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হামবিষয়ক নিয়মিত প্রতিবেদনে এ তথ্য জানা গেছে। প্রতিবেদনে আরও জানা যায়, গত ২৪ ঘণ্টায় (শনিবার সকাল ৮টা থেকে ৩১ মে সকাল ৮টা) হাম ও হামের উপসর্গে আক্রান্ত হয়েছে ১ হাজার ৩৭৭ জন। এর মধ্যে ৫৩ শিশুর হাম শনাক্ত হয়েছিল।

হামের উপসর্গ ছিল ১ হাজার ৩২৪ শিশুর। হামের উপসর্গে আক্রান্ত দুই শিশু ঢাকা ও বরিশালে মারা গেছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য বলছে, চলতি বছরের ১৫ মার্চ থেকে হামের উপসর্গ দেখা দিয়েছে ৭০ হাজার ৯৩৬ শিশুর। এ সময় হামের উপসর্গ নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে ৫৬ হাজার ৮৮৬ শিশু। তবে এর মধ্যে সুস্থ হয়ে হাসপাতাল থেকে ৫২ হাজার ৮৪১ শিশু বাড়ি ফিরেছে। গত ১৫ মার্চ থেকে দেশে ৯ হাজার ৪৯ শিশুর শরীরে হাম শনাক্ত হয়েছে বলে জানিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।

হাসিনাকে নিয়ে দিল্লির পুতুলখেলা

(৮ পাতার পর)

যত দিন বেঁচে থাকবে, তত দিন তার সাথিদের হত্যার বিচার দেখে যেতে চাইবে। হাসিনাকে এ দেশে ফিরে আসতে হবে শুধু তার দণ্ড কার্যকর করার জন্য।

২০২৪ সালের আগস্টে হাসিনার পতনের আন্দোলন শুধু একজন স্বৈরশাসকের পতনের আন্দোলন ছিল না । এই আন্দোলন ছিল ভারতীয় আধিপত্যবাদের অবসানের আন্দোলন। সীমান্ত হত্যা, পুশ-ইনের অপচেষ্টা, অভিন্ন নদী থেকে একতরফা পানি প্রত্যাহার এবং ভারতে মুসলিমদের ওপর নিপীড়ন যত বাড়বে, এ দেশের মানুষ চূড়ান্তভাবে ভারতের আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে তত বেশি সোচ্চার হবেন। বর্তমান সরকারের প্রধান চ্যালেঞ্জ হবে গণমানুষের এই আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করা। সরকারের ভারতমুখী যেকোনো নীতি মানুষকে যেমন বিক্ষুব্ধ করে তুলতে পারে, তেমনি আত্মমর্যাদার সাহসী নীতি সরকারের প্রতি মানুষের সমর্থন আরো জোরালো করতে পারে।

বাংলাদেশের রাজনীতিতে হাসিনা এখন কোনো আলোচনার বিষয় নয়। সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের মধ্য দিয়ে হাসিনা ও তার দল বাংলাদেশের রাজনীতিতে পুরোপুরি অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছেন। তার দলের সমর্থকরা বাংলাদেশের নতুন রাজনৈতিক বাস্তবতা মেনে নিয়ে ভোট-াধিকার প্রয়োগ করেছেন। হাসিনার দলের সাহস হয়নি নির্বাচন বর্জনের ডাক দেওয়ার। বরং যারা পালিয়ে যাননি, তারা বাংলাদেশের ক্ষমতাসীন বা বিরোধী দলের মধ্যে লীন হয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন। গত নির্বাচনের ভোটের হিসাব প্রমাণ করে আওয়ামী সমর্থকরা বিএনপির রাজনীতির সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করেছেন। বিএনপির প্রাপ্ত ৪৯ শতাংশ ভোটের অন্তত ১৫ থেকে ২০ শতাংশ ভোট এসেছে আওয়ামী সমর্থকদের কাছ থেকে। আগামী নির্বাচনের আগে এই রাজনৈতিক মেরুকরণ আরো জোরালো হবে।

দিল্লির সাজানো কথিত সাক্ষাৎকারে 'বীর পলাতক' হাসিনা সাহসী নানা কথা বলেছেন। তিনি নাকি দেশে ফিরে আসার জন্য প্রস্তুত। খুবই ভালো কথা। অন্তর্বর্তী সরকার এবং নির্বাচিত সরকার উভয়ই বন্দিবিনিময় চুক্তি অনুযায়ী হাসিনাকে ফেরত চেয়েছে। কিন্তু ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তা খতিয়ে দেখার নামে সময়ক্ষেপণ করেছে। গণঅভ্যুত্থানে অংশ নেওয়া বাংলাদেশের লাখো মানুষ অধীর অপেক্ষায় আছেন হাসিনার বিচারের রায় কার্যকর করার। আমরা লক্ষ করছি, হাসিনার কথিত এই সাক্ষাৎকারের পর ঢাকায় থাকা দিল্লির সফট পাওয়ারগুলো সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সরব হওয়ার চেষ্টা করছে। এরা কিছুটা সাহসী হয়ে উঠেছে নির্বাচনের আগে ক্ষমতাসীন দলের ভোটের রাজনীতির কৌশলের কারণে। বিএনপি সে সময় আওয়ামী ভোটব্যাংক নিজেদের দিকে টানার জন্য ফ্যাসিবাদের দোসর এবং ভারতীয় দূতাবাসে মদিরা-আসক্ত ভোল পাল্টানো বামপন্থি সাংবাদিক, লেখক ও বুদ্ধিজীবীদের সরব হওয়ার সুযোগ দিয়েছিল।

যাতে আওয়ামী ভোটাররা ভোটকেন্দ্রে গিয়ে বিএনপিকে ভোট দেওয়ার মতো আস্থা পান। এই সুযোগ নিয়ে তারা এখন হাসিনার পক্ষে সংঘবদ্ধ প্রচার চালাচ্ছেন। সংসদে বিএনপি যখন বিরোধী দলের সমর্থন নিয়ে আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ করার আইন পাস করে, তখন তারা চুপসে গিয়েছিল। এখন আবার সরকার যখন পররাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষা নীতিতে কিছু সাহসী সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছে, তখন দিল্লি থেকে পুরোনো আওয়ামী-বাম সফট পাওয়ারকে সরব রাখার চেষ্টা করা হচ্ছে। সরকার নিশ্চয়ই ফ্যাসিবাদের দোসরদের ব্যাপারে সতর্ক আছে। তবে ভারতপন্থিদের অতি আস্ফালনের সুযোগ দেওয়া হলে তা সরকারের জন্য বিপজ্জনক সমস্যা তৈরি করতে পারে।

লেখক : সহযোগী সম্পাদক, আমার দেশ।

ভারতে বাস করা এখন

(৮ পাতার পর)

আরও বলেন, 'আমার মনে হয়, বিশ্বের যেকোনো দেশের তুলনায় ভারতে আমার অনুসারীর সংখ্যা বেশি।'

নেতানিয়াহুও মনে হয় ধরে নিয়েছেন যে ভারত মানেই মোদি এবং তাঁর অন্ধ অনুসারীরা। কিন্তু গাজায় গণহত্যা ও ইরানের ওপর আক্রমণ নিয়ে যখন ভারতের বুদ্ধিজীবী সমাজ ও অধিকাংশ নাগরিক ক্ষোভে ফুঁসছে, তখন বিরোধী দলগুলোর সেই সম্মিলিত ক্ষোভ স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছেন কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া গান্ধী। তিনি বিভিন্ন নিবন্ধে ফিলিস্তিনি জনগণের প্রতি অবিচারের প্রশ্নে মোদি সরকারের অবস্থানের সমালোচনা করেছেন। ইরানের ওপর হামলার মাত্র দুই দিন আগে মোদির ইসরায়েল সফরও নজিরবিহীন সমালোচনার জন্ম দিয়েছিল।

'ভালোবাসার উৎসব'-এর ধারণাটি আসলে ভারতের বাস্তবতাকে মোদির বেপরোয়া বিকৃত উপস্থাপনের ফল। বিশ্বের বিবেকবান মানুষের মতো অধিকাংশ ভারতীয়ও গাজায় ইসরায়েলের গণহত্যা এবং লেবাননে নির্বিচার বোমা হামলায় গভীরভাবে বিচলিত। নেতানিয়াহুর এই বিশ্বাস যে ভারত ইসরায়েলের প্রেমে মগ্নড়এটি নিছক বিভ্রম।

গাজায় ৭২ হাজার নিরীহ বেসামরিক মানুষকে হত্যা করার জন্য, যাদের মধ্যে প্রায় ৫০ হাজারই নারী ও শিশু, ভারতী-য়রা কি ইসরায়েলের প্রতি সন্তুষ্ট? বুদ্ধ ও গান্ধীর দেশ কি এতটাই নিষ্ঠুর হয়ে গেছে? আমাদের সহমর্মিতা কি পুরো-পুরি রক্তপিপাসায় রূপ নিয়েছে? না। সরকার যাই ভাবুক বা যেভাবেই আচরণ করুক, ভারত শান্তি ও ন্যায়বিচারের প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ একটি দেশ হিসেবেই থাকবে। বিশ্ব সম্প্রদায়ের কাছে যখন ইসরায়েল ক্রমশ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে, তখন ভারতের আড়ালে লুকানোর নেতানিয়াহুর এই কূটচাল সফল হওয়ার নয়। এমনকি ইসরায়েলের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ মিত্র যুক্তরাষ্ট্রেও এখন ৬০ শতাংশের বেশি মানুষ প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও নেতানিয়াহুর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের বিরোধিতা করছেন। ইহুদিবাদী লবির প্রতি মোহভঙ্গ এখন প্রায় সম্পূর্ণ। প্রায় ২৯টি দেশ এখনো ইসরায়েলকে সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেয়নি, আর এক ডজনের বেশি দেশ আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে (আইসিজে) আইনি পদক্ষেপের উদ্যোগকে সমর্থন করছে। গত কয়েক মাসে বহু দেশ ইসরায়েলের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করেছে। যুক্তরাষ্ট্রের ঐতিহ্যগত মিত্র দেশগুলো, যেমন ফ্রান্স, ইতালি, জার্মানি, স্পেন ও ব্রিটেন প্রকাশ্যে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে অত্যন্ত কঠোর অবস্থান নিয়েছে। 'চিরন্তন বন্ধুত্বের বন্ধন' নিয়ে নেতানিয়াহুর বক্তব্য হয়তো মোদিকে সন্তুষ্টির হাসি উপহার দিয়েছে, কিন্তু গাজার রক্তক্ষয়ী ধ্বংসযজ্ঞের দৃশ্য দেখে ভারতের আত্মা আজ রক্তাক্ত।

সঞ্জয় কে ঝা, ভারতীয় রাজনৈতিক ভাষ্যকার।

হজ্জ পরবর্তি হাজী সাহেবদের করণীয়

(৮ পাতার পর)

সুতরাং আমাদেরকেও যে কোন পরিবেশে শিরক উচ্ছেদ ও তাওহীদের দাওয়াত দানের জন্য দাঁড়াতে হবে। সকল প্রকার ভয়-ভীতি ও জানমালের ক্ষতির আশংকা থাকতে পারে। এ গুলোর গলায় ছুরি চালাতে হবে।

হে আমার জাতি! আমি আমার বাস্তবচক্ষে দেখে এসেছি আল্লাহর কয়েকটি আইনের সুফল। যেমন: এক, চুরির শাস্তি আইন: সেটি সৌদিতে আজো বলবৎ থাকায় কোটি কোটি টাকার গাড়ী রাস্তায়, মাঠে ময়দানে খোলা আকাশের নীচে পড়ে আছে, উল্লেখ্য সৌদিতে কারো বাড়ীতে ব্যক্তিগত বা বাণিজ্যিক কোন গ্যারেজ নেই, অথচ কোন গাড়ীর ছোট্ট একটি যন্ত্রাংশও চুরি হয় না। দুই, কিসাস বা হত্যার আইন: পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে খুনখুনানিতে নিহতের হার সৌদির তুলনায় অনেক বেশী। সৌদিতে এ সংখ্যা খুবই নগন্য। কারণ সৌদিতে আজো কুরআনের কিসাস আইনটি বলবৎ রয়েছে। তিন, জিনা, ব্যভিচার, নারী হাইজ্যাক-এর ঘটনাও এখানে কম কম। কারণ সেখানে আল কুরআন ও হাদীসের আলোকে রজম আইনটি বলবৎ রয়েছে। চার, আল কুরআন বলছে 'নিশ্চয় সালাত মানুষকে ফাহেশা ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে।" সালাতের আযান হওয়ার সাথে সমস্ত দোকান পাঠ বন্ধ হয়ে যায়, সকলেই সালাতের পানে ছুটে চলে। অর্থাৎ সেখানে এখনো সালাত কায়েম রয়েছে। ফলে রাস্তা-ঘাটে, বাজার ও মার্কেটে আমাদের দেশের মতো বেহেল্লপনা নেই, দোকান বা কোন প্রতিষ্ঠানে আমাদের দেশের মতো কোন গান-বাজনা বাজছে না। ২/১জন নারী রাস্তা ঘাটে পাওয়া গেলেও অত্যন্ত শালীনতার সাথে পথ চলছে, কেউ তাদের উত্যক্ত করছে না।

এ ছাড়াও সেখানে সামাজিক পরিবেশ আমাদের তুলনায় আনেক সুস্থ। রাস্তা ঘাটে সন্ত্রাস, বেহেল্লাপনা. ছিনতাই ও খুনখারাপী নেই বললে চলে। কারণ হলো, ক্রমাগত আল্লাহর ২/১টি হুকুম বলবৎ থাকায় সেখানে অন্যান্য অপকর্ম থেকে মানুষ পবিত্র থাকে। যেহেতু সালাত মানুষকে ফাহেশা কাজ থেকে বিরত রাখে। সেহেতু সেখানকার মানুষ খারাপকে ঘৃণা করে। কারণ সেখানে সালাত পুরোপুরি কায়েম আছে। এটি সালাতের সুফল। সুতরাং হে আমার জাতি! আমি সরাসরি কা'বাকে সামনে রেখে কা'বার মালিকের বরাবর সালাত পড়ে আমার এই উপলব্ধি হয়েছে যে, আমি খারাপের সাথে কখনো আপোস করবো না।

হে আমার জাতি! আল কুরআন এমনই একটি সমাজ কায়েম করতে চায়। আমি পবিত্র হজ্জ থেকে সেই শিক্ষাই নিয়ে এসেছি। এখানে অন্যদের শাসন চলতে দেয়া মানে নিজেকে তাগুতের হাতে ছেড়ে দেয়া, তাগুতের সাথে আপস করা অথবা পুরোপুরি তাগুতের অনুসরণ করা, পক্ষান্তরে আল্লাহকে ছেড়ে দেয়া, আল্লাহর সাথে অন্যদের শরীক করা। যদি আল্লাহ ছাড়া অন্যদের শাসন ব্যবস্থা মেনে নেই, তবে আমার সালাত, আমার রোযা, আমার যাকাত ও হজ্জ কি কাজে আসবে?

হে আমার জাতি! আমি আবারো ঘোষনা করছি, আমি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো হুকুম, অন্য কারো পথ ও মত মানি না। আজ থেকে আমি সব পরিহার আল্লাহর হুকুম বাস্তবায়নে সচেষ্ট হবো। তোমরাও আমার সাথে শরীক হও। হে আল্লাহ তুমি সাক্ষী থাকো, আমি তোমার মেহমানদারীতে যে পয়গাম নিয়ে এসেছিলাম তা আমি আমার জাতির কাছে পৌছে দিয়েছি। যাতে আমার জাতি আমাকে তোমার বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে না পারে। আমাকে তুমি কবুল করো।

উৎসব গ্রুপের বাংলাদেশ ফেস্টিভ্যাল ৭ জুন

(শেষ পাতার পর)

নিউইয়র্ক শহরের কুইন্সের জ্যামাইকা এলাকার আরচি স্প্রিংগার পার্কে (Archie Springer Park, Marrick Blvd)। এই ফ্যাষ্টিভ্যালে সঙ্গীত পরিবেশন করবেন প্রতীক হাসান, নাজু আখন্দ, ডিজে রাহাত, পারভেজ সাজ্জাদ, কামরুজ্জামান বকুল, রেশমী মির্জা ও সুজন আরিফ। বাংলাদেশ ফেষ্টিভ্যালে নাচ ও গানের মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান ছাড়াও থাকবে শিশুদের খেলার ব্যবস্থা, হালাল খাবারের স্টল এবং বুটি, জুয়েলারী ও নানা পণ্যের স্টল। এদিন সকাল ১০টা থেকে রাত ৯টা অবধি অনুষ্ঠান চলবে। এই ফ্যাষ্টিভ্যাল সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে আগ্রহীরা উৎসব গ্রুপের সিইও রায়হান জামানের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন: ৯১৭-৬৫৭-০৩৭২

নিউইয়র্কে খাদ্য সহায়তা ঝুঁকিতে ৪০ হাজার মানুষ

(শেষ পাতার পর)

নিরাপত্তা ব্যবস্থা হিসেবে বিবেচিত। খাদ্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি, বাড়িভাড়া এবং স্বাস্থ্যসেবার ক্রমবর্ধমান ব্যয়ের চাপ মোকাবি-লায় লাখো মানুষ এই সহায়তার ওপর নির্ভরশীল। নতুন নীতির আওতায় নির্ভরশীল সন্তানবিহীন কর্মক্ষম প্রাপ্তবয়স্কদের নিয়মিত কর্মসংস্থান, প্রশিক্ষণ কর্মসূচি অথবা নির্ধারিত স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণের প্রমাণ দিতে হবে। সরকারের দাবি, এই পদক্ষেপ কর্মসংস্থানে অংশগ্রহণ বাড়াবে এবং সুবিধাভোগীদের স্বনির্ভর হতে উৎসাহিত করবে।

তবে সামাজিক সংগঠন, দারিদ্র্যবিষয়ক গবেষক এবং অধিকারকর্মীরা এই সিদ্ধান্তের সমালোচনা করেছেন। তাদের মতে, শ্রমবাজারের বাস্তবতা, অনিশ্চিত কর্মসংস্থান এবং কম মজুরির চাকরির বিষয়গুলো যথাযথভাবে বিবেচনা না করেই এ ধরনের শর্ত আরোপ করা হয়েছে। ফলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন খণ্ডকালীন, অস্থায়ী বা অনিয়মিত কাজে নিয়োজিত মানুষ। নিউইয়র্ক শহরে এ নিয়ে উদ্বেগ আরও বেশি। স্থানীয় প্রশাসনের তথ্য অনুযায়ী, শুধু নিউইয়র্ক সিটিতেই প্রায় ৪০ হাজার মানুষ খাদ্য সহায়তা হারানোর ঝুঁকিতে রয়েছেন। বিশেষজ্ঞদের আশঙ্কা, বড় শহরগুলোতে এই প্রভাব আরও ব্যাপক হতে পারে।

নিউইয়র্ক সিটির মেয়র জোহরান মামদানি নতুন নীতির সমালোচনা করে বলেছেন, কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি না করে খাদ্য সহায়তার ওপর কঠোর শর্ত আরোপ করলে ক্ষুধা ও সামাজিক দুর্ভোগ আরও বাড়তে পারে। তার ভাষ্য, অনেক মানুষ ইতোমধ্যেই কাজ করছেন, কিন্তু উচ্চ জীবনযাত্রার ব্যয়ের কারণে শুধুমাত্র উপার্জনের ওপর নির্ভর করে টিকে থাকা কঠিন হয়ে পড়েছে। সিটি প্রশাসনের তথ্য অনুযায়ী, খাদ্য সহ-ায়তা পাওয়া অধিকাংশ মানুষ কোনো না কোনো ধরনের আয়মূলক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু কম মজুরি, খণ্ডকালীন চাকরি এবং অনিশ্চিত কর্মঘণ্টার কারণে তারা এখনও সরকারি সহায়তার প্রয়োজন অনুভব করেন। নতুন নিয়ম কার্যকর হওয়ার পর অনেক সুবিধাভোগী তাদের যোগ্যতা প্রমাণে প্রয়োজনীয় নথিপত্র সংগ্রহে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। স্থানীয় সামাজিক সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন কমিউনিটি সংগঠন তথ্য ও সহায়তা প্রদানের কার্যক্রম জোরদার করেছে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, যুক্তরাষ্ট্রে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে জীবন-যাত্রার ব্যয় উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। এমন পরিস্থিতিতে খাদ্য সহায়তার সুযোগ সীমিত হলে নিম্নআয়ের পরিবারগুলো আরও আর্থিক চাপে পড়বে। বিশেষ করে অভিবাসী পরিবার, গৃহহীন ব্যক্তি এবং অস্থায়ী কর্মসংস্থানের ওপর নির্ভরশীল জনগোষ্ঠী সবচেয়ে বেশি ঝুঁকির মুখে পড়তে পারেন। এদিকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও বিষয়টি নিয়ে ব্যাপক বিতর্ক চলছে। এক পক্ষের মতে, কর্মক্ষম মানুষকে কর্মসংস্থানের সঙ্গে সম্পৃক্ত করার উদ্যোগ ইতিবাচক। অন্যদিকে সমালোচকদের দাবি, পর্যাপ্ত চাকরির সুযোগ ও ন্যায্য মজুরি নিশ্চিত না করে এমন কঠোর শর্ত আরোপ করলে তা বাস্তবে দরিদ্র মানুষের দুর্ভোগ আরও বাড়াবে।

Help Wanted

APOLLO IMAGING MGMT in Elmhurst, NY 11373 needed full-time Radiologic Technol-ogist & Technician: $72,571 annual salary ($34.89 p/h). Duties include MRI & X-ray equipment operation, Imaging Protocol management, Quality Control Assurance, Radiology procedures, Interdisciplinary col-laboration, patient assessment, ability to communicate with the engineers and tech support regarding Radiology machines and Equipment etc.
Required associate degree.
in Radiologic Technology.

Call 917-207-6822
or
Email at apollo1102@yahoo.com.

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

বাংলাদেশে অবৈধ ভারতীয়দের শনাক্ত করুন

(৬ পাতার পর)

সীমান্ত প্রায় ৪ হাজার ১০০ কিলোমিটার দীর্ঘ, যা বিশ্বের পঞ্চম দীর্ঘতম। তার ওপর বিজিবির সদস্যসংখ্যা এবং রাষ্ট্রীয় সম্পদেরও সীমাবদ্ধতা রয়েছে।

সুতরাং, কেবল বিজিবির শক্তিমত্তা, সাহস, দেশপ্রেম এবং দক্ষতার ওপর ভরসা করে আমরা ভারতীয় আগ্রাসন প্রতিহত করতে পারব না। এই কাজে সফল হতে হলে সরকারের নানা ধরনের কৌশল প্রয়োগের পাশাপাশি জনগণেরও সচেতনতা বৃদ্ধি প্রয়োজন। প্রথমে জনগণের কথা বলি। আমাদের অবশ্যই নেশাদ্রব্যসহ সব ধরনের চোরাচালানের বিরুদ্ধে জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে। বিশেষ করে, সীমান্তবর্তী অঞ্চলের জনগণকে কীভাবে চোরাচালানের বিরুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করা যায়, সে বিষয়ে সমন্বিত চিন্তা ও কর্মকৌশল প্রণয়ন প্রয়োজন। চোরাচালান বন্ধ করা সম্ভব হলে কেবল যে আমরা অর্থনৈতিকভাবে উপকৃত হবো তা-ই নয়, সীমান্তে বিএসএফের গুলি করে বাংলাদেশি নাগরিকদের হত্যা করার সুযোগও কমে আসবে। বিএসএফ চোরাচালানকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে বাংলাদেশের নাগরিকদের হত্যা করে চলেছে।

জনগণকে আরো একটি কাজে সম্পৃক্ত করা আবশ্যক। শেখ হাসিনার ফ্যাসিবাদী শাসনের শেষ এক বছরে বাংলাদেশে ভারতীয় পণ্য বয়কট আন্দোলন বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। ভারতের কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারগুলোর বৈরী আচরণ মোকাবিলায় আমাদের নতুন করে হেজেমনিক দেশটির পণ্য বয়কট আন্দোলন বেগবান করা উচিত। বিশেষ করে, সোশ্যাল মিডিয়ার দেশ-বিদেশের বাংলাদেশি দেশপ্রেমিক অ্যাকটিভিস্টদের কাছে সম্মিলিতভাবে আন্দোলন শুরু করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। হাসিনার আমলে তারাই আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। এবার সরকারের করণীয় নিয়ে আলোচনা করব।

মাসখানেক আগে বাংলাদেশের হিন্দু সম্প্রদায়ের একজন সফল পেশাজীবীর সঙ্গে গল্প হচ্ছিল। তিনি সস্ত্রীক বাংলাদেশে থাকেন। তার এক ছেলে এবং এক মেয়ে সপরিবারে যথাক্রমে ভারত এবং যুক্তরাজ্যে থাকে। ছেলের গল্পটি বেশ আকর্ষণীয়। তিনি ছেলেকে পঞ্চম শ্রেণিতে থাকতেই কলকাতায় আত্মীয়ের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তার মনে হয়েছিল, বাংলাদেশ নাকি ছেলের জন্য নিরাপদ নয়। সেই ছেলে ভারতে লেখাপড়া শেষ করে সেখানকার নাগরিকত্ব নিয়ে সে দেশে বিয়েও করেছে। বাংলাদেশে অবস্থানরত বাবা প্রচুর টাকা পাঠিয়ে কলকাতায় ছেলের জন্য বাড়ি করে দিয়েছেন। বাংলাদেশে কিন্তু ভদ্রলোক তেমন একটা স্থাবর সম্পদ করেননি। এখনো তিনি যথেষ্ট রোজগার করছেন। সেই রোজগারের অংশ নিয়মিত ভারতে পাঠাচ্ছেন।সেখানকার ব্যাংকে বাবা-ছেলের সঞ্চয় স্ফীত হচ্ছে। ছেলেটি নাকি নির্বাচনের সময় হলে বাংলাদেশে ভোট দিতে আসে। কোন দলের প্রার্থীকে ছেলেটি ভোট দেয়, সেটা আমি জানার কোনো আগ্রহ দেখাইনি। ভারত এবং বাংলাদেশের নাগরিকত্ব নিয়ে এখানে আয়রোজগার করে ওপারে অর্থ পাঠানো হিন্দু পরিবারের সংখ্যা আমার জানা নেই। এ নিয়ে কখনো বিশেষ একটা মাথাও ঘামাইনি।

বর্তমান ভারত সরকারের আগ্রাসী আচরণের প্রেক্ষিতে মনে হচ্ছে, এ ব্যাপারে আর বোধহয় আমাদের নির্লিপ্ত থাকা ঠিক হচ্ছে না। ভারত সরকার যেভাবে প্রায় কোটিখানেক বাঙালি মুসলমানের ভোটাধিকার হরণ করেছে এবং শুভেন্দু অধিকারী যেভাবে পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানদের বাংলাদেশি আখ্যা দিয়ে তার ভাষায় তাদেরকে 'Detect, Delete & Deport'-অর্থাৎ 'শনাক্ত, বাতিল এবং বিতাড়িত' করছেন, আমরাও সেখান থেকে শিক্ষা নিতে পারি। বাংলাদেশ সরকার তো বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিতে আমলা এবং পেশাজীবীদের ভারতে পাঠাচ্ছে। এখন থেকে প্রশিক্ষণের তালিকায় শুভেন্দুর 'Detect, Delete & Deport'-কেও রাখা যেতে পারে।

বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আমার দ্বিতীয় পরামর্শ হলো, আপনারা ভারতের ভিসার জন্য দেনদরবার বন্ধ করুন। আমি আগেও লিখেছি যে, জুলাই বিপ্লবের পর ভারত সরকার বাংলাদেশের নাগরিকদের জন্য ভিসা সীমিত করায় আমরা লাভবান হয়েছি। ফেব্রুয়ারির নির্বাচনের পর থেকে সেই সীমিত ভিসা উন্মুক্ত করার জন্য কেন আমাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় অতি উৎসাহ দেখাচ্ছে তা আমার জানা নেই। ভারতে যাতায়াত কঠিন হলে চোরাচালানের সুযোগ কমে আসবে, আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় হবে এবং বাংলাদেশের সার্বিক নিরাপত্তার জন্যও ইতিবাচক ফল বয়ে আনবে বলেই আমার ধারণা।

আশা করি, বর্তমান সরকার শেখ হাসিনার আমলের মতো বাংলাদেশকে পুনরায় ভারতের অঘোষিত কলোনিতে পরিণত করতে চাইবে না। মোট কথা, আগ্রাসন মোকাবিলায় কেবল প্রতিক্রিয়া দেখানোর পরিবর্তে বাংলাদেশ সরকার এবং জনগণকে সক্রিয় ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হবে। বাংলাদেশের নাগরিকের ছদ্মবেশে ভারতীয় নাগরিকদের খুঁজে বের করার জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দ্রুত ও যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি জানাচ্ছি।

তাদের শনাক্ত করুন। আমরা সক্রিয় হলেই কেবল ভারতের হিন্দুত্ববাদী সরকারের টনক নড়বে। ওরা ১০০ জনকে পুশব্যাক করলে আমাদের সরকারের অন্তত ২০০ জনকে ভারতে পুশব্যাক করার সাহস দেখাতে হবে। এসব বিষয়ে সব বিরোধী রাজনৈতিক দলের নীরব থাকার দিন শেষ হয়েছে। আপনারাও দিল্লিকে কুর্নিশ করে ক্ষমতায় যাওয়ার স্বপ্ন এবার ত্যাগ করুন। কুর্নিশ করে ক্ষমতায় যাওয়ার পরিবর্তে বিরোধী দলেই থাকুন। সরকার, বিরোধী রাজনৈতিক দলসমূহ এবং জনগণ দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় একতা দেখাতে পারলে সব বিদেশি শক্তি ইনশাল্লাহ পিছিয়ে যাবে।

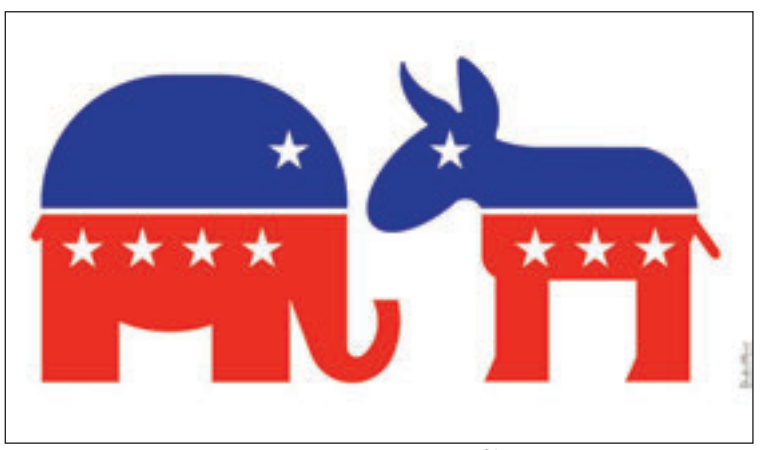

আমেরিকার মধ্যবর্তী নির্বাচনে নতুন লড়াই

'(৬ পাতার পর)

প্রায় এক হাজার অঙ্গরাজ্য আইনসভা আসন জিতে নেন, যার ফলে বহু প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ আইনসভা রিপাবলিকানদের শক্ত ঘাঁটিতে পরিণত হয় এবং অঙ্গরাজ্য রাজনীতির ভারসাম্য বদলে যায়। ডেমোক্র্যাটরাও কিছু ক্ষেত্রে একই কৌশল ব্যবহার করেছেন, তবে তাঁরা সাধারণত এটিকে 'ন্যায্যতা'র যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন এবং অঙ্গরাজ্য রাজনীতিকে তুলনামূলকভাবে কম গুরুত্ব দিয়েছেন; কারণ তাঁরা মনে করতেন, মূল ক্ষমতা ওয়াশিংটনের কেন্দ্রীয় সরকারে। এর গভীরে গেলে দেখা যায়, ক্ষমতা অর্জনের জন্য রিপাবলিকানদের যে কোনো সীমা পর্যন্ত যেতে প্রস্তুত থাকার বিষয়টি ডেমোক্র্যাটরা দীর্ঘদিন ধরেই যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে বোঝেননি। বিশেষ করে ডোনাল্ড ট্রাম্প রিপাবলিকান পার্টির নেতৃত্ব নেওয়ার পর থেকে এই প্রবণতা আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তখন দলটির মূল লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় ক্ষমতা দখল, তা ধরে রাখা এবং আরও বিস্তৃত করা।

গত বছর রিপাবলিকানশাসিত কয়েকটি অঙ্গরাজ্যে রিপাবলিকানরা আসন্ন মধ্যবর্তী নির্বাচনের আগে কংগ্রেসের নির্বাচনী মানচিত্র নিজেদের পক্ষে সাজানোর চেষ্টা করেন। এর জবাবে ডেমোক্র্যাটরা এবার সরাসরি পাল্টা পদক্ষেপ নেন। ক্যালিফোর্নিয়ায় গণভোটের মাধ্যমে তাঁরা 'নির্বাচনী কারচুপির জবাব আইন' পাস করেন, যার ফলে রাজ্যটিতে রিপাবলিকান আসন প্রায় সম্পূর্ণভাবে কমে যায়।

তবে এই লড়াইয়ে সব জায়গায় ডেমোক্র্যাটরা সফল হননি। ভার্জিনিয়ায় একটি গণভোটের মাধ্যমে এমন একটি পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল, যাতে কংগ্রেসের ১১টি আসনের মধ্যে ১০টি ডেমোক্র্যাটদের জন্য নিশ্চিত করা যায়; কিন্তু রাজ্যের সুপ্রিম কোর্ট আইনি সমস্যার কারণে তা বাতিল করে দেয়। ফলে সেখানে আগের মতোই ৬ঃ৫ আসনের বিভাজন বহাল থাকে।

এরপর বিচার বিভাগও ডেমোক্র্যাটদের জন্য বড় ধাক্কা হয়ে আসে। নির্বাচনী মানচিত্রে বৈষম্যের বিরুদ্ধে সাধারণত ১৯৬৫ সালের ভোটাধিকার আইন ব্যবহার করা হতো; কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্ট গত এক দশকে ধীরে ধীরে এই আইনের কার্যকারিতা কমিয়ে আনে এবং শেষ পর্যন্ত এক রায়ে এর গুরুত্বপূর্ণ ধারা কার্যত অকার্যকর করে দেয়, যা ভোট প্রক্রিয়ায় বর্ণভিত্তিক বৈষম্য নিষিদ্ধ করত।

এই রায় ঘোষণার কয়েক মিনিটের মধ্যেই একাধিক রিপাবলিকান-শাসিত অঙ্গরাজ্য কৃষ্ণাঙ্গ ভোটারদের সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা ভেঙে নতুন করে মানচিত্র আঁকতে শুরু করে। লুইজিয়ানার রিপাবলিকান গভর্নর জেফ ল্যান্ড্রি এমনকি চলমান প্রাইমারি নির্বাচন স্থগিত করে দেন, যাতে নতুন সীমানা অনুযায়ী ভোট পুনর্গঠন করা যায়।

যেসব মানুষ ইতিমধ্যে ভোট দিয়েছিলেন, তাদের ভোট কার্যত অর্থহীন হয়ে যায়ড়্যা ছিল একেবারেই নজিরবিহীন ঘটনা। ল্যান্ড্রি এক নির্বাহী আদেশে 'ভোটার নিরাপত্তা, অংশগ্রহণ এবং নির্বাচনী প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা রক্ষা'র মতো অস্পষ্ট যুক্তি দেন এবং স্থানীয় নির্বাচন কর্মকর্তারা তা মেনে নেন। এতে স্পষ্ট হয়, আমেরিকার বিকেন্দ্রীভূত ও দুর্বলভাবে পরিচালিত নির্বাচনব্যবস্থা কতটা ভঙ্গুর।

মধ্যবর্তী নির্বাচনের প্রচারণা যত এগোচ্ছে, দুই দলই তাদের দুর্বল দিকগুলো আবারও প্রকাশ করছে। ৪৩৫টি হাউস আসনের মধ্যে মাত্র প্রায় ১০ শতাংশ এখন সত্যিকারের প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ। রিপাবলিকানরা দাবি করছে, ট্রাম্পের নেতৃত্বে দেশ নিরাপদ, অর্থনীতি শক্তিশালী এবং মানুষ ভালো আছেড়্যা বাস্তবতার সঙ্গে পুরোপুরি মেলে না। ডেমোক্র্যাটরা আবার মূলত নিয়ম পরিবর্তনের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে, অর্থাৎ তারা খেলাটির নিয়ম বদলাতে চায়।

ডেমোক্র্যাটরা আরও ভালো করতে পারতেন। ট্রাম্পের জনপ্রিয়তা গভীরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, বিশেষ করে ইরানের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধের কারণে তৈরি হওয়া জীবনযাত্রার ব্যয় সংকটের ফলে। এতে নিরপেক্ষ ভোটারদের মধ্যে ডেমোক্র্যাটদের বড় সুবিধা তৈরি হয়েছে; তবুও দলটি মধ্যবিত্ত ও শ্রমজীবী মানুষের জন্য একটি স্পষ্ট ও সুসংগঠিত রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করতে ব্যর্থ।

এর ফলে গত দেড় বছরে ডেমোক্র্যাটরা কার্যকর বিরোধী দল হিসেবেও নিজেদের প্রমাণ করতে পারেনি। এমনকি হাউস সংখ্যালঘু নেতা হাকিম জেফ্রিসের মতো নেতাদের 'আমরা নভেম্বরে জিতব' বা 'অতি দক্ষিণপন্থী চরমপন্থীদের পরাজিত করব'ড় এই ধরনের বক্তব্যও এখন অনেকের কাছে বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না।

ভার্জিনিয়ার আইনি পরাজয় এবং ভোটাধিকার আইনের দুর্বল হয়ে পড়া ডেমোক্র্যাটদের দাতা ও কর্মীদের মধ্যে হতাশা আরও বাড়িয়েছে।

অন্যদিকে রিপাবলিকানদেরও মধ্যবিত্ত ও শ্রমজীবী মানুষের জন্য কোনো আকর্ষণীয় বা গঠনমূলক রাজনৈতিক পরিকল্পনা নেই। ফলে দুই দলের কাছেই এখন মূল অস্ত্র হয়ে উঠেছে কৌশল, নীতি নয়। এই বাস্তবতাই জেরিম্যান্ডারিং নিয়ে চলা লড়াইয়ের সবচেয়ে বড় সত্য তুলে ধরে। ফলে ভোটারদের সামনে আবারও খুব সীমিত বিকল্পড়্যাখারাপ আর আরও খারাপের মধ্যে একটিকে বেছে নেওয়া। শেষ পর্যন্ত যে দলই জিতুক, আমেরিকার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলো সমাধানহীনই থেকে যাবে।

রিড গ্যালেন, যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক রাজনৈতিক সংগঠন দ্য লিংকন প্রজেক্টের সহপ্রতিষ্ঠাতা।

প্রকৃতির প্রতি গভীর ভালোবাসা

(৯ পাতার পর)

অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। গাছ আমাদের অক্সিজেন দেয়, যা ছাড়া মানুষের বেঁচে থাকা অসম্ভব। আমরা যে কার্বন ডাই-অক্সাইড ত্যাগ করি, গাছ তা গ্রহণ করে পরিবেশকে বিশুদ্ধ রাখে। গাছ বায়ু দূষণ কমায়, মাটি ক্ষয় রোধ করে এবং জলবায়ুর ভারসাম্য বজায় রাখে। এছাড়া গাছ আমাদের ফল, ফুল, কাঠ, ঔষধ এবং জ্বালানি সরবরাহ করে। মানুষের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে গাছের অবদান অপরিসীম। একটি ফলজ গাছ যেমন আমাদের পুষ্টিকর ফল দেয়, তেমনি একটি বনজ গাছ আমাদের কাঠের চাহিদা পূরণ করে। গাছের ছায়ায় মানুষ বিশ্রাম নেয়, পশুপাখি আশ্রয় পায়। তাই গাছকে কেবল একটি উদ্ভিদ হিসেবে নয়, বরং জীবনের অংশ হিসেবে দেখতে হবে। গাছ আমাদের বন্ধু, গাছ আমাদের জীবনরক্ষক।

নদী-নালা ও জলাশয়ও প্রকৃতির অমূল্য সম্পদ। পানি ছাড়া জীবন অচল। মানুষের পানীয় জল, কৃষিকাজ, মাছ চাষ এবং দৈনন্দিন জীবনের অধিকাংশ কাজ পানির ওপর নির্ভরশীল। নদী আমাদের অর্থনীতি ও সংস্কৃতির সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত। বাংলাদেশের মতো নদীমাতৃক দেশে নদী মানুষের জীবন ও জীবিকার অন্যতম উৎস। কিন্তু দুঃখজনকভাবে আজ অনেক নদী দূষিত হয়ে পড়ছে। নদী রক্ষার জন্য আমাদের সচেতন হতে হবে এবং নদী দূষণ বন্ধ করতে হবে।

পাখি প্রকৃতির সৌন্দর্যের অন্যতম অংশ। ভোরবেলায় পাখির ডাক আমাদের মনকে আনন্দে ভরিয়ে দেয়। পাখিরা শুধু সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে না, তারা পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায়ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অনেক পাখি ক্ষতিকর পোকামাকড় খেয়ে কৃষকের ফসল রক্ষা করে। আবার অনেক পাখি বীজ ছড়িয়ে নতুন গাছ জন্মাতে সাহায্য করে। তাই পাখি রক্ষা করা মানে প্রকৃতিকে রক্ষা করা। আজ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পরিবেশ দূষণ একটি বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কলকারখানার ধোঁয়া, প্লাস্টিক বর্জ্য, বন উজাড় এবং অপরিকল্পিত নগরায়নের কারণে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড় এবং অতিবৃষ্টির মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ বেড়ে যাচ্ছে। এর প্রভাব সবচেয়ে বেশি পড়ছে সাধারণ মানুষের জীবনে।

এই সংকট থেকে মুক্তি পেতে হলে প্রকৃতিকে ভালোবাসতে হবে এবং পরিবেশ রক্ষায় সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। শুধু সরকার বা কোনো প্রতিষ্ঠানের পক্ষে পরিবেশ রক্ষা করা সম্ভব নয়। প্রতিটি নাগরিককে নিজের দায়িত্ব পালন করতে হবে। নিজের বাড়ি, গ্রাম, শহর এবং আশপাশের পরিবেশ পরিষ্কার রাখা আমাদের কর্তব্য। প্রতি বছর ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালিত হয়। এই দিবসের মূল উদ্দেশ্য হলো মানুষকে পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন করা। বিশ্ব পরিবেশ দিবসে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। বৃক্ষরোপণ, র ্যালি, আলোচনা সভা, সেমিনার এবং সচেতনতামূলক প্রচারণার মাধ্যমে মানুষকে পরিবেশ রক্ষার গুরুত্ব বোঝানো হয়। এই দিনটি আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে পৃথিবীকে বাসযোগ্য রাখতে হলে প্রকৃতিকে রক্ষা করতে হবে।

আমরা যদি বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে প্রতিটি পরিবারে অন্তত একটি করে গাছ উপহার দিই, তাহলে পরিবেশের জন্য তা একটি বড় অবদান হবে। একটি গাছ মানে শুধু একটি উদ্ভিদ নয়, বরং একটি ভবিষ্যৎ। একটি গাছ বহু বছর ধরে অক্সিজেন দেবে, ছায়া দেবে এবং পরিবেশকে সুন্দর রাখবে। শিশুরা আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। তাই তাদের মধ্যে ছোটবেলা থেকেই পরিবেশ সচেতনতা গড়ে তুলতে হবে। স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসায় পরিবেশ শিক্ষা জোরদার করতে হবে। শিক্ষার্থীদের হাতে গাছের চারা তুলে দিতে হবে এবং তাদের বৃক্ষরোপণে উৎসাহিত করতে হবে। একটি শিশু যদি ছোটবেলা থেকেই গাছের প্রতি ভালোবাসা গড়ে তোলে, তাহলে সে বড় হয়ে প্রকৃতি রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

গ্রামের বাড়ির আঙিনা, রাস্তার ধারে, স্কুলের মাঠ, খালি জমি এবং নদীর পাড়ে বেশি বেশি গাছ লাগাতে হবে। ফলজ, বনজ এবং ঔষধি গাছের সমন্বয়ে সবুজ পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে। এতে যেমন পরিবেশ রক্ষা হবে, তেমনি অর্থনৈতিকভাবেও মানুষ লাভবান হবে। প্লাস্টিকের ব্যবহার কমাতে হবে। যেখানে সেখানে ময়লা-আবর্জনা ফেলা বন্ধ করতে হবে। নদী, খাল-বিল ও জলাশয়ে বর্জ্য ফেলা যাবে না। পরিবেশবান্ধব জীবনযাপন গড়ে তুলতে হবে। অপ্রয়োজনীয়ভাবে গাছ কাটা থেকে বিরত থাকতে হবে এবং একটি গাছ কাটলে অন্তত তিনটি নতুন গাছ লাগানোর অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে।

প্রকৃতি শুধু মানুষের নয়, পৃথিবীর সব জীবের আবাসস্থল। বনভূমি ধ্বংস হলে বন্যপ্রাণী তাদের আশ্রয় হারায়। অনেক প্রাণী বিলুপ্ত হয়ে যায়। তাই জীববৈচিত্র্য রক্ষার জন্য বন সংরক্ষণ অত্যন্ত জরুরি। বন বাঁচলে প্রকৃতি বাঁচবে, প্রকৃতি বাঁচলে মানুষ বাঁচবে।

আমাদের দেশকে সবুজ ও সুন্দর করতে হলে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সবাইকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। পরিবেশ রক্ষা কোনো একদিনের কাজ নয়, এটি প্রতিদিনের দায়িত্ব। পরিবার, সমাজ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং রাষ্ট্রড়সবাইকে সমন্বিতভাবে কাজ করতে হবে। আসুন, বিশ্ব পরিবেশ দিবসকে সামনে রেখে আমরা শপথ করিড়প্রকৃতিকে ভালোবাসব, পরিবেশ দূষণ রোধ করব এবং বেশি বেশি গাছ লাগাব। দেশের প্রতিটি গ্রাম, শহর, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, রাস্তার ধারে এবং খালি জায়গায় বৃক্ষরোপণ করব। প্রতিটি শিশুর হাতে একটি করে গাছের চারা তুলে দেব। মানুষকে সচেতন করতে র ্যালি, ব্যানার, ফেস্টুন ও প্রচারণার ব্যবস্থা করব।

আমরা যদি আজ একটি গাছ লাগাই, তাহলে আগামী প্রজন্ম একটি সুন্দর পৃথিবী পাবে। সবুজ গাছে ভরা দেশ হবে নির্মল, শীতল ও বাসযোগ্য। তাই আসুন, সবাই মিলে বলিড়"গাছ লাগান, পরিবেশ বাঁচান; পরিবেশ বাঁচলে জীবন বাঁচবে।" প্রকৃতির প্রতি গভীর ভালোবাসা থেকেই গড়ে উঠুক একটি সবুজ, সুন্দর এবং সুস্থ বাংলাদেশ।

ইরাক প্রবাসী

সংকীর্ণতার বেড়াজাল ভাঙে লায়লা

(৯ পাতার পর)

বহু নারী বাউল তাঁদের সাধনা ধরে রেখেছেন। সেই দিক থেকে লায়লা বাউলের উপস্থিতি শুধু একজন শিল্পীর সাফল্যের গল্প নয়; এটি লোকসংস্কৃতিতে নারীর দৃঢ় অবস্থানেরও প্রতীক। তাঁদের কণ্ঠে লোকজ সুর অনেক সময় প্রতিবাদ, আত্মমর্যাদা ও আত্মিক স্বাধীনতার ভাষা হয়ে ওঠে। কারণ লোকসংগীত শুধু বিনোদনের মাধ্যম নয়; এটি মানুষের অভিজ্ঞতা, বেদনা, আশা ও জীবনদর্শনেরও বহিঃপ্রকাশ। নারী বাউলদের সক্রিয় উপস্থিতি তাই বাংলার সংস্কৃতিকে আরও বহুমাত্রিক ও মানবিক করে তোলে।

বর্তমান প্রেক্ষাপট ও আমাদের দায়: বর্তমান বিশ্বে বিভাজন, অসহিষ্ণুতা ও সাংস্কৃতিক দূরত্ব নানা উপায়ে বেড়ে চলেছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম মানুষকে দ্রুত সংযুক্ত করলেও অনেক ক্ষেত্রে সংস্কৃতিচর্চাকে তাৎক্ষণিকতা ও ভোগবাদী বিনোদনের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। এর ফলে সাধনানির্ভর লোকসংস্কৃতির অনেক উপাদান ধীরে ধীরে আড়ালে পড়ে যাচ্ছে। তবে প্রযুক্তি নতুন সম্ভাবনাও তৈরি করেছে। আজ গ্রামের একজন বাউল শিল্পীর গান মুহূর্তেই দেশ-বিদেশের মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারে। তাই প্রয়োজন এই লোকজ ঐতিহ্যকে নতুন প্রজন্মের কাছে সৃজনশীল ও গবেষণাভিত্তিক উপায়ে তুলে ধরা। শুধু আবেগ দিয়ে নয়, সাংস্কৃতিক সংরক্ষণ ও পৃষ্ঠপোষকতার মধ্য দিয়েও এই ধারাকে টিকিয়ে রাখতে হবে। আমাদের মনে রাখতে হবে, বাউল-সুফি ঐতিহ্য কেবল সংগীতের একটি ধারা নয়; এটি সামাজিক সহনশীলতা, মানবিক সহাবস্থান ও সাংস্কৃতিক পরিচয়েরও গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি। এই ঐতিহ্য মানুষে মানুষে দূরত্ব কমায় এবং আমাদের শিকড়ের সঙ্গে সংযোগ অটুট রাখে। যদি এই লোকায়ত সুর একদিন স্তব্ধ হয়ে যায়, তবে বাঙালির আত্মপরিচয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশও নিঃশব্দে হারিয়ে যাবে।

শেষকথা : বাংলার মাটি জয়দেব-চণ্ডীদাসের, এ মাটি লালন-নজরুলের, এ মাটি শাহজালালসহ অসংখ্য সাধক-মানবতাবাদীর উত্তরাধিকারে সমৃদ্ধ। এই ভূখণ্ডে বিভাজনের রাজনীতি সাময়িকভাবে অস্থিরতা তৈরি করতে পারলেও, লোকজ সংস্কৃতির উদার সুর শেষ পর্যন্ত মানুষকেই একত্রিত করার কথা বলে। ফরিদপুরের লায়লা বাউলেরা সেই চিরন্তন সত্যেরই প্রতীক। তাঁদের গান, সাধনা ও জীবনদর্শন আমাদের মনে করিয়ে দেয়ড়্যতদিন বাংলার মাঠে-ঘাটে কোনো বাউল মানুষের গান গেয়ে উঠবেন, ততদিন এই মাটির মানবিক আত্মাও নিঃশেষ হবে না।

এই আত্মাকে রক্ষা করাই হোক আমাদের সময়ের অন্যতম সাংস্কৃতিক অঙ্গীকার।

SECI
Sonali Exchange Co. Inc.
Secure, Fast, Reliable.

বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন

জ্যামাইকা, জ্যাকসন হাইট্স ও ব্রঙ্কস শাখা সপ্তাহে ০৭ দিনই খোলা থাকে

- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ রেট
- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ ও বিকাশ রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি ২.৫০% সরকারী প্রণোদনার নিশ্চয়তা

ঘরে বসে টাকা পাঠাতে আপনার মোবাইল থেকে

Sonali Exchange Mobile App

ডাউনলোড করে রেজিস্ট্রেশন করুন

যোগাযোগ- ২১২-৮০৮-০৭৯০

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্ক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE OFS NY, DF&I NJ, DIFS MI, DB&F GA, OCFR MD AND FLOFR FL
NMLS NO. 1098789

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।
রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

CORPORATE	ATLANTA	BROOKLYN	JACKSON HTS
212-808-0790	770-936-9906	718-853-9558	718-507-6002

BRONX	JAMAICA	MICHIGAN	OZONE PARK	PATERSON
718-822-1081	347-644-5150	313-368-3845	347-829-3875	973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

PRINTING
সকল প্রকার প্রিন্টিং সার্ভিস

সেবা সমূহ

ব্যানার	পাসপোর্ট ফটো
সাইনবোর্ড	মগ
ক্যালেন্ডার	ওয়েব সাইট ডিজাইন
ম্যাগাজিন	লেভেল/স্টিকার্
ফ্লায়ার	আইডি কার্ড
মেন্যু	টি-শার্ট
পত্রিকা এড	রাবার স্ট্যাম্প
বিয়ের কার্ড	ভিজিটিং কার্ড
পোষ্টার	লেমিনেশন
ক্রেস্ট	ফোল্ডার

We are in Jackson Heights NY 11372

আমাদের অকৃত্রিম সেবা
ডিজাইন
প্রিন্টিং
বাইন্ডিং

www.bigdesignus.com

সুবিধা সমূহ
- সার্বক্ষনিক ইন্টারনেট সুবিধা
- জরুরী প্রয়োজনে রেডিমেড ডিজাইন
- কাজের সুন্দর পরিবেশ
- ফোন, ফ্যাক্স ও ই-মেইল সুবিধা

BIG DESIGN
PROFESSIONAL

37-55, 72 Street, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 646-645-6904, 718-255-1158
Email: bigdesign360@gmail.com

১ সপ্তাহ ১০ ডলার
৩ সপ্তাহ ২০ ডলার

ক্লাসিফাইড

যোগাযোগ : ৭১৮-৫২৩-৬২৯৯, ফ্যাক্স : ৭১৮-২০৬-২৫৭৯
E-mail: weeklybangladesh@yahoo.com

বাসা ভাড়া

বাসা ভাড়া

হিলসাইড 'এফ' ট্রেন ১৭০ স্ট্রিট গ্রান্ড সেন্ট্রাল পার্কওয়ে সেন্ট জোন'স ইউ-নিভার্সিটি, জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের কাছে প্রাইভেট বাড়ির দ্বিতীয় তলায় ২ বেড, লিভিং, কিচেনসহ ভাড়া হবেঅ যোগাযোগ: ৩৪৭-২৫৯-২৯৫৪, ৩৪৭-২৫৫-৪৮৪৬ বি-৫২

বাসা ভাড়া হবে

জ্যামাইকা সাটফিন বুলেভার্ড, ইয়র্ক কলেজের পেছনে প্রাইভেট হাউজের দ্বিতীয় তলা ভাড়া হবে। দুই বেডরুম ও একটি ছোট সিঙ্গেল রুম আছে। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৬৫৯-৫৫৭২, ৩৪৭-৪৭৬-৬৫২৭ বি-৫২-০২

সেমি বেসমেন্ট ভাড়া হবে

হিলসাইড 'এফ' ট্রেন ১৭০ স্ট্রিট গ্রান্ড সেন্ট্রাল পার্কওয়ে সেন্ট জোন'স ইউ-নিভার্সিটি, জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের কাছে সেমি বেসমেন্টে ২ বেড, কিচেন, বাথরুম সহ ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-২৫৯-২৯৫৪, ৩৪৭-২৫৫-৪৮৪৬ বি-৫২

বেসমেন্ট ভাড়া হবে

জ্যামাইকা সাটফিন বুলেভার্ড, ইয়র্ক কলেজের পেছনে দুই বেডরুমের বেসমেন্ট ভাড়া হবে। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৬৫৯-৫৫৭২, ৩৪৭-৪৭৬-৬৫২৭ বি-৫২-০২

বেসমেন্ট অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া

কুইন্স ভিলেজে সুন্দর ৩ বেডরুম, লিভিং রুম, কিচেন, ডাইনিং রুম, অতিরিক্ত রুম ওয়ান এন্ড হাফ বাথরুমসহ অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া হবে। ভাড়া ৩০০০ ডলার। ইউটিলিটি আলাদা। যোগাযোগ: ৯১৭-৬৮৬-২৮৭০
বি-৫২-০২

বেসমেন্ট অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া

কুইন্স ভিলেজে সুন্দর পরিচ্ছন্ন, সম্পূর্ণভাবে রেনোভেটেড এক বেডরুমের বেসমেন্ট অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া হবে। ভাড়া ১৪৫০ ডলার। যোগাযোগ: ৯১৭-৬৮৬-২৮৭০ বি-৫২-০২

বাসা ভাড়া

২০০-০৩ ১০৯ এভিনিউ, সেন্ট অ্যালবানস, নিউইয়র্ক-১১৪১২, দ্বিতীয় তলায় ৩ বেড, ২ বাথ, লিভিং, ডাইনিংসহ ভাড়া হবে। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে। সম্পূর্ণ নতুন ও খালি। পার্কিং পাওয়া যায়। পৃথক এন্ট্রেন্স। কিউ ২ বাস স্টপেজ অতি নিকটে। কাছেই সুপার মার্কেট, রেস্টুরেন্ট, দুটি মসজিদ, ফার্মেসি। সোলার প্যানেল আছে। যোগাযোগ: **646-575-7053, 646-318-9864**
বি-৫১-০১

ওয়াক-ইন বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা এস্টেটে ১৮৭ স্ট্রিট এবং ওয়েক্সফোর্ড ট্যারেসে ১ বেডরুম, বাথ, কিচেন ও লিভিংরুমসহ একটি ওয়াক-ইন বেসমেন্ট ভাড়া হবে। সম্পূর্ণ নতুন এবং পৃথক প্রবেশ পথ আছে। যোগাযোগ: **646-288-2834** বি-৪৮-৫০

অ্যাটিক ভাড়া

আগামী মাস থেকে ব্রঙ্কসের পার্কচেষ্টার এলাকায় জেরিগা সাবওয়ে (৬ ট্রেন) স্টেশন থেকে দুই ব্লকের মধ্যে ১ বেডরুম, ১ বাথরুম, কিচেন, লিভিং ও ডাইনিং স্পেসসহ অ্যাটিক ভাড়া দেওয়া হবে। বাংলাদেশি গ্রোসারি ও মসজিদ ২ ব্লকের মধ্যে। ছোট পরিবার অথবা কর্মজীবী ব্যাচেলর আবশ্যক। শুধুমাত্র আগ্রহীরাই যোগাযোগ করুন। ফোন: **347-479-9876** বি-৪৮-৫০

বাসা ভাড়া

হিলসাইড 'এফ' ট্রেন ১৭০ স্ট্রিট, গ্র্যান্ড সেন্ট্রাল, সেন্ট জোনস ইউনিভার্সিটির কাছে প্রাইভেট বাড়ির দ্বিতীয় তলায় ২ বেড, লিভিং, কিচেনসহ ভাড়া হবে। যোগাযোগ: **৩৪৭-২৫৯-২৯৫৪, ৩৪৭-২৫৫-৪৮৪৬** বি-৪৮

জ্যামাইকায় বাড়ি ভাড়া

জ্যামাইকায় ১৫৫ লিন্ডেন বুলেভার্ড, সাটফিনে ৩টি পৃথক রুম, একটি ফুল বাথ, ডাইনিং এর স্থান ও কিচেনসহ ২টি পৃথক রুম ভাড়া হবে। সকল ইউটিলিটিসহ মাসিক ভাড়া ২৩০০ ডলার। কাছেই কিউ ৬, কিউ ১১১, কিউ ১১৩, কিউ ১১৪ বাস স্টপেজ এবং 'ই', ও 'এফ' ট্রেন স্টেশন। আল-আনসার মসজিদ ও বাংলাদেশি গ্রোসারিও কাছাকাছি দূরত্বে। ভালো আয়ের কর্মজীবী ব্যক্তির কাছে ভাড়া দেওয়া হবে। বর্ণিত বিবরণের ব্যক্তিগণ সন্ধ্যা ৭টা থেকে রাত ১০টার মধ্যে **718-322-1488** ফোনে যোগাযোগ করতে পারেন। বি-৪৮-৫০

অ্যাটিক ভাড়া হবে

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের পাশে ১৬৮ স্ট্রিটে অ্যাটিকে একটি স্টুডিয়ো রুম পৃথক কিচেন, পৃথক বাথরুমসহ একজন অথবা দু'জন কর্মজীবী মহিলার কাছে ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: **৯২৯-৫৭১-৭০০২** বি-৪৭-৪৯

PLOT FOR SALE IN DHAKA

ঢাকা শহরের কেন্দ্রস্থলে কমলাপুর রেল ও মেট্রো স্টেশনের নিকটে বাসাবো-কদমতলা-রাজারবাগ মেইন রোডের পাশে ১৯৬৯ সালে খরিদকৃত অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং, কমিউনিটি সেন্টার, মেডিকেল ক্লিনিক ও শপিং সেন্টার নির্মাণের উপযোগী দেওয়াল ঘেরা সাড়ে ৮ কাঠার প্লট বিক্রয় হইবে।
যোগাযোগ: মোহাম্মদ খান। ফোন: **917-365-1401**

রুম ভাড়া

সাউথ জ্যামাইকায় ইয়র্ক কলেজের কাছে একটি রুম শুধু কর্মজীবী পুরুষের কাছে ভাড়া হবে। যোগাযোগ: **৯১৭-৬৮৬-২৮৭০**
বি-৫২-০২

রুম ভাড়া

জ্যামাইকা ১৬৯ স্ট্রিট 'এফ' ট্রেন সাবওয়ে স্টেশনের কাছে একটি রুম ১লা জুলাই থেকে ইউটিলিটিসহ ভাড়া হবে। পৃথক বাথরুম। কিচেন শেয়ার করতে হবে। যোগাযোগ: **৬৪৬-২৪৬-১১৫৩ বি-৪৯-৫১**

কর্মী আবশ্যক

ম্যানহাটানে অবস্থিত স্বনামধন্য ব্যাগেল স্টোর "Broadnosh Bagel" এর বিভিন্ন লোকেশনে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন গ্রিলে এবং ডেলিতে কাজের জন্য পুরুষ কর্মী এবং ক্যাশিয়ার পদে মহিলা কর্মী আবশ্যক। যোগাযোগ: **716-600-0923** বি-৫২-০৩

STORE FOR SALE

Cross St. on `M' Train Subway, Stop Important Hard Location. Lotto, Beer, Cigarettes, Zyn Tobacco, Candy, Cold Drinks, Medicine and Personal Care items, etc.

Cell: **347-933-7455**
(Hossain)
B-48-52

Full-time Radiologic Technologist & Technician needed

"APOLLO IMAGING MGMT in Elmhurst, NY 11373 needed full-time Radiologic Technologist & Technician: $72,571 annual salary ($34.89 p/h). Duties include MRI & X-ray equipment operation, Imaging Protocol management, Quality Control Assurance, Radiology procedures, Interdisciplinary collaboration, patient assessment, ability to communicate with the engineers and tech support regarding Radiology machines and Equipment etc. Required associate degree

in Radiologic Technology. Call **917-207-6822 or Email at apollo1102@yahoo.com.**

লোক আবশ্যক

এস্টোরিয়ায় একটি পোলট্রিতে হালাল জবাই কাজের জন্য ২৫ থেকে ৪০ বছর বয়সের একজন লোক জরুরিভিত্তিতে আবশ্যক। আকর্ষণীয় বেতন দেয়া হবে। বৈধভাবে কাজের অনুমতি থাকতে হবে। যোগাযোগ : **347-754-8548, 347-741-2802, 347-451-9552, 718-729-1445**

House for Rent

1. Queens village 4bd. 1.5 Bath, living, Dining.
2. Jamaica, 4bd, 2bath, living, Dining 172nd Street & 107th Ave. 2nd Floor.
3. Jamaica, 3bd, 2bath, living, Dining, 169-01 Highland Ave.
4. Richmond Hill 3bd, 2bath, living, Dining, 105-32, 130th Street.
5. Jackson Heights big 3bd, 1 bath, Balcony, living, dining 75th Street & Northern Blvd.
6. Jamaica, Semi basement 3bd, 1bath, Living, 197-05, 90th Ave.
7. Jamaica, Semi basement 2bd, 1bath, dining, 160-11 84th Ave. $1,600.
8. East Elmhurst 3bd, 1bath, living dining, $3,200.
9. Jamaica, 2bd, 1bath, living, dining 107-20 Waltham Street.
10. Jamaica, 2bd, 1bath, living, Dining 146th Street & Hillside Ave.3rd floor.
11. Jamaica, 3bd, 1bath, living, dining 111-08 Farmers Blvd.2,800 +Bills.
12. Jamaica, 1bd, 1bath, living 143rd St. & hillside Ave.
13. 2bath, 1bath, living, dining 281Street & 87th Ave. 2nd floor.
14. Jamaica, Semi basement 2bd or 1bd, 1bath, parsons Blvd & Hillside Ave.
15. Jamaica, Empty house 3bd, 1bath, living, dining, 168th place & Liberty Ave. 2nd floor.
16. Jamaica, 3bd, 1bath, living, dining 2nd floor177sth Street & 106ths Rd.
17. Jamaica, 3bd,1bath, living, dining, 136th Street & Hillside Ave.
18. Jackson Heights, 3bd, 2bath,—— 70th Street & 35th Ave.
19. 3room, 1bath, dinning
20. 2bd, 1bath, living, dining, Jackson Heights
21. Queens Village 2bd.1bath, living.
22. Studio ,1bd, 1bath, 1st floor, 170th street & 108th Ave., $1,700.
23. 2bd, 1bath, living Sutphin Blvd & 97th Ave.2nd floor
24. Queens Village 3bd, 2bath, living, dining, 94-86, 218 Street
25. Jamaica, Semi basement 1bd, 1bath, living, 160th Street & 85th Ave,
26. Jamaica, Basement 1bd, 1bath 90-37, 180th Street.
27. Jamaica, 3bd, 2bath, living, dining Sutphin Blvd. & 115th Ave.
28. Jamaica, 2 room, 1bath, 153rd Street & 109th Avenue.
29. 2bd, 1bath, living, dining 3rd floor 88-13, 146th St.
30. 3bd 1bath living, dining, 88-32 179 St 1st floor.
31. 3bd 1bath living, dining, 2nd floor 108-05,. 22nd street.
32. 3bd 1bath living, dining 11108 former Blvd 2nd floor, 2800+bill.
33. basement 2bd 1bath living 169 St 84th Ave.
35. Elmhurst 1bd 1bath living coop 6th floor close to Elmhurst Hospital.
36. 1bd 1bath, living 139-11 70th Ave, 2nd floor.
37. 3bd 2bath living, dining close to Sutphin Blvd LIRR. 2500+bill.
38. East Elmhurst 2bd 1 bath, living 1st floor. 25-46, 100th St . $2200
39. Valley Stream 2bd & 3bd Apartment with car parking.
40. Briarwood 1bd 1bath living.
41. 3bd 1 bath living, dining 184th St. 89th Ave, $2700 including.
42. 2bd 1 bath living $2300 included. 85-91 Parsons Blvd.
43. Briarwood 3bd, 1bath, living, dining, 2nd floor.
44. Jackson Heights 2bd, 1 bath, living, dining 3rd floor. Close to 74thth St & 34th Ave.

Contact:
Mohammad Salim Reza, Realtor
929-393-7331

১ সপ্তাহ ১০ ডলার
৩ সপ্তাহ ২০ ডলার

ক্লাসিফাইড

যোগাযোগ : ৭১৮-৫২৩-৬২৯৯, ফ্যাক্স : ৭১৮-২০৬-২৫৭৯
E-mail: weeklybangladesh@yahoo.com

Radiologic Technologist & Technician

APOLLO IMAGING MGMT in Elmhurst, NY 11373 needed full-time Radiologic Technologist & Technician: $72,571 annual salary ($34.89 p/h). Duties include MRI & X-ray equipment operation, Imaging Protocol management, Quality Control Assurance, Radiology procedures, Interdisciplinary collaboration, patient assessment, ability to communicate with the engineers and tech support regarding Radiology machines and Equipment etc. Required associate degree.
in Radiologic Technology. Call 917-207-6822 or Email at apollo1102@yahoo.com.

Open House For Sale

New Jamaica two family house 8 bedroom, 5 bath rooms, finished basement, huge 5 car parking, huge 5000 sq. feet lot. Please call **Shahadat-917-593-9311**

New Hollis two family house. 5 bedrooms, 2 bath rooms, finished basement. 4000 Sq. feet lot. **Please call Shahadat-917-593-9311**

FHEPS, CITY FHEPS, Sec 8 or any program, we give 1 bed, 2 bed and 3 bedroom apartment. **Please call 917-593-9311**

we buy 1, 2, 3 family, house & business property and rent 1,2, and 3 bedroom apartment. **Please call 917-593-9311**

Saturday & Sunday 3-4pm
or call to see anytime.
Shahadat: 917-593-9311

WINZONE REALTY INC Licensed Real Estate Broker

স্টোর বিক্রয় হবে

'এম' ট্রেন সাবওয়ে ক্রস স্ট্রিট স্টেশনের কাছে গুরুত্বপূর্ণ ও ব্যস্ত স্থানে একটি স্টোর বিক্রয় করা হবে। লোটো, বিয়ার, সিগারেট, জাইন টোব্যাকো, ক্যান্ডি, কোল্ড ড্রিঙ্কস, ওষুধ, ব্যক্তিগত পরিচর্যা সামগ্রী ইত্যাদির জন্য সুবিধাজনক।
যোগাযোগ: **347-933-7455** বি-৫১-০১

Health Career Training & Licensing

EKG- Phlebotomy-Home Health Aide (HHA).
646-420-7156
(Dr .Masood, Instructor) .
718-297-1400 (Office), NYSCEINc@GMAIL.COM

কোরআন শিক্ষা দেয়া হয়

বাংলা এবং ইংরেজী অর্থসহ ছহি শুদ্ধভাবে নুরানী ও ক্বারীয়ানা পদ্ধতিতে পবিত্র কোর-আন, নামাজ ও মাছলা মাছায়েল শিক্ষা দেয়া হয়। ৩০ বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ক্বারী। বাসায় গিয়ে পড়ানো হয়। শিশু, কিশোর এবং বয়স্ক সকলের পড়তে পারবেন। দূরের স্টুডেন্টগণকে অনলাইনে পড়ানো হয়। যোগাযোগঃ ৬৪৬-৭৯৭-০৬৫৮।

কাজী অফিস

নিউইয়র্ক সিটি কর্তৃক রেজিষ্ট্রিকৃত কাজী

ইমিগ্রেশন ও সিটির ল' মুতাবিক ম্যারেজ সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। সহীহ ও সুন্নতী তরিকায় বিবাহ পড়ানো হয় এবং সাক্ষীর ব্যবস্থা করা হয়। সব সময় খোলা ইংরেজী অথবা বাংলায় বিবাহ অনুষ্ঠান পরিচালনা হয়

Cell: 347-527-6438
ইমাম জুবাইর রাশিদ
ইমাম ও খতিব, পার্কচেষ্টার জামে মসজিদ

1203 Virginia Ave, Bronx, NY 10472
Email:abuljubayer@gmail.com

Multiple Award Winners

Thinking of Selling Your Home?

বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় অথবা ভাড়া যেকোন বিষয়ে যোগাযোগ করুন!

BUY-SELL-LEASE

Jashim Chowdhury
347-200-0567
২০ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন

- Free Market Analysis
- Professional Photography
- Shorter Days on Market
- Sell for Top Dollars

EXIT REALTY PRIME

JN REAL ESTATE DEVELOPMENT CORP.
All Real Estate Services
Buying • Selling • Construction • Development

189-10 Hillside Ave, Suite E
Hollis, NY 11423

Cell : 347-200-0567
Phone : 718-262-0205
Email : c21jashim@gmail.com

পাত্রী আবশ্যক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনার্স ও মাস্টার্স ডিগ্রিধারী সাবেক প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা (স্বেচ্ছায় অবসরপ্রাপ্ত) পঞ্চাশোর্ধ্ব বয়সের ডিভোর্সড পাত্রের জন্য সাধারণ পরিবারের অনূর্ধ্ব ৩৬ বছর বয়সী এইএসসি-মাস্টার্স উত্তীর্ণ পাত্রী আবশ্যক। পাত্রীকে অবশ্যই সৎ, ভদ্র ও দায়িত্বশীল হইতে হইবে। পাত্র বর্তমানে নিউইয়র্ক সিটি ডিপার্টমেন্ট অফ এডুকেশন এর 'সাবস্টিটিউট টিচার' পদে কর্মরত। এছাড়া নিউইয়র্কে কয়েকটি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় লিস্টেড হয়েছেন। পাত্রী/অভিভাবক নিঃসংকোচে যোগাযোগ করতে পারেন। যোগাযোগ: 929-350-4297; ইমেইল: alam-sky777@gmail.com
বি-৫২-০১

প্লট বিক্রয়

চট্টগ্রাম সিডিএ'র 'কল্পলোক' আবাসিক জি-ব্লক, ২.৫ কাঠা প্রকৃত ক্রেতাগণ যোগাযোগ করুন। বিকাল ৫টা থেকে রাত ৯টার মধ্যে। যোগাযোগ:
347-335-9887
বি-১৪-১৬

বাড়ী ক্রয় এ ইচ্ছুক

বাফেলো ইউনিভার্সিটির নর্থ ক্যাম্পাস নিকটসংলগ্ন আবাসিক এলাকায় বাড়ী কিনিতে ইচ্ছুক।
যোগাযোগ করুন
আহসান
৩৪৭-২১০-২৩৩৪

বাড়ি বিক্রয়, বাসা ভাড়া

Short Sale এর জ্যামইকা, এস্টোরিয়ায় ২ ফ্যামেলি, ১ ফ্যামেলি বাড়ি বিক্রয় হবে। এছাড়া ৩ বেডরুম, ২ বেডরুম, ১ বেডরুমের বাসা ভাড়া হবে। সব ধরণের সেকশন-৮, Fheps প্রোগ্রাম গ্রহণ করি। যোগাযোগ :
৯১৭-৫৯৩-৯৩১১

বসুন্ধরায় জমি বিক্রয়

ঢাকার বসুন্ধরায় বারিধারা প্রকল্পে এফ ব্লকে ৪ কাঠা জমি বিক্রয় করা হবে। যোগাযোগ: নাসের।
ফোন: ৯০১-৩৪০-৬৮৬২; ইমেইল: **naserllc@yahoo.com**
বি-২৪-২৭

শিক্ষক আবশ্যক

উডসাইড মাদানী মসজিদের মক্তব (ইসলামি স্কুল) এর জন্য একজন শিক্ষক আবশ্যক।
যোগাযোগ:
917-428-9818, 646-578-7802,
917-623-2231, 347-469-8270

মেডিকেয়ার ইন্স্যুরেন্স

আপনার স্বাস্থ্যসেবা প্রয়োজনের জন্য সেরা মেডিকেয়ার প্ল্যান খুঁজে পেতে সাহায্য করি।
- HEALTHFIRST
- WELLCARE
- HUMANA
- AETNA
- UNITED

মেডিকেয়ার ইন্স্যুরেন্স এর যাবতীয় তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন:
মোহাম্মদ তুহিন Lic. Insurance Agent
(718)310-0413
nymedicare@aol.com

কোর-আন শিক্ষা দেয়া হয়

বাংলা এবং ইংরেজী অর্থসহ ছহি শুদ্ধভাবে নুরানী ও ক্বারীয়ানা পদ্ধতিতে পবিত্র কোর-আন, নামাজ ও মাছলা মাছায়েল শিক্ষা দেয়া হয়। ৩০ বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ক্বারী। বাসায় গিয়ে পড়ানো হয়। শিশু, কিশোর এবং বয়স্ক সকলেই পড়তে পারবেন।
যোগাযোগঃ ৬৪৬-৭৯৭-০৬৫৮ বি-১৮-২১

আরবী পড়াতে চাই

আপনার সন্তানকে যদি ছহীহ শুদ্ধভাবে (কোরআন) আরবী শিক্ষা দিতে চান তাহলে যোগাযোগ করুন]
হাফেজ মওলানা শামসুল আলম
৯২৯-২৪২-৪৬৯২

পাত্র-পাত্রী চাই

17 Years Experience

আপনার স্বপ্নের জীবন সংগী/সংগিনী খুঁজে পাওয়ার জন্য একটি নির্ভরযোগ্য ম্যাচ মেকিং সার্ভিস। বাংলাদেশ, ইউএসএ, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়ায় বসবাসকারীদের সেবায় সদা নিয়োজিত।

যোগাযোগ:
JIBON SONGI
evergreenlife5001@gmail.com
farhanarayhan@yahoo.com
+1 (281)-912-7812
+1(713)-900-6023
অবস্থান: যুক্তরাষ্ট্র

CIVIL SERVICE – GOV JOBS!
ARE YOU IN JOB SEARCH?

Try a civil service job with federal/state/city gov; You may work from any locations in the US. We help for job applications and interview preparation.

Contact : K M Tarek FCA
email: kmtarekfca@gmail.com; Phone: 571-234-9648
Queens, NY-11432

বি-১৫-১৭

ইলেকট্রিক্যাল কাজ করি

সবধরনের ইলেকট্রিক্যাল কাজ এবং ফ্রিজ, এয়ার কন্ডিশনার মেরামত, পুরো বাড়ির ইলেকট্রিক্যাল কাজ দক্ষতার সাথে করে থাকি।
যোগাযোগ: মো. ওয়ালিউল্লাহ
ফোন: 929-636-6816

Health Career Training & Licensing
EKG- Phlebotomy - Home Health Aide (HHA).
646-420-7156
(Dr .Masood, Instructor) .
718-297-1400 (Office)
NYSCEINc@GMAIL.COM

Sagar CHINESE

Sagar Restaurant
168-25B, Hillside Ave., Jamaica, NY-11432
Tel: **718-298-5696, 718-657-2855**
www.sagarfood.com

Jamaica Branch
87-47 Homelawn Street
(169 Street & Hillside Ave.)
Jamaica, NY-11432
Tel: **718-657-3333, 718-657-3334**
www.sagarchinese.com

Bellerose Branch
252-05 Union Tpke
Bellerose, NY-11426
Tel: **718-343-4444, 718-343-4448**
www.sagarchinese.com

ক্যাটারিং স্পেশালিষ্ট

Catering Special

Popular Package $13
Polao Rice, Chicken Roast, Beef Curry, Mix Vegetables, Shami kabab, Sweets, Salad.

Premium Package $15
Vegetable Pakora, Chicken Roll, Polao Rice, Chicken Roast, Beef Curry, Mix Vegetables, Shami kabab, Dessert (Sweets/Dodhi) Borhani, Salad.

Sagar Box Package $6
Polao Rice, Chicken Roast, Shami Kabab, Laddu.

Wedding Package $28
Mixed Grill, Vegetable Roll, Crispy Fish, Polao Rice (Kalajeera), Karai Goat, Beef Rezala or Chicken Makhni, Chicken Roast, Mixed Vegetable, Naan, Chana Dal, Borhani, Raita, Chatni, Desi Style Salad, Desi Style Rasmalai, Any Sweets

হিলসাইড এভিনিউর পাশেই ১৬৮ স্ট্রিট ও লিবার্টিতে
L. ALLADIN LIVE POULTRY MARKET

100% HALAL

গরু, খাসি, ভেড়া, হাঁস-মোরগী, টার্কি হালালভাবে জবাই করে তাজা মাংস বিক্রি করা হয়।

কোরবানির অর্ডার নেয়া হয়

Live Goat $5.99/lb

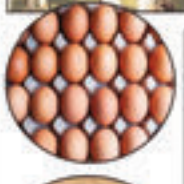

- 3 Red Fowl for $15
- Buy 10 white chicken get 1 Free
- Wednesday Buy 9 Fowl get 1 Free

গুণগতমান ও সেরা সেবা পেতে আজই আসুন

এল. আলাদিন লাইভ পোল্ট্রি মার্কেট

Hours of operation → Mon-Sat 7:00 am-6 pm
Sun-7:00 am-3 pm

Phone : 718-526-1422, Toll Free: 1-877-526-1422

168-25 Liberty Ave, Jamaica, NY 11433

BLOOMBERG CONSTRUCTION CO. INC.
37-15 73rd St, Jackson Heights, NY 11372
(718) 478-7000 ; (347) 652-9500
Call Mohammad for Free Estimate INSURED & WORK PERMIT

- Brick Pointing
- Water Proofing
- Lintel Replacement
- Parapet Wall Replacement
- All Kind of Cement Work
- Painting
- Plastering
- Carpenter
- Tiles, Wood Floor
- Sidewalk/Driveway

Electric Plumbing

অনুবাদ ইন্টারপ্রেটেশন ও কম্পোজ

বাংলা থেকে ইংরেজি ও ইংরেজি থেকে বাংলায় সাবলীল অনুবাদ, ইমিগ্রেশন অফিসসহ অন্যান্য সরকারি অফিসে ইন্টারপ্রেটেশন নির্ভুল বাংলা ও ইংরেজি কম্পোজের জন্য যোগাযোগ করুন।

News Net
85-59, 168st, Jamaica, NY 11432
Tel: 347-355-0731, Fax: 718-206-2579

বিনামূল্যে হেলথ ইন্স্যুরেন্স চান?

আপনি কি বিনামূল্যে নিউইয়র্ক স্টেট অনুমোদিত হেলথ ইন্স্যুরেন্স পেতে চান?
তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।
আমরা আপনাকে হেলথ্ফাস্ট, ফিডালিস কেয়ার, মেট্রোপ্লাস, ইউনাইটেড হেলথ্ কেয়ারসহ অন্যান্য ইন্সুরেন্স প্লান পেতে সহায়তা করব!
শেখ সিরাজ
বাংলাদেশ সেন্টার , 917-547-6832
Bangladesh Center inc

বি-২০-২২

UNIQUE TAX & MULTI SERVICES

- INCOME TAX & BUSINESS TAX
- IMMIGRATION HELP
- INDIVIDUAL TAX ID (ITIN)
- NOTARY AND MUCH MORE
- IRS ACCEPTANCE AGENT
- IRS E-FILE PROVIDER

ABDUR RASHID
B.S.S (Honors). M.S.S (Economics)
DHAKA UNIVERSITY

Cell: 718-736-4095
E-mail: rashidtax2@gmail.com

168-25 Hillside Avenue, 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
(সাগর রেষ্টুরেন্ট-এর উপরে)

Hillside Multi Services Inc.

হিলসাইড মাল্টি সার্ভিসেস ইন্‌ক

IRS e-file

Income Tax & Accounting
Immigration Help
Travel-Notary

Mohammed M. Alam
M.com (Managment), L.L.B
Notary Public

Tel: 718-480-3313
Cell: 917-600-4937

167-11 Hillside Ave, 2nd Floor, Jamaica, NY 11432

ফারহানা
যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক বাণিজ্য প্রতিনিধি

আমরা একটি যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক প্রতিষ্ঠান,
যারা বাংলাদেশের বাজারের জন্য নির্ভরযোগ্য ও যোগ্য
আমদানিকারক ও সরবরাহকারীদের খুঁজি।
যোগাযোগ:
+1 (281) 912-7812
greenlife5001@gmail.com
অবস্থান: যুক্তরাষ্ট্র

কাজী অফিস

সিটি কর্তৃক রেজিষ্ট্রিকৃত
কাজী ইমাম মাওলানা
আব্দুল মুকিত
পেশ ইমাম, দারুস সালাম
মসজিদ, জ্যামাইকা

148-16 87 Road
Jamaica, NY-11435

বিবাহ পড়ানো,
মেরিজ সার্টিফিকেট
ও কাবিন নামা
প্রদান করা হয়।
পরামর্শ ও এপয়েন্টমেন্টের
জন্য যোগাযোগ করুনঃ
917-428-1519

House Sell

SHAHADAT HASAN
Licensed Realtor

New Queens Village two family house 6 bedroom, 5 bath rooms, finished basement, huge 5 car parking, huge 4000 sq. feet lot. Please call **Shahadat-917-593-9311**

New Hollis two family house. 6 badrooms, 5 bath rooms, finishad basement. 4000 Sq. feet lot.
Please call Shahadat-917-593-9311

FHEPS, CITY FHEPS, Sec 8 or any program, we give 1 bed, 2 bed and 3 bedroom apartment.
Please call 917-593-9311

we buy 1, 2, 3 family, house & business property and rent 1,2, and 3 bedroom apartment. **Please call 917-593-9311**

WINZONE REALTY INC. Licensed Real Estate Broker

উডসাইড কাজী অফিস

নিউইয়র্ক সিটি কর্তৃক রেজিস্টার্ড কাজী। এখানে সহীহ ও সুন্নতী তরিকায় বিবাহ পড়ানো হয়।
যোগাযোগঃ ইমাম হেলাল আহমেদ।
ফোনঃ ৩৪৭-৭৬১-৭৩৯৮।
ইমেইল:Helal.woodside@gmail.com বি-২৯-৪১।

মুসলিম কাজী অফিস

* তাজবীদ ও হিফজুল কুর'আন ক্লাস
* বয়স্কদের কুর'আন শিখানো হয়
* কাজী, নিউইয়র্ক সিটি রেজিষ্টার
* জিনায়েল সার্ভিস, হজ্ব ও উমরাহ্ গ্রুপ
* শনি-রবিবার মোক্তব, সামার ক্লাস

American Muslim Center Inc.
৮৯-১৪, ১৫০ ষ্ট্রিট জ্যামাইকা, নিউইয়র্ক ১১৪৩২
৭১৮-৮৬৪-৭৭২৯, ৩৪৭-৫৭৫-১১১০

নিউইয়র্কে চার লেখকের বই নিয়ে 'ছোটদের বাংলা বইমেলা' অনুষ্ঠিত

নিউইয়র্ক : যুক্তরাষ্ট্র বসবাস করা নতুন প্রজন্মের মাঝে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের আলো ছড়িয়ে দিতে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে চার লেখকের বই নিয়ে বিশেষ আয়োজন- 'দ্বিতীয় নিউইয়র্ক ছোটদের বাংলা বইমেলা ২০২৬'। গত ৩০ মে শনিবার জ্যামাইকার হিলসাইড এভিনিউয়ে 'শাহী কিচেন' মিলনায়তনে বিকেল ৩টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত এ মেলা চলে। মেলা প্রাঙ্গণকে মুখরিত রাখতে বই প্রদর্শনী ও বিক্রির পাশাপাশি ছিল লেখক-পাঠক আড্ডা, মনোগ্রাহী গল্প বলা (স্টোরি টেলিং), ছড়া-কবিতা আবৃত্তি এবং মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

এবারের মেলার মূল আকর্ষণ ছিল চারজন জনপ্রিয় লেখকড় কাজী জহিরুল ইসলাম, ডা. সজল আশফাক, আলম সিদ্দিকী এবং আশিক মুস্তাফা। শাহী কিচেনের সহযোগিতায় আয়োজিত এই মেলায় সপরিবারে অংশ নেন নিউইয়র্ক প্রবাসী বিপুলসংখ্যক বাঙালি ও সাহিত্যপ্রেমীরা।

মেলায় অন্যতম প্রধান আকর্ষণ ছিল আশিক মুস্তাফার নতুন বই One Little Mother-এর মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে। এছাড়া মেলা প্রাঙ্গণে ৯০-এর দশকের ঐতিহ্যবাহী খেলনা ও বিভিন্ন ছবি সংবলিত বিশেষ পোস্টকার্ডের উন্মোচন ও প্রদর্শনী করা হয়, যা নতুন প্রজন্মের শিশুদের কাছে বেশ কৌতূহল সৃষ্টি করে। মেলাজুড়ে শিশুদের প্রাণবন্ত অংশগ্রহণ ছিল চোখে পড়ার মতো। ছোট্ট সোনামণিরা গল্প বলা, ছড়া ও কবিতা আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় অংশ নেয় এবং বড়দের পাশাপাশি নিজেরাও বইয়ের পাতা উল্টে আনন্দ উপভোগ করে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নাট্যব্যক্তিত্ব ও লেখক কাজী শামীম আহমেদ। তিনি মেলার এই মহতী উদ্যোগের প্রশংসা করে বলেন, 'এই বইমেলা আমাদের নতুন প্রজন্মকে শিকড়ের সাথে যুক্ত করার চমৎকার একটি মাধ্যম। আগামীতে এই বইমেলা আরও বড় পরিসরে নিশ্চয়ই অনুষ্ঠিত হবে। এজন্য আমাদের পক্ষ থেকে সব ধরনের সর্বোচ্চ সুচেষ্টা ও সহযোগিতা থাকবে।' মেলায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কাজী জহিরুল ইসলাম এবং ফারহানাজ শারমিন খান। বিশেষ অতিথির বক্তব্যে কাজী জহিরুল ইসলাম বলেন, 'দেখতে দেখতে এই বইমেলা আজ দ্বিতীয় বছরে পদার্পণ করল। আমাদের লক্ষ্য থাকবে এই আয়োজন যেন শুধু দ্বিতীয় বছরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ না থাকে, বরং আগামীতে এর পরিধি আরও বৃদ্ধি পায়। বড় আকারের এই আয়োজনে আমরা শিশুদের আরও বেশি সম্পৃক্ততা বা ইনভলভমেন্ট আশা করি।'

ফারহানাজ শারমিন খান মেলা নিয়ে তার ইতিবাচক অনুভূতি ব্যক্ত করে বলেন, 'এবারের মেলায় চমৎকার কিছু ইংরেজি বই এসেছে। বাংলাদেশের চমৎকার সব বাংলা বই যেন আগামীতে আরও বেশি ইংরেজিতে অনূদিত হয়ে এখানে আসে, আমরা সেই সাধুবাদ জানাই। এর ফলে এখানকার ইংরেজি মাধ্যমে বড় হওয়া ছেলেমেয়েরা এই বইগুলো সহজে পড়তে পারবে এবং বাংলাদেশ সম্পর্কে আরও গভীরভাবে জানতে পারবে।' অনুষ্ঠানের একপর্যায়ে মেলায় আমন্ত্রিত চার লেখক উপস্থিত পাঠকদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন এবং নিজেদের লেখা বই থেকে অংশবিশেষ পাঠ করে শোনান।

সবশেষে এক বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। শিল্পী ফিরোজ মিয়া ও শাহনেওয়াজ নজরুল সঙ্গীত এবং দেশাত্মবোধক বিভিন্ন কালজয়ী গানের সুরে সুরে মেলা প্রাঙ্গণে এক আবেগঘন ও উৎসবমুখর পরিবেশের সৃষ্টি হকরেন। রাত ১০টায় এই সফল ও আনন্দঘন মেলার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন মিলড্রেড এলির চেয়ারপারসন কাজী শামীমা আক্তার শিমুল। আর আনন্দঘন বিমেলা অনুষ্ঠানের উপস্থাপনা করেন আফরোজা আখতার মুন্নি।

নিউইয়র্ক মহানগর (দক্ষিণ) বিএনপির উদ্যোগে জিয়াউর রহমানের শাহাদাৎ বার্ষিকী পালিত

নিউইয়র্ক : জ্যাকসন হাইটসের ইটজি চাইনিজ রেস্টুরেন্টে গত ৩১ মে সন্ধ্যা ৭টায় নিউইয়র্ক মহানগর দক্ষিণ বিএনপির উদ্যোগে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান বীর উত্তমের ৪৫তম শাহাদাৎ বার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভা, দোয়া ও মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন নিউইয়র্ক মহানগর দক্ষিণ বিএনপির সভাপতি ও সাবেক ছাত্রনেতা হাবিবুর রহমান সেলিম রেজা। সভা পরিচালনা করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক ছাত্রনেতা মোহাম্মদ বদিউল আলম।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির ময়মনসিংহ বিভাগীয় সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক এবং ময়মনসিংহ-৪ আসনের সংসদ সদস্য আবু ওহাব আকন্দ।

বক্তারা শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের রাজনৈতিক জীবন, স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশ পুনর্গঠনে তাঁর অবদান এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় তাঁর ভূমিকার কথা স্মরণ করেন। তারা বলেন, জিয়াউর রহমানের আদর্শ ও দেশপ্রেম আজও জাতির জন্য প্রেরণার উৎস হয়ে রয়েছে।

এ সময় নিউইয়র্ক মহানগর দক্ষিণ বিএনপির বর্তমান ও সাবেক নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন এবং শহীদ জিয়াউর রহমানের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

অনুষ্ঠানের শেষে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান এবং সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার রুহের মাগফেরাত কামনা করে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়। দোয়া পরিচালনা করেন মহানগর বিএনপির নেতা মাওলানা আবুল কালাম আজাদ।

অনুষ্ঠানে বিএনপি ও এর অঙ্গ-সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীসহ বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশি উপস্থিত ছিলেন।

খামেনির দাফনে ২ কোটি মানুষের সমাগমের প্রস্তুতি

বাংলাদেশ ডেস্ক : আয়াতুল্লাহ আলী খামেনির রাষ্ট্রীয় দাফনকে কেন্দ্র করে ব্যাপক প্রস্তুতি নিচ্ছে ইরান। দেশটির কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, রাজধানী তেহরানে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রায় ২ কোটি মানুষের সমাগম হতে পারে। এ কারণে নগর কর্তৃপক্ষ নিরাপত্তা, পরিবহন ও জনসমাগম ব্যবস্থাপনায় বিশেষ প্রস্তুতি শুরু করেছে। তেহরানের পাশাপাশি কোম ও মাশহাদেও বড় পরিসরে স্মরণ অনুষ্ঠান আয়োজন করা হবে। খামেনির স্মরণে তিন দিনের রাষ্ট্রীয় শোকানুষ্ঠানের ঘোষণা দিয়েছে দেশটির কর্তৃপক্ষ।

Dr. GeeCee Pat

1st AIDE HOME CARE INC

A licensed home care agency, NY

DBA SARAH HOME CARE

Dr. Shahjadi Parvin (Sarah)

PCA / HHA, NURSING NHTD.PCA CERTIFICATION
OPWDD & SPECIAL CHILD SERVICE

Best Quality in Home Care Services

Call: (718) 440 - 9207

Email:info@1staidehc.com

Counties Served

Bronx, Kings, New York, Queens, Richmond, Westchester, Nassau

Contracted Insurance (MLTC)

1. Elderplan Homefirst,
2. Healthfirst
3. Anthem BCBS
4. Elderserve (River-spring)
5. Senior whole Health
6. Village Care Max
7. Centerlight
8. Hamaspik Choice
9. OPWDD/CHHA

Also we provide Social Adult Day Care Servoces & Special Child Services

We Speak Bengali, English, Hindi Urdu & Spanish

37-18 73rd St, Suite #401, Jackson Heights, NY-11372

Maa Foundation USA Inc.

A nonprofit organization 501 (c) (3) Approved

We are a Nonprofit Organization recognized as tax-exempt under section 501 (c)(3) of the Interrnal Revenue Code.

ক্লাসিফাইড বিজ্ঞাপন
বাসা ভাড়া, চাকরি, ক্রয়-বিক্রয়, পাত্র-পাত্রী
ব্রাউজ করুন
web : www.weeklybangladeshusa.com
Tel: 718-523-6299, Fax: 718-206-2579, E-mail: weeklybangladesh@yahoo.com

ব্রঙ্কসের তরুণদের ভাড়া সংকটের কথা শুনলেন মেয়র মামদানি

বাংলাদেশ ডেস্ক : নিউইয়র্ক সিটির ক্রমবর্ধমান আবাসন (বাকি অংশ ৪২ পাতায়)

নিউইয়র্কে খাদ্য সহায়তা ঝুঁকিতে ৪০ হাজার মানুষ

বাংলাদেশ ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রের নিম্নআয়ের মানুষের জন্য পরিচালিত খাদ্য সহায়তা কর্মসূচিতে নতুন শর্ত আরোপকে কেন্দ্র করে উদ্বেগ বাড়ছে। ফেডারেল সরকারের সাম্প্রতিক সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, নির্দিষ্ট শ্রেণির কর্মক্ষম প্রাপ্তবয়স্কদের প্রতি সপ্তাহে অন্তত ২০ ঘণ্টা কাজ, চাকরি-সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ বা অনুমোদিত স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রমে অংশ নিতে হবে। অন্যথায় তারা খাদ্য সহায়তা সুবিধা হারানোর ঝুঁকিতে পড়তে পারেন। দীর্ঘদিন ধরে চালু থাকা এই কর্মসূচি যুক্তরাষ্ট্রে নিম্নআয়ের পরিবারগুলোর জন্য অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক (বাকি অংশ ৪৩ পাতায়)

বেপরোয়া গাড়িচালনা রোধে নিউইয়র্কে নতুন আইন

নিউইয়র্ক : নিউইয়র্কের রাস্তায় বেপরোয়া গতিতে গাড়ি চালানো নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে একটি নতুন আইন পাস (বাকি অংশ ৪২ পাতায়)

উৎসব গ্রুপের বাংলাদেশ ফেস্টিভ্যাল ৭ জুন

নিউইয়র্ক : আগামী ৭ জুন রোববার উৎসব গ্রুপের দিনব্যাপী বাংলাদেশ ফেস্টিভ্যাল অনুষ্ঠিত হবে (বাকি অংশ ৪৩ পাতায়)

নিউইয়র্কে জিয়াউর রহমানের শাহাদাৎ বার্ষিকী পালিত

জ্যাকসন হাইটস এলাকাবাসী

নিউইয়র্ক : বহুদলীয় গণতন্ত্রের প্রবর্তক ও শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান (বীর উত্তম)-এর ৪৫তম শাহাদাৎ বার্ষিকী উপলক্ষে নিউইয়র্কের সর্বদলীয় সামাজিক সংগঠন 'জ্যাকসন হাইটস (বাকি অংশ ৪০ পাতায়)

জ্যামাইকাবাসী

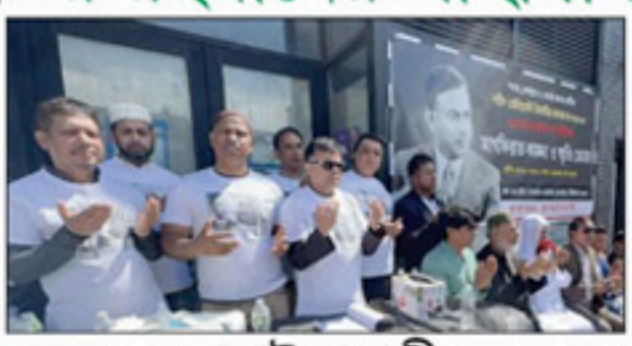

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষক, বহুদলীয় গণতন্ত্রের প্রবর্তক, শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের (বীরোত্তম) ৪৫তম শাহাদৎ বার্ষিকী স্মরণে বিগত কয়েক (বাকি অংশ ৪০ পাতায়)

জ্যাকসন হাইটস সোসাইটি

নিউইয়র্ক : নবগঠিত জ্যাকসন হাইটস সোসাইটির উদ্যোগে শহিদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের ৪৫তম শাহাদতবার্ষিকী পালন করা হয়েছে। গত ৩০ মে জ্যাকসন হাইটসের (বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)

নিউইয়র্ক স্টেট অ্যাসেম্বলি মেম্বারপ্রার্থী
শামসুল হকের সমর্থনে জ্যামাইকায় সমাবেশ

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): নিউইয়র্ক স্টেট অ্যাসেম্বলী ডিস্ট্রিক্ট ৩০-এর আসন্ন প্রাইমারী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী বাংলাদেশী-আমেরিকান প্রার্থী শামসুল হকের সমর্থনে জ্যামাইকায় ফান্ড রেইজিং হয়েছে। কমিউনিটির পরিচিত মুখ, অ্যাক্টিভিষ্ট (বাকি অংশ ১৩ পাতায়)

বাংলাদেশ সোসাইটি সদস্য নিবন্ধন শেষ ৩০ জুন

নিউইয়র্ক : নিউইয়র্কে প্রবাসী বাংলাদেশিদের অন্যতম বৃহৎ সংগঠন বাংলাদেশ সোসাইটি ইনকের আসন্ন নির্বাচনকে ঘিরে শুরু হয়েছে ব্যাপক প্রস্তুতি। ভোটার তালিকা হালনাগাদের লক্ষ্যে চলমান (বাকি অংশ ১৩ পাতায়)

বক্তব্য রাখছেন শাহনেওয়াজ।

আব্দুল আলীম স্মৃতি পরিষদ'র অনুষ্ঠান

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): বাংলাদেশের লোক সঙ্গীত সম্রাট আব্দুল আলীম স্মরণে আয়োজিত লোক সঙ্গীতানুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে নিউইয়র্কে আত্মপ্রকাশ করলো নতুন সংগঠন 'আব্দুল আলীম স্মৃতি পরিষদ যুক্তরাষ্ট্র'। এ উপলক্ষে (বাকি অংশ ৩৪ পাতায়)

জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশনের সাবেক সভাপতি আব্দুল বাছিতের ইন্তেকাল

নিউইয়র্ক : নিউইয়র্কের জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশন অব আমেরিকার সাবেক (বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)

বিদ্যুৎ বিলে নিউইয়র্কের বড় সহায়তা কর্মসূচি

বাংলাদেশ ডেস্ক : নিউইয়র্কে ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ ও জ্বালানি ব্যয়ের কারণে সাধারণ মানুষের ওপর আর্থিক চাপ কমাতে নতুন সহায়তা (বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)

আমার বিচিত্র জীবন–১৩

কাজী জহিরুল ইসলাম

মধ্য বাড্ডায়, গুদারাঘাটের কাছে, ডাক্তার জিয়াউদ্দিন সাহেবের বাড়ি। ইটের দেয়ালঘেরা এল শেইপ টিনশেড ঘর, ঘরের সামনে ফুলের বাগান। দুটি বেশ বড়ো (বাকি অংশ ৩৪ পাতায়)

সিটিতে বিনামূল্যে '২-কে' চাইল্ড কেয়ার কার্যক্রমের আবেদন শুরু

বাংলাদেশ ডেস্ক : নিউইয়র্ক সিটিতে দুই বছর বয়সী শিশুদের জন্য বিনামূল্যের চাইল্ড কেয়ার (বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)

কমার্শিয়াল পার্কিংয়ে বিপর্যস্ত জ্যাকসন হাইটস

বাংলাদেশ ডেস্ক : নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসের ৭৩তম ও ৭৪তম স্ট্রিটে চালু হওয়া কমার্শিয়াল পার্কিং ব্যবস্থা স্থানীয় ব্যবসায়ীদের (বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)

ক্লাসিফাইড Classified ক্লাসিফাইড
আপনি কি ক্লাসিফাইড বিজ্ঞাপন দেয়ার কথা ভাবছেন?
সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
দিচ্ছে বিশেষ ছাড়।
১ সপ্তাহ ১০ ডলার
৩ সপ্তাহ ২০ ডলার
যোগাযোগ
Phone: 718-523-6299, 917-304-3912 | Fax: 718-206-2579
Help Wanted
বাংলাদেশ

BISMILLAH
HALAL LIVE POULTRY MEAT & FISH MARKET
নিউইয়র্ক শরীয়াহ বোর্ড অনুমোদিত SBNY
বিশাল মূল্যহ্রাস
১০টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ২টি (কালার চিকেন) ফ্রি
(অথবা ২টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)
৬টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ১টি ফ্রি
37-15 55th St. Woodside, NY-11377 718.205-7200
ফ্রি ডেলিভারী
We accept all major credit cards
We accept EBT/Foodstamp
এখানে বাংলাদেশের সব ধরণের মাছ পাওয়া যায়

স্টার্লিং SP ফার্মেসী
আপনি অপেক্ষায় থাকতে প্রেসক্রিপশন পূরণের নিশ্চয়তা
ফ্রি পিকআপ ও ডেলিভারী
ফ্রি কনসালটেশন
ই-প্রেসক্রিপশন
বয়স্কদের জন্য ১০% ছাড় প্রতিদিন
ফ্রি ব্লাড প্রেশার, সুগার ও ওজন চেকআপ
হালাল ভিটামিন
ফ্রি বিল পেমেন্ট ব্যবস্থা
সার্জিক্যাল সাপ্লাই
Rx
2098 Starling Ave. Bronx, NY 10462, Tel: 718-684-6880

Highland Medical Care, PLLC
NAZMUL H. KHAN, MD, FACP
Board Certified in Internal Medicine
ফ্রি ব্লাড প্রেশার চেক করা হয়
87-30, 167th St. Jamaica, NY 11432
Tel: 718-262-8991 Fax: 718-262-8992

Empire Care Agency
LHCSA Licensed Home Health Care
PCA / HHA SERVICE
WHY CHOOSE US?
We Pay The Highest Rate
Our Experienced Nurse Will Advocate for your more Hours
OUR SERVICES
Skilled Nursing
Home Health Aides
Medication Reminders
Meal Preparation
Personal Care
Light Housekeeping
$23 Per Hour Given to PCA & HHA Care Giver
WE SPEAK BANGLA, HINDI, URDU, PUNJABI, SPANISH
NURUL AZIM
CEO
516-451-3748
123-40 Metropolitan Ave, Suite 101C, Kew Gardens NY 11415
516-900-7860

স্বল্পমূল্যে আপনার গৃহস্থালী সামগ্রীর জন্য বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান
মান্নান ডিসকাউন্ট স্টোর
এন্ড হাউজহোল্ড সেন্টার
37-14, 73rd Street, Jackson Heights, NY 11372 Tel: 718-426-3542

Shafi Chowdhury
Consultant
Cell: 646-403-6500
HILLSIDE ACCOUNTING SERVICES INC.
Tax, Travel, Payroll & Immigration
167-13 Hillside Ave. 2A, Jamaica NY 11432
Cell: 646-403-6500, Fax: 917-775-7357
E-mail: hillsideaccounting@gmail.com
e-file
69 St. Station (Al Hamrah 2nd Fl)

Published by News Bangladesh Inc. 86-47, 164th Street, #BH, Jamaica, NY 11432, Tel: 718-523-6299, 917-304-3912, Fax: 718-206-2579, E-mail: weeklybangladesh@yahoo.com, Web: www.weeklybangladeshusa.com